উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,৬১৬.৪০ (+৪৭.০১)
নিফটি : ২৪,২১১.০০ (+৪.১০)

অলবিদা স্যাম নিল, শূন্য জুরাসিক পার্ক ৭

অসমে ‘বিদেশি’ ২৭ জনকে সুপ্রিম স্বস্তি ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ ৩৩° / সর্বনিম্ন ২৭°	সর্বোচ্চ ৩২° / সর্বনিম্ন ২৭°	সর্বোচ্চ ৩৩° / সর্বনিম্ন ২৭°	সর্বোচ্চ ৩২° / সর্বনিম্ন ২৬°

তৃণমূলের রাশ নিয়ে জোর আইনি টক্কর ৩

শিলিগুড়ি ২৯ আষাঢ় ১৪৩৩ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 14 July 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 57

নিশানায় তৃণমূলের ‘গুন্ডা’ ও বাম ‘হার্মাদ’

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৩ জুলাই : গুন্ডা দমন আইনের উপলক্ষ্য স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার নতুন এই আইন কার্যকর হয়ে গিয়েছে। এই আইনটির প্রয়োজন ছিল মন্তব্য করে শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দেন, কাদের জন্য এই আইন। তাঁর ভাষায়, ‘রাজ্যে ১৫ বছর গুন্ডাদের সরকার ছিল। তার আগে হার্মাদদের সরকার ছিল। ৩৪ বছরের কমিউনিস্ট হার্মাদ ও ১৫ বছরের তৃণমূলি গুন্ডাদের জব্দ করার জন্য এই আইনের খুব প্রয়োজন ছিল।’

দমন আইন বলবৎ

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে বিতর্ক শুরু হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই আইন তৈরি করা হয়েছে। গুন্ডা দমনের নামে এই আইনকে হাতিয়ার করে আসলে রাজনৈতিক বিরোধীদের শায়েস্তা করা হবে। বিনা বিচারে আটক রাখার এই আইনকে কেউ কেউ জাতীয় নিরাপত্তা আইনের সমতুল বলে সমালোচনা করছেন। কেননা, এই আইনে পুলিশকে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

সিপিএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, ‘সরকার যখন বারবার অহেতুক আশঙ্কা প্রকাশ করে, বিপদের কথা বলে, রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার কথা বলে প্রশাসনের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা তুলে দেয়, তখন তা স্বৈরাচারকে ডেকে আনে।’

এরপর আটের পাতায়

আজ ফরাসিদের

ইতিহাস বদলের শপথ

ডালাস, ১৩ জুলাই : টেক্সাসের এই আধুনিক শহরে এখন পুরোপুরি ইউরোপীয় মেজাজ। রেস্তোরাঁর আড্ডা থেকে ফ্যান জোন- সব জায়গায় স্প্যানিশ ও ফরাসি সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড়। টিকিটের হাহাকারও চরমে। ডালাসের এই ফুটবল পাগল আবহে একটা ব্যাপার খুব স্পষ্ট। তারকাদের জৌলুস সরিয়ে রাখলে বোঝা যায়, সেমিফাইনালের ভাগ্য লেখা হবে মাঝমাঠের সূক্ষ্ম হিসেবনিকেশে। একদিকে স্পেনের বল দখলে রাখার ছক, অন্যদিকে ফ্রান্সের গতির বিস্ফোরণ। রড্রিরা যদি নিজেদের পায়ে বল রেখে খেলার রাশ ধরে রাখতে পারেন, তবে স্পেনের ফাইনালে ওঠার রাস্তা অনেকটাই চওড়া। কিন্তু কিলিয়ান এমবাপে বা ওসমানে ডেম্বেলেদের দৌড়ানোর একটু জায়গা দিলেই স্প্যানিশ রক্ষণের দুর্বলতা বেরিয়ে আসাটা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

ডালাসের পরিবেশটা এমনিতে বেশ অদ্ভুত। একদিকে স্প্যানিশ সুরের মূর্ছনা, অন্যদিকে ফরাসি সমর্থকদের গর্জন। কিন্তু স্টেডিয়ামের ভেতরে ঢুকলে মনে হয়, লড়াইটা শুধু ২২ জন ফুটবলারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুরোনো ক্ষত, নতুন করে নিজেকে প্রমাণের জেদ, আর গত দুই বছরের ইতিহাস বদলের এক অমোঘ টান। উৎস খুঁজলে দেখা যাবে, ২০২৪ সালে ইউরোর মিউনিখ সেমিফাইনালই ছিল ফরাসি শিবিরের পরিবর্তনের টার্নিং পয়েন্ট। সেদিন স্পেনের কাছে ২-১ গোলে হেরে দেশঁ বুঝেছিলেন, রক্ষণশীল ফুটবলে আর আধুনিক বিশ্বজয় সম্ভব নয়। সেই হারের পর থেকেই ফ্রান্স নিজেকে নতুনভাবে গড়েছে। ঠিক এক বছর পর জার্মানির স্টুটগার্টে নেশনস লিগের সেমিফাইনালেও স্পেনের কাছে ৫-৪ গোলে হার ফরাসিদের আত্মসম্মানে বড় আঘাত হানে। ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চে আজ সেই অপমানেরই মোক্ষম জবাব দেওয়ার সুযোগ এমবাপেদের সামনে। শেষ পাঁচটি ম্যাচে মাত্র একটি গোল হজম করা ফ্রান্স এখন মানসিকভাবে অনেক বেশি শান্ত এবং ধূর্ত।

স্পেন যে স্রেফ পরিসংখ্যান ভারী করার জন্য পায়ে বল রাখে, তা কিন্তু নয়। তাদের খেলার আসল কৌশল হল, বল নিজেদের

এরপর আটের পাতায়

অনেক গভীরে শিকড়

জামিন জালিয়াতি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

আইন ভেঙে এবং তথ্য জালিয়াতি করে হাইকোর্টে মাদক পাচারে অভিযুক্তদের জামিন দুর্নীতিতে রাজ্য পুলিশের এডিজির তদন্ত রিপোর্টে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ বহু প্রশ্ন। রিপোর্ট অনুসারে যে ২৯টি মামলায় কারসাজি করে জামিন পাইয়ে দেওয়া হয়েছে মাদক কারবারে অভিযুক্তদের তার সবগুলির ক্ষেত্রে পুলিশের গাফিলতি ছিল না। পাঁচটি মামলার ক্ষেত্রে পুলিশের কোনও গাফিলতি নেই তা স্পষ্ট করে রিপোর্টে লেখা হয়েছে। দুটি মামলার ক্ষেত্রে খানিকটা ধোঁয়াশা রাখা হয়েছে। সেখানে পুলিশের গাফিলতি আছে কি না তা স্পষ্ট করা হয়নি। ওই দুটি মামলার ক্ষেত্রে এসএসবি মাদক পাচারকারীদের ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনটি মামলার ক্ষেত্রে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি এডিজি। মামলার তদন্তকারী আধিকারিক অন্যত্র বদলি হওয়ায় পুলিশ সুপারদের পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ওই তিনটি ক্ষেত্রে পুলিশের গাফিলতি আছে কি না তা এখনও বলা যাচ্ছে না। যেসব মামলায় পুলিশের গাফিলতি ছিল না সেখানে কে বা কারা তথ্য জালিয়াতি করল সেই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে উঠেছে।

- যে ২৯টি মামলায় কারসাজি করে জামিন পাইয়ে দেওয়া হয়েছে, তার পাঁচটিতে পুলিশের গাফিলতি নেই
- ওইসব মামলায় সরকারি আইনজীবীর গাফিলতি বা কারসাজির সম্ভাবনা বেশি
- ১৫টি মামলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত এও এবং আইও-কে ‘মাইনর পানিশমেন্ট’ বা সামান্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে

মাদক মামলায় গ্রেপ্তারি থেকে আদালতে পৌঁছানো,

এরপর আটের পাতায়

আদালতের পথে রঞ্জন দত্ত। সোমবার শিলিগুড়িতে।

ফাঁসিয়েছেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান, দাবি ধৃত ক্লার্কের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : এক কোটি সতেরো লক্ষ টাকা দুর্নীতি কাণ্ডে অভিযুক্ত পেনশন ক্লার্ক রঞ্জন দত্তকে গ্রেপ্তারের পর শিলিগুড়িতে শোরগোল ছড়িয়েছে। সোমবার পুলিশ ভ্যানে ওঠার সময় খোদ প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়ের বিরুদ্ধেই তিনি তাঁকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুললেন। শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে যাওয়ার জন্য পুলিশের ভ্যানে ওঠার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রঞ্জন বলেন, ‘আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। চেয়ারম্যান, পুরো কাউন্সিল অফিস মিলেই আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমি তো সাধারণ একজন কর্মী ছিলাম। আমার একার পক্ষে কী এতকিছু সম্ভব ছিল?’ এদিকে, রঞ্জনের অভিযোগ ঘিরে কাউন্সিলারের অন্দরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুর্নীতির এই অভিযোগ লিখিত আকারে থানায় জমা দেওয়ার পরদিনই চেয়ারম্যান পদ থেকে দিলীপকুমার রায় পদত্যাগ করেন। রঞ্জনের অভিযোগ নিয়ে এদিন দিলীপের যতসামান্য প্রতিক্রিয়া, ‘দোষীরা শাস্তি পাবে।’

দুর্নীতির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই রঞ্জনের দাপটের পেছনে তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রভাবশালী শিক্ষক নেতার নাম জড়িয়েছিল। এদিন এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই ওই শিক্ষক নেতার দিকে ইঙ্গিত করে রঞ্জন বলেন, ‘কাউন্সিল অফিসটা ওঁর অফিসই। পলিটিকাল অফিস যাকে বলে।’ এর পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনকে তিনি সব রকম সহযোগিতা করছেন বলেও দাবি করেন। সমস্ত তথ্য পুলিশ-প্রশাসনকে জানিয়েছেন বলে রঞ্জন জানান।

রবিবার রাতে গ্রেপ্তারের পর রঞ্জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক নতুন নাম পাওয়ার বিষয়টি তদন্তকারীরা স্বীকার করেছেন। ওই নামগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে কোনও তথ্যপ্রমাণ রয়েছে কি না, তা নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে দুর্নীতির সেই কোটি টাকা কোথায় রয়েছে, সে সংক্রান্ত কোনও সূত্র এখনও পুলিশের হাতে আসেনি।

এরপর আটের পাতায়

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT **SILIGURI** Ph: 9311399671. RENAULT **GANGTOK** Ph: 8929207318. RENAULT **MALDA** Ph: 8527236841. RENAULT **RAIGANJ** Ph: 9311700645. RENAULT **ASANSOL** Ph: 8527240471. RENAULT **BALURGHAT** Ph: 7428438946. RENAULT **BANKURA** Ph: 9667215385. RENAULT **BURDWAN** Ph: 8130499627. RENAULT **BERHAMPORE** Ph: 8527235410. RENAULT **BONGAIGAON** Ph: 9582232858. RENAULT **DURGAPUR** Ph: 8527240447. RENAULT **KRISHNANAGAR** Ph: 8448488211. RENAULT **SINGUR** Ph: 9311700650. **KOLKATA:** RENAULT **KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD)** Ph: 8527234918, RENAULT **KOLKATA SOUTH (ALIPORE)** Ph: 8527240425, RENAULT **RAJARHAT** Ph: 8527240370, RENAULT **BT ROAD** Ph: 9311489001. RENAULT **KHARAGPUR** Ph: 9289937557.

সাফল্য ধলপল উচ্চবিদ্যালয়ের 'শিশু ব্যাংক'-এর

মাটির ভাঁড়ের সঞ্চয়ে স্বপ্নপূরণ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৩ জুলাই : রোজকার টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে ওরা এখন কেউ হাজার, কেউ তিন হাজার টাকার মালিক। ওই টাকায় একদিকে যেমন অষ্টম শ্রেণির অরিজিৎ দাস বইমেলা থেকে নিজের পছন্দের বই কেনে, তেমনই তার সহপাঠী নার্জিনা পারভিনের শ্বাসকষ্টের চিকিৎসা হয়। কেউ আবার চরম বিপদের দিনে পরিবারের হাতে তুলে দেয় জমানো পুঁজি। টাকাপয়সার জটিল অঙ্ক না বুঝলেও কম বয়সে ওরা এতটুকু জানে, বিন্দু বিন্দু সঞ্চয় একদিন সিন্ধু হয়ে উঠতে পারে। কোচবিহারের ধলপল উচ্চবিদ্যালয়ের 'শিশু ব্যাংক' আসলে কেবল টাকা জমানোর গল্প নয়, এটি পড়ুয়াদের স্বাবলম্বী হতে শেখার প্রথম ধাপ।

প্রায় ৩০০ পড়ুয়ার এই অভিনব পথ চলা শুরু তিন বছর আগে। বিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক সঞ্জয় মল্লিকের তত্ত্বাবধানে পড়ুয়ারা বাড়িতেই টাকা জমাচ্ছে। কেউ মাটির ভাঁড়ে, কেউ আবার ছোট বাক্সে। প্রতিদিন অন্তত পাঁচ টাকা করে তারা সঞ্চয় করে। কীভাবে এল এই ভাবনা? সঞ্জয়ের কথা, 'আমাদের স্কুলে রাইটার্স ক্লাব রয়েছে। সেখানে টিফিনের সময় পড়ুয়ারা নিজেরা কবিতা, গল্প পাঠ করে, লেখালিখি করে। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি প্রত্যেকের অন্যান্য বই রয়েছে। একদিন এক পড়ুয়া বলল, ওর বই পড়ার শখ, কিন্তু বই কেনার টাকা নেই। সেদিনই শিশু ব্যাংকের বিষয়টি মাথায় আসে।'

মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা থাকলেও পড়ুয়ারা স্কুলে ৫, ১০ কিংবা আরও বেশি টাকা নিয়ে আসে। অভিভাবকরাই সেই টাকা দেন টিফিনের সময় অন্য কিছু খাওয়ার জন্য। সঞ্জয় তখন পড়ুয়াদের বোঝান, বাইরের কেনা খাবার অস্বাস্থ্যকর। তাতে বাড়তি টাকা খরচ হয়। এই অভ্যাস বদলাতে তিনি পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। সবাইকে টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে প্রতিদিন মাত্র ৫ টাকা করে জমানোর প্রস্তাব দেন।

তাতে সানন্দে রাজি হয় পড়ুয়ারা। জন্ম নেয় 'শিশু ব্যাংক'।

সঞ্জয় জানাচ্ছেন, এই উদ্যোগের পর থেকে বাইরের জাংক ফুড খাওয়ার বদলে পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল খাওয়ার প্রবণতাও বেড়েছে। একে একে প্রায় ৩০০ পড়ুয়া এই ব্যাংকের অংশীদার হয়েছে। সঞ্জয় আরও বললেন, 'পড়ুয়াদের অনেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। মাটির ভাঁড়ে যখন অনেকটা টাকা জমে যাচ্ছে, তখন তারা অভিভাবকদের নিয়ে সেই টাকা ব্যাংকে জমা রাখছে। ফলে ছোট থেকে সঞ্চয়ের মানসিকতা ও দায়িত্ববোধ তৈরি হচ্ছে।'

> **মাটির ভাঁড়ে যখন অনেকটা টাকা জমে যাচ্ছে, তখন তারা অভিভাবকদের নিয়ে সেই টাকা ব্যাংকে জমা রাখছে। ফলে ছোট থেকে সঞ্চয়ের মানসিকতা তৈরি হচ্ছে।**
>
> **সঞ্জয় মল্লিক**
> অর্থনীতির শিক্ষক, ধলপল উচ্চবিদ্যালয়

বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির নার্জিনা পারভিন প্রায় তিন বছর ধরে টাকা জমাচ্ছে। কিছুদিন আগে তার শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা যায়। সেই সময় নিজের জমানো টাকা দিয়েই সে ওষুধ কিনেছিল। সপ্তম শ্রেণির সিমরণ পারভিনের যেমন বাবা নেই। মা কষ্ট করে সংসার চালান। সিমরণ শিশু ব্যাংকে টাকা জমায়। তার মা-ও ওকে উৎসাহিত করেন। এভাবেই পঞ্চম শ্রেণির নীলাদ্রি, সৌম্যদীপ, ঋষিকেশরা শিশু ব্যাংকে টাকা জমানো শুরু করেছে।

যে বয়সে শিশুরা কেবল হাতখরচের আনন্দ বোঝে, সেই বয়সে সঞ্চয়ের এই অভ্যাস তাদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে বলেই শিক্ষকদের মত। অরিজিৎ, নার্জিনা অথবা সিমরণদের জমানো প্রতিটি পাঁচ টাকার কয়েন প্রমাণ করে দিয়েছে, ইচ্ছে আর সঠিক দিকনির্দেশ থাকলে ছোট ছোট হাতও পরিবারের বড় ভরসা হয়ে উঠতে পারে।

ডেঙ্গি দমনে দিশা দেবায়ানীর গবেষণায়

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : প্রতি বছর ডেঙ্গিতে হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হলেও এই রোগ দমনে এখনও নির্দিষ্ট কোনও অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ নেই। তবে আধুনিক জিনবিজ্ঞানের গবেষণায় এই বিষয়ে শিলিগুড়ির বাসিন্দা দেবায়ানী চক্রবর্তী নতুন আশার আলো দেখাচ্ছেন। ভেষজ নিম ও ত্রিফলার সম্ভাব্য কার্যকারিতা নিয়ে তাঁর গবেষণা ডেঙ্গি চিকিৎসার নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। বর্তমানে তিনি বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (আইআইএসসি)-এর গবেষক। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা 'নেচার' গ্রুপের 'সায়েন্টিফিক রিপোর্টস' জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

আয়ুর্বেদে ব্যবহৃত বিভিন্ন ভেষজ উপাদানের আধুনিক বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন নিয়েই মূলত এই গবেষণার সূচনা। শিলিগুড়ি কলেজপাড়ার বাসিন্দা দেবায়ানী শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল ও শিলিগুড়ি কলেজের প্রাক্তনী। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য আইআইএসসি-কে বেছে নেওয়া দেবায়ানী অধ্যাপক রাহুল রায় এবং ট্রান্সডিসিপ্লিনারি গবেষকদের যৌথ উদ্যোগে এই গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। মূলত মানব কোষে ডেঙ্গি ভাইরাসের

দেবায়ানী চক্রবর্তী

প্রবেশ এবং কোষের সঙ্গে ভাইরাসের আন্তঃক্রিয়া নিয়ে তিনি কাজ করেছেন।

নিজের গবেষণার বিষয়ে দেবায়ানী বললেন, ''গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিমের উপাদান মানব কোষে চার হাজারেরও বেশি জিনের কার্যকলাপে প্রভাব ফেলতে পারে। এটি শরীরের নিজস্ব অ্যান্টিভাইরাল প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, ত্রিফলার মধ্যে থাকা 'করিল্যাগিন' নামক মলিকিউল ডেঙ্গি ভাইরাসের প্রোটিনকে বাধাগ্রস্ত করতে সাহায্য করে।'' প্রাথমিক ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় কিছু প্রচলিত অ্যান্টিভাইরাল যৌগের তুলনায় এটি আশাব্যঞ্জক ফল দেখিয়েছে বলে তিনি জানান।

এটি মূলত কোষভিত্তিক ও কম্পিউটার নির্ভর বিশ্লেষণের পর্যায়ে রয়েছে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের আগে আরও বিস্তৃত গবেষণার প্রয়োজন। বর্তমানে ডেঙ্গির কার্যকর অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ না থাকায় চিকিৎসা মূলত উপসর্গ নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভরশীল। তাই ডেঙ্গি চিকিৎসায় ওষুধ উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এই গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে বলে গবেষকদের আশা। এই গবেষণার গুরুত্ব স্বীকার করে আইআইএসসি তাদের নিজস্ব অফিশিয়াল পেজে বিষয়টি প্রচার করেছে। ডেঙ্গি চিকিৎসায় উত্তরবঙ্গের এই কৃতীর গবেষণা ভবিষ্যতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলেই সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে।

সুমিত্রা ব্যাপারীর বিয়ে দিল গাজোল হিন্দু যুব শক্তি সংগঠন। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

অভাবী পরিবারের দুই কন্যার বিয়ে

হরিশ্চন্দ্রপুর ও গাজোল, ১৩ জুলাই : অর্থের অভাবে বারবার পিছিয়ে যাচ্ছিল মেয়ের বিয়ে। দুশ্চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছিল অসহায় বাবা-মায়ের। কিন্তু মানবতা যে এখনও বেঁচে আছে, তা প্রমাণ করলেন মালদার দুই প্রান্তের একদল সহৃদয় তরুণ। হরিশ্চন্দ্রপুর ও গাজোলে দুই অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসবের মেজাজে তাঁরা দুই কন্যার বিয়ে দিলেন।

প্রথম ঘটনাটি হরিশ্চন্দ্রপুরের। সেখানকার গোপালপুর এলাকার বাসিন্দা দেবী দাসের চাঁচল থানার তরুণ শিরীষচন্দ্র দাসের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল। বিয়ের খরচ জোগাড় করতে না পেরে শুভদিন বারবার পিছিয়ে যাচ্ছিল। উপায় না দেখে কনের পরিবার রহমতপুরের 'আঁচল আশ্রম'-এর দ্বারস্থ হয়। আশ্রমের চেয়ারম্যান আলমগির খান ও সম্পাদক শফিকুল আলমের উদ্যোগে সম্পূর্ণ বিয়ের দায়িত্ব তুলে নেওয়া হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় সাহায্যের আবেদন জানানো হলে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন বহু মানুষ। রবিবার সুসজ্জিত মণ্ডপে, ধর্মীয় রীতি মেনে বিয়ের আসর বসে। নবদম্পতির হাতে তুলে দেওয়া হয় খাট, আলমারি সহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও গৃহস্থালির সামগ্রী। প্রায় ১৫০ জন অতিথিকে পাত পেড়ে খাওয়ানো হয়। আশ্রমের সম্পাদক শফিকুল আলম বলেন, 'সমাজের অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই আমাদের লক্ষ্য। ওই মেয়েটির বিয়ে সম্পন্ন করতে পেরে আমরা আনন্দিত।'

হরিশ্চন্দ্রপুরের পাশাপাশি একইরকম মানবিকতার সাক্ষী থাকল গাজোলের গোরুহাট এলাকাও। অভাবের তাড়নায় পিসির বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত মেয়ে সুমিত্রা ব্যাপারী। বাবা সুভাষ ব্যাপারী ও মা মায়া ব্যাপারী চরম দরিদ্র। মেয়ের বিয়ে কীভাবে দেবেন, তা ভেবেই কূলকিনারা পাচ্ছিলেন না তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে ত্রাতা হয়ে এগিয়ে আসে 'গাজোল হিন্দু যুব শক্তি সংগঠন'। সংগঠনের সভাপতি সৌমেন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে তরুণেরা মেয়ের বিয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। চাকনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডোবা খোকসান গ্রামের সুকান্ত সরকারের সঙ্গে সুমিত্রার চার হাত এক হয় ধুমধাম করে। বিয়ের মণ্ডপ থেকে শুরু করে অতিথিদের আপ্যায়ন সবটাই সংগঠনের সদস্যরা হাসিমুখে সামলেছেন।

ঢেলে সাজছে জটিলেশ্বর মন্দির

ময়নাগুড়ি, ১৩ জুলাই : শ্রাবণ মাসে এবার শুধু জল্পেশ মন্দিরই নয়, পুণ্যার্থীদের স্বাগত জানাতে ময়নাগুড়ির ঐতিহ্যবাহী জটিলেশ্বর মন্দিরকেও ঢেলে সাজানো হচ্ছে। রাজ্য সরকারের বিশেষ উদ্যোগে শ্রাবণ মাসজুড়ে সেখানে 'শ্রাবণী উৎসব' পালিত হবে। প্রতি রবিবার বিকেল থেকে সোমবার পর্যন্ত চলবে বিশেষ পুজো ও নানা অনুষ্ঠান। এই উদ্যোগকে ঘিরে এখন রীতিমতো উৎসবের মেজাজ ময়নাগুড়িতে। পুণ্যার্থীদের যাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা না হয়, তার জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছে প্রশাসন। ইতিমধ্যে ময়নাগুড়ির বিধায়ক ডালিম রায় ও বিডিও সৌমেন দাসের উপস্থিতিতে মন্দির কমিটির সঙ্গে প্রশাসনিক স্তরে বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, মন্দির চত্বরে মঞ্চ বেঁধে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। গোটা এলাকা মুড়ে ফেলা হবে বাহারি আলোয়। জল্পেশ থেকে জটিলেশ্বর পর্যন্ত যাতায়াতের রাস্তায় পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকছে। পাশাপাশি, রাতে ভক্তদের বিশ্রামের জন্য মন্দির চত্বরের ঘরগুলি সাফাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে।

বিধায়ক ডালিমচন্দ্র রায় বলেন, 'জল্পেশের পাশাপাশি জটিলেশ্বর মন্দিরেও শ্রাবণ মাসে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। রাজ্য সরকার এবার এই উৎসবকে আরও বৃহৎ আকারে, নতুন মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সে কারণে সরকারি তরফে একগুচ্ছ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

শ্রাবণী উৎসব আয়োজনের দায়িত্বে থাকা সুপ্রিয় গুহর কথায়, রাজ্য সরকার নিজে উদ্যোগী হওয়ায় গোটা উৎসব এবার অন্য মাত্রা পাবে।'

ভারত সরকার, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়

রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড (RRBs)

কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি (CEN) সংখ্যা - 03/2026

সেকশন কন্ট্রোলার পদে নিয়োগ

নির্দেশমূলক বিজ্ঞপ্তি

নিম্ন উল্লেখিত তালিকাটিতে **সেকশন কন্ট্রোলার** পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 14/08/2026। সমস্ত দিক থেকে সম্পূর্ণ আবেদনপত্র **শুধুমাত্র অনলাইন মোডের** মাধ্যমে (https://www.rrbapply.gov.in) জমা দিতে হবে।

আবেদন দাখিল করার তারিখ : 15/07/2026
আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : 14/08/2026 (23:59 ঘন্টা)

পদের নাম	৭ম CPC অনুযায়ী পে-লেভেল	প্রাথমিক বেতন (টাকা)	মেডিকেল মানদণ্ড	শিক্ষাগত যোগ্যতা	01.07.2026 অনুসারে বয়স	মোট শূন্যপদ (সকল RRBs)
সেকশন কন্ট্রোলার	6	35,400/-	A-2	বিস্তারিত CEN অনুযায়ী	20-33 বছর	119

দ্রষ্টব্য:
1. প্রার্থীদের অনলাইন আবেদনপত্র পূরণের সময় তাদের প্রাথমিক তথ্য আধার ব্যবহার করে যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে আধার যাচাই না করা আবেদনপত্রের নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে বিস্তারিত যাচাই-বাছাইয়ের কারণে অসুবিধা এবং বিলম্ব এড়ানো যায়।
2. আধার ব্যবহার করে সফলভাবে যাচাইকরণের জন্য আধারের নাম এবং জন্ম তারিখ আপডেট করতে হবে, যাতে দশম শ্রেণী পাশ করা সার্টিফিকেটে থাকা পূর্ণ নাম এবং জন্ম তারিখের সাথে 100% মিল থাকে। একইভাবে, অনলাইন আবেদনপত্র পূরণের আগে আধারটিতে নতুন ছবি এবং নতুন বায়োমেট্রিক্স (আঙুলের ছাপ এবং আইরিস) আপডেট করতে হবে।
3. এই বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণরূপে নির্দেশক প্রকৃতির, যা কেবলমাত্র সম্ভাব্য প্রার্থীদের আসন্ন CEN সম্পর্কে অবহিত রাখার জন্য এবং আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় শংসাপত্র বা নথিপত্র সহ প্রস্তুত থাকার উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে। আরও স্পষ্ট করা হচ্ছে যে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী সমস্ত শর্তাবলী, যোগ্যতার মানদণ্ড, কার্যপদ্ধতি এবং অন্যান্য আবশ্যিক বিষয়ে কঠোরভাবে বিস্তারিত CEN No- 03/2026 (সময়ে সময়ে জারি করা যেকোনো সংশোধনী সহ) অনুযায়ী হবে যা নীচে তালিকাভুক্ত সমস্ত আরআরবি-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হবে:

CEN No- 03/2026-এ অংশগ্রহণকারী আরআরবি গুলির ওয়েবসাইট

আহমেদাবাদ www.rrbahmedabad.gov.in	চেন্নাই www.rrbchennai.gov.in	মুজাফফরপুর www.rrbmuzaffarpur.gov.in
আজমের www.rrbajmer.gov.in	গোরক্ষপুর www.rrbgkp.gov.in	পাটনা www.rrbpatna.gov.in
বেঙ্গালুরু www.rrbbnc.gov.in	গুয়াহাটি www.rrbguwahati.gov.in	প্রয়াগরাজ www.rrbpryj.gov.in
ভোপাল www.rrbbhopal.gov.in	জম্মু - শ্রীনগর www.rrbjammu.nic.in	রাঁচি www.rrbranchi.gov.in
ভুবনেশ্বর www.rrbbbs.gov.in	কলকাতা www.rrbkolkata.gov.in	সেকেন্দ্রাবাদ www.rrbsecunderabad.gov.in
বিলাসপুর www.rrbbilaspur.gov.in	মালদা www.rrbmalda.gov.in	শিলিগুড়ি www.rrbsiliguri.gov.in
চণ্ডীগড় www.rrbcdg.gov.in	মুম্বাই www.rrbmumbai.gov.in	তিরুবনন্তপুরম www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

নং- RRB/BCT/Advt./CEN/03/2026
তারিখ- 14-07-2026
'দালাল, প্রতারক, অবৈধভাবে চাকরি প্রদানের জালিয়াতি থেকে সতর্ক থাকুন।'
চেয়ারপার্সন
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে। উচ্চশিক্ষায় পড়ুয়ারা পড়াশোনায় কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে। বৃষ : নতুন বাড়ির সাজসজ্জায় আর্থিক খরচ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পদমর্যাদা ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্ক থাকা জরুরি। মিথুন : সৃজনশীল ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িতরা সাফল্য পাবেন। নতুন সম্পত্তি কেনার সুযোগ পেতে পারেন। ছোটখাটো শারীরিক সমস্যাকে অবহেলা করবেন না। কর্কট : প্রেমের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হলেও মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন। অর্থনৈতিক সমস্যা কেটে যাবে। দাম্পত্যে সুখশান্তি বজায় থাকবে। সিংহ : আজ সারাদিন উত্থান-পতনের মধ্যে কাটলেও, সন্ধের পর ভালো খবর পেতে পারেন। প্রিয় মানুষের সঙ্গে সামান্য কারণে ভুল বোঝাবুঝি। কন্যা : সংসারে প্রত্যেক সদস্যের সমর্থনে আত্মবিশ্বাস আরও বাড়বে। ব্যবসায় কিছু সমস্যার কারণে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। তুলা : সংসারে আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া কোনও কাগজ ফিরে পেয়ে স্বস্তি পাবেন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির সুযোগ পেতে চলেছেন। বৃশ্চিক : বেসরকারি বড় কোনও কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেয়ে মানসিক চাপ কমবে। অতীতের কোনও ভুলের কারণ আজ খুঁজে পাবেন। ধনু : কোনও নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা লাভজনক হতে পারে। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চালুন। পড়াশোনার মনোযোগ বাড়বে। মকর : ব্যবসায়িক কাজে প্রিয় মানুষের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবেন না। উচ্চশিক্ষায় পড়ুয়াদের আর্থিক সমস্যা দূর হবে। কুম্ভ : দীর্ঘদিনের কোনও বড় ইচ্ছার পূরণ আজ হতে পারে। সরকারি চাকরিজীবীদের বদলির খবর মিলতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি। মীন : ব্যবসা সম্প্রসারণের নতুন সুযোগ পেতে পারেন। শেয়ারবাজারে আজ ভালো লাভ করার সম্ভাবনা। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ আষাঢ় ১৪৩৩, ভাঃ ২৩ আষাঢ়, ১৪ জুলাই ২০২৬, ২৯ আহার, সংবৎ ১৫ আষাঢ় বদি, ২৮ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৪, অঃ ৬।২৩। মঙ্গলবার, অমাবস্যা অপরাহ্ণ ৪।১। পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ২।১২। ব্যাঘাতযোগ দিবা ২।০। চতুষ্পাদকরণ প্রাতঃ ৫।১৩ গতে নাগকরণ অপরাহ্ণ ৪।১ গতে কিন্তুঘ্নকরণ রাত্রি ২।৫৪ গতে ববকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৮।৩৫ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ২।১২ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ২।১২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, অপরাহ্ণ ৪।১ গতে পূর্ব্বে। বারবেলাদি ৬।৪৪ গতে ৮।২৩ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৩।৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪৩ গতে ৯।৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ২।১২ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৭ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৪।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।৫৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ২।৪৯ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ গতে ৯।৫৫ মধ্যে।

অ্যাফিডেভিট

I, Mankumari Bishwakarma w/o Dilip Bishwakarma, (voter no-BQT3123056, adddhaar no- 736446213488), Bishnu Biswakarma is my son, resi- rakam jote, suibar P.O/P.S- Naxalbari, Dist- Darjeeling, Pin-734429 Declares that Mankumari Bishwakarma And Pabitra Biswakarma is single and one identical person, affidavit dated 11th May 2026 before in the court of the LD judicial magistrate at Siliguri, West Bengal. (C/122816)

•

আমি শঙ্কর দাস, পিতা-মৃত নরেন দাস, গ্রাম-পিলখানা রোড, থানা- কোতয়ালি, পোষ্ট+ জেলা- কোচবিহার। আমার কন্যার আধার কার্ড নং - 794071090910-এ তার নাম ভুলবশত Bhomi Das থাকায় গত 13/07/2026 J.M. 1st Class সদর কোর্ট কোচবিহার-এর অ্যাফিডেভিট দ্বারা Bhumi Das হলো।

DHUPGURI MUNICIPALITY
NIQ.Memo. No. 160/ PWD/DPGM/26 DT. 13.7.2026
NIQ are invited by the Executive Officer, Dhupguri Municipality from Resourceful bonafide outsider for Supply of Electrical Meterial works within Dhupguri Municipal area.
Sd/-
Executive Officer,
Dhupguri Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for the works : "Civil, Plumbing and Electrical works for Model AYUSH OPD Building (G+1) at Purba Shimlabari SHD in Shilbarihat PHC in the district of Alipurduar, West Bengal during the year of 2025-26." NIT Ref. No. WBMSCL/NIT-615/2026 Dated-10/07/2026. Last date of submission of bid (online): 28.07.2026 up to 3.00 P.M. Tender/s can be downloaded from www.wbtenders.gov.in or www.wbmsc.gov.in on or after 14/07/2026 at 11:00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to cpec@wbmsc.gov.in or call 033 40340410. Sd/- General Manager, WBMSCL, Additional Secretary to the Govt. of West Bengal ICA-T12351(3)/2026

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে এলসি গেটের ইন্টারলকিং
ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসএন্ডটি.এপিডিজে/১১ তারিখ: ০৯-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে- টেন্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-১১-২০২৬-২৭। কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে: ২০০০০ টিভিইউ থেকে অধিক থাকা এমএসিএল সহিত এলসি গেটসমূহের ইন্টারলকিং (১৭ টি)। টেন্ডার রাশি: ২১,৩০,০২,১৩৫.২৯/- টাকা। বায়না রাশি: ৪২,৬০,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৭-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ০৭-০৮-২০২৬ তারিখে ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসএন্ডটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

O/o The Principal, Malda Medical College, Malda - 732101
Principal Malda Medical College invites an etender for **Supply and Installation of the Equipments with CMC for Three Years** to the office of the Principal Malda Medical College. For more details please see **www.maldamedicalcollege.co.in** and **www.wbhealth.gov.in**
Memo No : 484/DICO/MLD. dt - 13.07.26

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৬৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২০৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২১০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে ডাক্তারের গাড়ি চালাবার জন্য অভিজ্ঞ 30 ঊর্ধ্বে ড্রাইভার চাই। বেতন 13000/-. M : 9832492627. (C/122297)

•

ময়নাগুড়ি ও বিধান নগরে ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। বেতন 14000/-, মাসে ছুটি। M:- 8653609553. (C/122298)

•

Required 1) Welder-cum-fitter having ITI Qualification in Welding/Fabrication with experience in TIG (GTAW) and Manual Arc Welding 2) QA/QC Engineer having B. Tech/B.E/ Diploma in Mechanical Engineering from a recognized instituion preferably having experience in Quality Assurance/Quality Control of fabricated products, knowledge of fabrication processes, welding inspection, dimensional inspection, quality documentation for an ISO 9001/14001 certified manufacturing company at Jalpaiguri. Interested Candidates may send their CVs by e-mail to karmakar@integratedfire.net/ equipment3@integratedfire.net within 15 days. (C/122453)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
1) Bid reference no. NIT Reference No. WBMSCL/NIT-612/2026 Dated-10/07/2026
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for the work: "Construction of Overhead Shed at Roof, above Male Medical Ward at Falakata SSH (G+4), Alipurduar during the year 2025." Last date of submission of bid (online)-21.07.2026 upto 3:00 PM. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.wbtenders.gov.in on 14.07.2026 at 11:00 AM request for Clarification, if any, may be sent to eewbmscl.krishnajit@gmail.com Sd/- General Manager, WBMSCL, Additional Secretary to the Govt. of West Bengal ICA-T12350(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
WB/PWD/EE/NBD/SS/NIT No. 8 of 2026-2027 EE, NBD, SS, P.W. Dte. invites e-Tender for the works of :- **Hiring security services for day to day guarding of the office of the Senior Superintending Engineer, entire campus and the offices of the Executive Engineer, North Bengal Division & Assistant Engineer, Siliguri Sub-Division at Siliguri and the Departmental Godown & Office of the Assistant Engineer, NBMC Sub-Division at Sushrutanagar, all under Social Sector, P.W. Dte in the district of Darjeeling during the year 2026-27.** Tender ID :- **2026_WBPWD_5016672_1.** Bid submission start date (online) 10.07.2026 6:55 P.M. Bid submission closing date (online) 29.07.2026 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, NBD, SS, P.W. Dte., Siliguri, Govt. of W.B. ICA-T12361(3)/2026

অ্যাফিডেভিট

আমি, Prem Kumar Chhetri আমার ভোটের কার্ডে নম্বর NTL1368562 বাবার নাম ভুল বশতঃ Keshab Bahadur Chhetri উল্লেখ থাকায় গত 3/7/26 তারিখে শিলিগুড়ি LD. J.M দ্বারা 1st ক্লাস 4th কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে, (বাবা) Keshab Bahadur Chhetri থেকে Birbahadur Chhetri নামে পরিচিত হলো। উভয় একই ব্যক্তি। (C/122811)

•

আমি, Ramesh Mitruka, S/o Sohanlal Mitruka আমার সঠিক নাম হলো, Ramesh Mitruka কিন্তু আমার ICICI P.L.I.P নম্বর 17669820 তে নামের বানান ভুলবশতঃ Ramesh Kumar Agarwal উল্লেখ থাকায় গত, 8/7/26 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে LD. E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে আমি Ramesh Kumar Agarwal থেকে Ramesh Mitruka নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/113852)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 1979 0860606 আমার বাবার নাম Late Rabi Chakraborty নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 10.7.26 J.M. 1st Court, সদর কোচবিহার আমার বাবা Late Rabindra Nath Chakraborty এবং Late Rabi Chakraborty এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। -Tapash Chakraborty. দিনহাটা রোড, ওয়ার্ড নং 13, থানা ঃ কোতোয়ালি। পোঃ +জেলাঃ কোচবিহার। (C/121493)

•

আমি Sumiti Murmu, W/o Dilip Hansda গ্রাম দলদলি, পোঃ হারকোরখা, থানা+জেলা- মালদা। আমার মেয়ে জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজি নং B-2017 : 1900872-001536, Dt 13/06/2017) মেয়ের পদবি ভুল থাকায় গত 10/07/26 তারিখে মালদা ১ ম শ্রেণি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মেয়ের পদবি Rishimoni Hasda থেকে Rishimoni Hansda করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/122812)

•

আধার ও রেশন কার্ডে নিজ নাম সন্ধ্যা সরকার ও DOB যথাক্রমে 3.5.1996 ও 1.1.2020 এবং এপিকে DOB 22.9.1993 থাকায় 10.6.2026 দিনহাটা JM(1st. Cl.) কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট অনুযায়ী সন্ধ্যারানী সরকার পিতা শ্রীদাম সরকার DOB 22.11.1993 হইল যা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। সাং - জামবাড়ি, গোসানিমারি। (SM)

•

আমি Gitika Roy Barman, W/o Kartik Barman গ্রাম - চালুন, পো: প্রান সাগর, থানা - গঙ্গারামপুর, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর। আমার ছেলের আধার কার্ডে (যার নং 5213 7761 7839) ছেলের নাম Raj Barman ও ছেলের জন্ম প্রমাণ পত্রে আমার নাম Gitika Barman থাকায় গত 07/07/26 তারিখে ১ম শ্রেণী বালুরঘাট দক্ষিণ দিনাজপুর J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ছেলের নাম Raj Barman থেকে Rick Barman ও আমার নাম Gitika Barman থেকে Gitika Roy Barman করা হইল। Raj Barman ও Rick Barman এক ও অভিন্ন এবং Gitika Barman ও Gitika Roy Barman এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/122820)

আজ টিভিতে

সেন্টিমেন্টাল বিকেল ৪.০০ **জলসা মুভিজ**

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মধুমালতী, দুপুর ১২.০০ পুতুলের প্রতিশোধ, ২.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, বিকেল ৫.০০ চৌধুরী পরিবার, রাত ৮.০০ অভিমন্যু, ১০.৩০ মৌচাক

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.০০ বহুরূপী, দুপুর ১২.৪৫ পাওয়ার, বিকেল ৪.০০ সেন্টিমেন্টাল, সন্ধে ৬.৪৫ সাত পাকে বাঁধা, রাত ৯.৩০ গুরু

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দাদার আদেশ, দুপুর ১.৩০ খোকাবাবু, বিকেল ৫.০০ সূর্য, রাত ৮.০০ বিদ্রোহ, ১১.০০ ইন্দ্রজিৎ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ যার যে প্রিয়

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কর্তব্য

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : বেলা ১১.৫৮ জিগরওয়ালা রক্ষক, দুপুর ২.৪০ লাপাতা লেডিজ, বিকেল ৫.০৮ নমস্তে লন্ডন, সন্ধে ৭.৫৫ কিং কিং, রাত ১১.৫০ মাহা

কার্স অফ দ্য বারমুডা ট্রায়াঙ্গল বিকেল ৪.০১ **ডিসকবারি সায়েন্স**

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার সূচি-২০২৭

১৫ ফেব্রুয়ারি	প্রথম ভাষা
১৬ ফেব্রুয়ারি	দ্বিতীয় ভাষা
১৮ ফেব্রুয়ারি	ইতিহাস
১৯ ফেব্রুয়ারি	ভূগোল
২২ ফেব্রুয়ারি	গণিত
২৩ ফেব্রুয়ারি	ভৌতবিজ্ঞান
২৪ ফেব্রুয়ারি	জীবনবিজ্ঞান
২৫ ফেব্রুয়ারি	ঐচ্ছিক বিষয়

ছেলে গ্রেপ্তার হতেই নির্মলের বিরুদ্ধে রত্না

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জুলাই : লটারির টিকিট হাতানো, তোলাবাজি ও বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষ। সোমবার ব্যারাকপুর আদালত তাঁকে ৬ দিনের পুলিশি হেপাজতে পাঠিয়েছে। নির্মল পুত্রের গ্রেপ্তারি নিয়ে পানিহাটির বিজেপি বিধায়ক রত্না দেবনাথ বলেন, 'কান টানলে মাথা তো আসবেই। ছেলের পর এবার বাবার গ্রেপ্তার হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।' অন্যদিকে, আইনি জট এড়াতে এদিনই আগাম জামিন চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন নির্মল ঘোষ।

রবিবার রাতে তীর্থঙ্কর ওরফে কুচি গ্রেপ্তার হতেই খড়দাজুড়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে উৎসব পালন করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সোমবার আদালতে পেশ করার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয় এবং 'চোর চোর' স্লোগান ওঠে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, কুচির হাত থেকে পানিহাটি মুক্তি পেয়েছে এবং তাঁর বাবা নির্মল ঘোষ ছেলের চেয়েও বড় অপরাধী। এই লটারি কাণ্ডে নির্মলের নামও জড়িয়েছে। সম্প্রতি গ্রেপ্তারি এড়াতে তিনি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করলেও ঋতব্রত শিবির তাঁকে কোনও আমল দেয়নি। সিপিএম নেতা কলতান দাশগুপ্ত বলেন, 'বিজেপির ছাতার তলায় গিয়ে কোনও অপরাধী যেন আইনের হাত থেকে ছাড় না পায়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।'

রক্ষাকবচ পেলেন মানস

কলকাতা, ১৩ জুলাই : টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রির মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে শর্তসাপেক্ষে রক্ষাকবচ পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দিয়েছেন, এখনই মানসের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ বা গ্রেপ্তার করতে পারবে না পুলিশ। তবে স্বস্তি মিললেও আদালতের শর্তের জেরে আপাতত সবংয়ের বাইরে বেরোতে পারবেন না তিনি। নিম্ন আদালতে তাঁকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে এবং তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে।

সুরুচি সংঘে ফুল বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জুলাই : দক্ষিণ কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ও হাইপ্রোফাইল পুজো সুরুচি সংঘে এবার ফুল বদল। দীর্ঘদিন ধরে এই পুজো তৃণমূল কংগ্রেসের হেভিওয়েট নেতা অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর ভাই স্বরূপ বিশ্বাসের পুজো হিসেবে পরিচিত থাকলেও, এবার তা আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপির দখলে গেল। দুর্গাপুজোর কয়েক মাস আগেই নতুন কমিটি থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে 'বিশ্বাস ব্রাদার্স'কে। সুরুচি সংঘের নতুন কমিটির সম্পাদক করা হয়েছে দমদম উত্তরের বিজেপি বিধায়ক সৌরভ শিকদারকে। কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন বিজেপির দক্ষিণ জেলার সভাপতি অনুপম ভট্টাচার্য সহ শাসকদল ঘনিষ্ঠরা। সৌরভ জানান, এলাকার মানুষের সিদ্ধান্তেই এই কমিটি পরিবর্তন করা হয়েছে। আগে এই পুজোকে কেন্দ্র করে তোলাবাজি, সিন্ডিকেট ও বিভিন্ন দালালির অভিযোগ উঠত। কিন্তু এখন থেকে সুরুচি সংঘের পুজো প্রকৃত অর্থেই সর্বজনীন হবে।

রেকর্ড বৃষ্টি

ঢাকা, ১৩ জুলাই : গত ৪৩ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিল বৃষ্টি। যার জেরে স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে বাংলাদেশ। বন্দরনগরী চট্টগ্রাম কার্যত অচল, লক্ষ লক্ষ মানুষ জলবন্দি। পরিস্থিতি এতটাই শোচনীয় যে, সাতকানিয়া থানা এলাকায় কবরস্থান পর্যন্ত জলের তলায় ডুবে গিয়েছে। মৃতদেহ সংকারের জায়গাটুকুও অবশিষ্ট নেই। সোমবার একটি দেহ ভেলায় চাপিয়ে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে নিয়ে গিয়ে সংকার করতে হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, চট্টগ্রাম ও সংলগ্ন এলাকায় বন্যা এবং ধসে এখনও পর্যন্ত অন্তত ৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বৃষ্টির দিনে স্কুলযাত্রা... সোমবার কলকাতায়।

'বিচার পদ্ধতি ন্যায্য হতে হবে'

অসমে 'বিদেশি' ২৭ জনকে সুপ্রিম স্বস্তি

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : নাগরিকত্ব বাতিলের খাঁড়া ঝুলছিল মাথার ওপর। 'বিদেশি' তকমা পাওয়া অসমের বিপন্ন ২৭ জন মানুষকে স্বস্তি দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, নাগরিকত্ব নির্ধারণের প্রক্রিয়া হতে হবে স্বচ্ছ, আইনসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত। ইচ্ছামতো 'বিদেশি' বলে মানুষের 'নাগরিকত্ব' মুছে ফেলা যাবে না।

সোমবার বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চ গৌহাটি হাইকোর্ট ও ফরেনার্স ট্রাইবিউনালের আগের নির্দেশগুলি খারিজ করে দিয়েছে। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ট্রাইবিউনালে নতুন করে শুনানি না হওয়া পর্যন্ত ওই ২৭ জনের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না।

আদালতের গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ, 'নাগরিকত্ব এবং বিদেশি তকমার বিষয়টি অত্যন্ত উচ্চমানের সাংবিধানিক ও আইনি তাৎপর্য বহন করে। বিষয়টি স্পর্শকাতরও বটে।' বিচারপতিরা স্পষ্ট জানান, কোনও ব্যক্তি যাতে মিথ্যা দাবি করে বা নথির কারচুপি করে ভারতের নাগরিকত্ব না পান, সেই বিষয়ে রাষ্ট্রের 'যৌক্তিক ও জোরালো আগ্রহ' থাকতেই পারে।

- ট্রাইবিউনালকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, পূর্ববর্তী রায় নির্বিশেষে এবং আইনানুগ তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে নতুন বিচার করতে হবে
- শুনানির আগে ২৭ জনের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নয়
- নাগরিকত্ব নির্ধারণের প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা, যৌক্তিকতা এবং আইনিবিধি মেনে চলা বাধ্যতামূলক

কিন্তু সেই উদ্দেশ্য পূরণ করতে গিয়ে বিচারবিভাগীয় স্বচ্ছতা ও পদ্ধতিগত ন্যায়বিচারের সঙ্গে আপস করা চলবে না। আদালত বলেছে, ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইনের ৯ নম্বর ধারা এবং ১৯৬৪ সালের ফরেনার্স (ট্রাইবিউনালস) অর্ডার যথোচিতভাবে মেনেই বিচারপ্রক্রিয়া চালাতে হবে।

সাবিত্রী দে, আজবহর আলি, মহম্মদ আকবর আলির মতো আবেদনকারীরা শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়ে জানিয়েছিলেন, স্রেফ ভোটার তালিকায় নামের বানানে সামান্য অমিলে তাঁদের বিদেশি তকমা দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা ১৯৭১ সালের আগের লিগ্যাসি ডেটা, ভোটার তালিকা ও ভূমি রেকর্ড দাখিল করলেও ট্রাইবিউনাল তা গ্রাহ্য করেনি।

সুপ্রিম কোর্ট মামলাগুলি ফের সংশ্লিষ্ট ট্রাইবিউনালের কাছে পাঠিয়ে নির্দেশ, আগের রায়ে প্রভাবিত না হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং 'ন্যায্য ও যৌক্তিক' পদ্ধতিতে নতুন করে এই নাগরিকত্ব যাচাই করতে হবে। তবে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, তারা আবেদনকারীদের দেওয়া নথির সত্যতা পরীক্ষা করেনি। সেই দায়িত্ব একান্তই ট্রাইবিউনালের।

'বন্দে এক্সপ্রেস' ট্রেন ম্যাগাজিনের সূচনা

কলকাতা, ১৩ জুলাই : বিমানে ভ্রমণের সময় যাত্রীদের হাতে যেমন ইন-ফ্লাইট ম্যাগাজিন থাকে, ঠিক সেই ধাঁচেই দেশে প্রথমবার ভারতীয় রেলে এল সম্পূর্ণ অভিনব ফ্যামিলি ফিজিটাল (ফিজিকাল ও ডিজিটাল) ম্যাগাজিন 'বন্দে এক্সপ্রেস'। পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের উদ্যোগে যুগান্তকারী এই প্রজেক্টের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় হাওড়া-এনজেপি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসকে। একটি সাধারণ ট্রেন যাত্রাকে আরও প্রাণবন্ত ও আধুনিক অভিজ্ঞতায় পরিণত করতেই এই বিশেষ উদ্যোগ।

অত্যাধুনিক এই ম্যাগাজিনটি প্রিমিয়াম ট্রেন যাত্রীদের এক অনন্য ফিজিটাল অভিজ্ঞতা দেবে। এর পাতায় থাকা ডিজিটাল লিঙ্ক স্ক্যান করে যাত্রীরা সিটে বসেই হাই-এন্ড লাইফস্টাইল পণ্য, ভ্রমণের সরঞ্জাম বা আঞ্চলিক শিল্পসামগ্রীর অর্ডার দিতে পারবেন, যা সরাসরি তাঁদের বাড়িতে পৌঁছে যাবে। ছোটদের একঘেয়েমি কাটাতে এতে রয়েছে অগমেন্টেড রিয়ালিটি এবং গ্যামিফায়েড মডিউল, যার মাধ্যমে তারা স্রেফ স্ক্রিনে আটকে না থেকে খেলার ছলে ইতিহাস, বিজ্ঞান ও লোকগাথা জানতে পারবে। পাশাপাশি, উদ্যোগপতি ও সৃজনশীল মানুষদের সমমনা সহযাত্রীদের সঙ্গে ভাবনা বিনিময়ের এক এক্সক্লুসিভ মাধ্যম হতে চলেছে এটি।

শুভম চ্যাটার্জী এবং বিশাল গুপ্তের ভাবনায় তৈরি পত্রিকাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের ডিআরএম বিশাল কাপুর এবং প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার উদয়শংকর ঝা।

ইরানের 'হিট লিস্টে' ম্যাক্রোঁ, নেতানিয়াহু

তেহরান, ১৩ জুলাই : ইউরোপের একাধিক রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দিল ইরান। তেহরান পুর প্রশাসন পরিচালিত সংবাদপত্র 'হামশাহরি'-তে একটি বিতর্কিত 'ইনফোগ্রাফ' প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, জর্জিয়া মেলোনি, জার্মানি চ্যান্সেলর সহ বিশ্বের ১৩ জন শীর্ষ নেতার ছবি দিয়ে একটি 'হিট লিস্ট' প্রকাশ করা হয়েছে।

৯৬ ঘণ্টা ডিউটি বিতর্কে সুর নরম স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৩ জুলাই : মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ১৮০ ডিগ্রি ভোলবদল স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের! রবিবার অর্থোপেডিক চিকিৎসকদের একটি সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, ডিউটির সময়ে কোনওভাবেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস বরদাস্ত করা হবে না। একইসঙ্গে শিক্ষক-চিকিৎসকদের সপ্তাহে অন্তত ৯৬ ঘণ্টা হাসপাতালে উপস্থিত থাকার ফতোয়াও জারি করেন তিনি। মন্ত্রীর মন্তব্যের পরই চিকিৎসামহলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। জাতীয়তাবাদী চিকিৎসক সংগঠন-এর সম্পাদক চিকিৎসক অর্পণ পাল ডিউটির সময়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও, ৯৬ ঘণ্টা ডিউটির অবাস্তব নিয়মটি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভেবে দেখার দাবি তোলেন।

সোমবার তড়িঘড়ি ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সুর নরম করে তিনি সাফাই দেন, 'আমরা এতটা অমানবিক নই যে ৯৬ ঘণ্টা ডিউটি করতে বলব! ওটা ডিউটি আওয়ার্স নয়, স্টেশনে (কর্মস্থলে) থাকার কথা বলা হয়েছে।'

তাঁর দাবি, নিয়মটি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, বরং জেলাস্তরে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জেলা যেমন কোচবিহার বা জলপাইগুড়িতে চিকিৎসকদের স্থায়িত্ব বাড়াতেই এই আর্জি জানানো হয়েছে। দূরদূরান্তের জেলাগুলো, যেমন কোচবিহার, বা জলপাইগুড়িতে পোস্টিং হলে চিকিৎসকরা কলকাতা থেকে গিয়ে মাত্র ২-আড়াই দিন থাকেন, তারপর চলে আসেন। তাই সপ্তাহে অন্তত ৯৬ ঘণ্টা যেন তাঁরা সেই এলাকায় উপস্থিত থাকেন, যাতে আপৎকালীন প্রয়োজনে রোগীরা পরিষেবা পান।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, এটি কোনও নির্দেশিকা নয়, স্রেফ একটি অনুরোধ। এ বিষয়ে কোনও ধোঁয়াশা থাকলে চিকিৎসকদের সরাসরি তাঁকেই ফোন করার পরামর্শ দিয়েছেন মন্ত্রী।

রাম মন্দিরে চুরি, স্ট্যাটাস রিপোর্ট তলব

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : অযোধ্যার রাম মন্দিরে প্রণামী চুরির অভিযোগে তদন্ত কতদূর এগোল, উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)-এর কাছে সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত স্টেটাস রিপোর্ট তলব করল দেশের শীর্ষ আদালত। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ সিট-এর সদস্যদের নাম প্রকাশেরও নির্দেশ দিয়েছে। বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, 'আমরা জানতে চাই সিট-এর সদস্য কারা। রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পর প্রয়োজনে আমরা অতিরিক্ত নির্দেশিকা জারি করতে পারি।' একই সঙ্গে শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টকেও নোটিশ পাঠিয়ে তাদের জবাব চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

শীর্ষ আদালতে স্বস্তিতে বিজয়

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : তামিলনাড়ু জুড়ে গোরু ও বাছুর হত্যা নিষিদ্ধ করার মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশ জোর ধাক্কা খেল। সোমবার হাইকোর্টের সেই রায়ে স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত স্থগিত করায় রাজ্যে আপাতত গো-হত্যার ওপর নিষেধাজ্ঞা চলবে না। এতে স্বস্তি পেল সি জোসেফ বিজয় সরকার। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, হাইকোর্টের রায় 'ত্রুটিপূর্ণ'। গো-হত্যা নিয়ে নিষেধাজ্ঞায় সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। শীর্ষ আদালত পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায় তামিলনাড়ুতে কার্যকর হবে না।

তৃণমূলের রাশ নিয়ে জোর আইনি টক্কর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৩ জুলাই : তৃণমূল কংগ্রেসের নাম, প্রতীক, সম্পত্তি এবং তহবিলের আসল দাবিদার কে, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশন এবং আদালতে সমান্তরাল চাপানউতোর শুরু হয়েছে। নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরও কেন 'ঋতব্রতপন্থী' শিবিরকে বাড়তি সময় দেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্ন তুলে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি পাঠিয়েছেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, দলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় কলকাতা হাইকোর্টেও দু-পক্ষের সওয়াল-জবাব ঘিরে নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার এই মামলায় অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেবেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও।

সোমবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এবং মোদি সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও সাগরিকা ঘোষ। তাঁদের দাবি, কমিশনের নির্দেশ মতো তৃণমূলের লোকসভার চিফ হুইপ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র এবং সাগরিকা ঘোষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমস্ত নথি জমা দিলেও ঋতব্রতপন্থী শিবির কোনও জবাব দেয়নি। পরিবর্তে তারা অতিরিক্ত সময় চায় এবং কমিশন ১০ জুলাই পর্যন্ত সময় মঞ্জুর করে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মহুয়া মৈত্র কমিশনের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে বলেন, 'ওরা প্রথমে পাঁচ দিন সময় চেয়েছিল। ১০ জুলাইয়ের পরও প্রায় ৭২ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। এখনও কোনও তথ্য জমা পড়েনি। তাই ঋতব্রত পক্ষকে আর সময় না দিয়ে শুধু মমতা তৃণমূলের জমা দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই কমিশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।' কেন বারবার অতিরিক্ত সময় দেওয়া হচ্ছে, তার ব্যাখ্যা দিয়ে মহুয়ার অভিযোগ, 'আমাদের নথি ওদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই অতিরিক্ত সময় দেওয়া হচ্ছে।'

কমিশনের সচিবকে লেখা চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, যেহেতু নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অন্য পক্ষ জবাব দিতে পারেনি, তাই

কমিশনকে চিঠি মমতার ■ আজ হাইকোর্টে রায়

৬ জুলাই তৃণমূলের জমা দেওয়া নথির ভিত্তিতেই যেন তদন্তের নিষ্পত্তি করা হয়। বিজেপিকে 'সরকারের বি-টিম' বলে কটাক্ষ করে মহুয়া বলেন, 'ঋতব্রত তো ২১ জুলাইয়ের আন্দোলনের সময় ছিল না। ওর আগের দলই তখন সেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল।' দলত্যাগী তিন প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদকে বিজেপির রাজ্যসভার টিকিট দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, 'বিজেপির কাছে প্রতিভার এত অভাব যে এখান-ওখান থেকে লোক এনে রাজ্যসভার প্রার্থী করতে হচ্ছে।... যাঁরা এতদিন তৃণমূলের টিকিটে জিতে সংসদে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব ছিলেন, এখন তাঁরাই কীভাবে বিজেপির প্রশংসা করবেন?'

অন্যদিকে, তৃণমূলের তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা মামলায় শুনানি বিচারপতি কৃষ্ণ রাও প্রশ্ন তোলেন, কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে দেওয়ার ক্ষমতা কি নিম্ন আদালতের বিচারকের রয়েছে? কোনও কমিটি স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি যখন কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত, সেক্ষেত্রে নিম্ন আদালত কি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে? তাহলে কমিশনের কাজটা কী হবে?

কালীঘাট তৃণমূলের আইনজীবী দাবি, নিম্ন আদালত একতরফা নির্দেশ দিয়েছে। বিচারপতি জানতে চান, ইডি মামলা শুরু করার ক্ষেত্রে পুলিশের থেকে রিপোর্ট নিয়েছিল কি না। এই মামলায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্ত হতে চাইলেও বিচারপতি তাঁর আর্জি শোনেননি।

সোমবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে মহুয়া মৈত্র ও সাগরিকা ঘোষ।

রথযাত্রায় অনুদান মুখ্যমন্ত্রীর, শ্রাবণে হবে পুষ্পবৃষ্টি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ জুলাই : আসন্ন রথযাত্রার আগেই রাজ্যে বড়সড় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মাস্টারস্ট্রোক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নবান্ন থেকে রাজ্যের ৬০টি ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা কমিটিকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়ার ঘোষণা করলেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, পূর্বতন তৃণমূল সরকারের দুর্গাপুজোর অনুদানকে টেক্কা দিতেই বর্তমান বিজেপি সরকারের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রী জানান, পূর্বতন সরকার রথযাত্রায় শুধু কয়েকজন ট্রাফিক পুলিশ পাঠিয়েই দায়িত্ব সারত। কিন্তু বর্তমান সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'উন্নয়ন ও ঐতিহ্য' নীতিকে সামনে রেখে সরাসরি এই উৎসবে শামিল হচ্ছে। তবে বড় দুর্গাপুজো কমিটিগুলোকে এবার আর ঢালাও অনুদান দেওয়া হবে না। শুধু যাদের প্রয়োজন, তাদেরই সাহায্য করা হবে। এই অনুদানের টাকা দিয়ে মূলত পুরোনো ও কাঠের রথগুলির সংস্কারের অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

একইসঙ্গে রাজ্যের প্রাচীন মঠ-মন্দির সংস্কার ও সেগুলোকে হেরিটেজের আওতায় আনতে রাজ্য বাজেটে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গড়ে তোলা হচ্ছে বিশেষ 'তীর্থক্ষেত্র সার্কিট'। পাশাপাশি, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের হাসপাতালগুলিকে 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর অন্তর্ভুক্ত করা এবং স্বামী বিবেকানন্দের সিমলা স্ট্রিটের জন্মস্থানের জন্য ৫ কোটি টাকার 'করপাস ফান্ড' দেওয়ার ঘোষণাও করেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুধু রথযাত্রা নয়, পুরো শ্রাবণ মাস জুড়ে পুণ্যার্থীদের জন্য বিশেষ পরিষেবার ব্যবস্থা করছে রাজ্য সরকার। তারকেশ্বর, জলপাইগুড়ির জল্পেশ এবং ভুটান সীমান্তের জয়ন্তী মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে বিশেষ পরিষেবা কেন্দ্র। শ্যাওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর যাওয়ার পথে প্রতি ৫ কিলোমিটার অন্তর থাকবে সরকারি সেবাকেন্দ্র, অস্থায়ী স্বাস্থ্য শিবির, পানীয় জল ও ওআরএস এবং বিশ্রামের জায়গা। তারকেশ্বর

- রাজ্যের ৬০টি ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা কমিটিকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান
- প্রাচীন মঠ-মন্দির সংস্কার ও সেগুলোকে হেরিটেজের আওতায় আনতে রাজ্য বাজেটে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ। গড়ে তোলা হচ্ছে বিশেষ 'তীর্থক্ষেত্র সার্কিট'
- তারকেশ্বর, জলপাইগুড়ির জল্পেশ এবং জয়ন্তী মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে বিশেষ পরিষেবা কেন্দ্র

ধামের সৌন্দর্যায়নের জন্য ইতিমধ্যে ১৫ কোটি টাকা খরচ করছে সরকার।

সবচেয়ে বড় চমক হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আবহাওয়া অনুকূল থাকলে শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার হেলিকপ্টার থেকে জলযাত্রীদের ওপর পুষ্পবৃষ্টি করা হবে। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী নিজেই তারকেশ্বরে গিয়ে এই শ্রাবণী মেলার সূচনা করবেন। সারা রাজ্যের ৭৫টি ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রার মেলায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পুরসভা এবং পুলিশ প্রশাসন যৌথভাবে পুণ্যার্থী পরিষেবায় নিযুক্ত থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, রথযাত্রায় সরকারি অংশগ্রহণের এই যে চারাগাছ আজ রোপণ করা হল, আগামীদিনে তা এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হবে।

চাকরি বাঁচাতে কলকাতার রাজপথে হাজারো শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জুলাই : দীর্ঘ ১৫-২০ বছর সুনামের সঙ্গে পড়ানোর পর, কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে এসে কেন নতুন করে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে? এই প্রশ্ন তুলে সোমবার কলকাতার রাজপথে নামলেন রাজ্যের হাজার হাজার প্রাথমিক শিক্ষক। বৃষ্টি উপেক্ষা করে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে রানি রাসমণি রোড পর্যন্ত এক ঐতিহাসিক মহামিছিলের ডাক দেয় শিক্ষক সংগঠন 'উস্থি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। মিছিল শেষে শিক্ষক প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপিও জমা দেওয়া হয়।

শিক্ষকদের এই আকস্মিক ক্ষোভের মূলে রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের একটি সাম্প্রতিক নির্দেশ। গত ১৩ মে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আগামী ৩১ আগস্ট, ২০২৮-এর মধ্যে কর্মরত সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বাধ্যতামূলকভাবে টেট পাস করতে হবে। অন্যথায় তাঁদের চাকরি খোয়া যাবে। শিক্ষক সংগঠনের দাবি, ২০১১ সালে এনসিটিই-এর টেট নির্দেশিকা আসার অনেক আগে তৎকালীন সরকারি নিয়ম মেনেই তাঁরা চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। এত বছর পর পিছনের তারিখ থেকে নতুন নিয়ম চাপিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ অন্যায্য। ৫০-এর কোঠায় পৌঁছানো প্রবীণ শিক্ষকদের এখন ৩ ঘণ্টার এমসিকিউ পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা তাঁদের অভিজ্ঞতার চরম অবমূল্যায়ন এবং এর ফলে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই সংকট থেকে বাঁচতে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় অর্ডিন্যান্স আনা, ২০১১-র আগের নিয়োগ পরীক্ষাগুলিকে টেটের সমতুল্য স্বীকৃতি দেওয়া এবং সুপ্রিম কোর্টে কিউরেটিভ পিটিশন দাখিল করার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আইনি ও গণতান্ত্রিক লড়াই আরও জোরদার হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিক্ষক নেতৃত্ব।

প্রশ্নোত্তরহীন বিধানসভার অধিবেশন

কলকাতা, ১৩ জুলাই : বিধানসভার বর্ধিত বাজেট অধিবেশনে সরকারকে প্রশ্ন করার কোনও সুযোগ নেই বিরোধীদের। আগামী ১৭ জুলাই দ্বিতীয় দফায় শুরু হচ্ছে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। বিধানসভা সূত্রে সোমবার তার যে সূচি নির্দিষ্ট হয়েছে, সেখানে আসন্ন অধিবেশনে কোনও প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকবে না। থাকবে না দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব বা উল্লেখ পর্বের মতো জরুরি বিষয়। বিধানসভার অধিবেশনে যা কার্যত নজিরবিহীন অধ্যায় বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

বিগত সরকারের সময় বিধানসভায় বিরোধী দলের সদস্যদের অধিকারের প্রশ্নে বারবার সরব হতে দেখা গিয়েছিল বিজেপিকে। বিজেপির অভিযোগ ছিল, বিরোধীদের অভিযোগ শুনতে চায় না সরকার। মুখ্যমন্ত্রী এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েও কোনও ফল হয় না। অথচ সরকারে আসার পরেই বাজেটের মতো গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনকে কার্যত প্রশ্নহীন করে রাখল সেই বিজেপি। এদিকে সোমবার রাজ্যসভার প্রার্থী পদে বিধানসভায় মনোনয়ন জমা দিয়েছেন সদ্য তৃণমূলত্যাগী তিন

সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিক বরাইক। মঙ্গলবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। ২৪ জুলাই ভোট। তবে বিরোধীরা আদৌ প্রার্থী দেবে কিনা, সংশয় রয়েছে।

নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ১৭ জুলাই শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করে অধিবেশন শুরু হবে। এরপর নিয়মমাফিক কিছু প্রতিবেদন পেশের পরই ওইদিনের অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যাবে। এরপর ২০ জুলাই থেকে ২৫ জুলাই স্বাস্থ্য, পঞ্চায়েত, পরিবহণ, উচ্চশিক্ষা, বিদ্যালয়, শিল্পবাণিজ্য, স্বরাষ্ট্র, বিদ্যুৎ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন, যুবকল্যাণ, ক্রীড়া, পর্যটন, নগরোন্নয়ন, পৌর বিষয়ক এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের বিভাগীয় বাজেট নিয়ে পর্যালোচনা ও বিতর্কের জন্য বরাদ্দ করা হলেও কোনওদিনই অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্ব, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব এবং উল্লেখ পর্বের মতো বিষয় থাকবে না বলে জানানো হয়েছে।

অধিবেশন চলাকালীন রাজ্যের কোথাও কোনও আকস্মিক ঘটনা ঘটলে তা সাধারণত বিধানসভায় উল্লেখ পর্বে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু অধিবেশনকে কাজে লাগিয়ে শাসক এবং বিরোধী দলের সদস্যরা তাঁদের নিজের নিজের এলাকার সমস্যার কথা বিধানসভায় তুলে ধরার সুযোগ পান। সরকার গঠনের পরে সরকারের একাধিক পদক্ষেপ নিয়ে ইতিমধ্যেই বিধানসভার বাইরে সরব হয়েছেন বিরোধীরা।

গেরুয়া শিবিরে গণ্ডগোল। শিলিগুড়ির সংযোজিত ওয়ার্ডের দুই কাউন্সিলার গিয়েছিলেন আরএসএসের শাখায়, সেই অভিযোগ তুলে শিবিরে গিয়ে সংঘ কর্মীকে শাসিয়ে এলেন একদল বিজেপি কর্মী। নেতৃত্বে মণ্ডল সভাপতি। অন্যদিকে, বিএমএসের পদ নিয়ে দুই পক্ষের ঝামেলা গড়াল পুলিশ পর্যন্ত। ক্ষমতায় আসতেই অস্বস্তিতে শাসক শিবির।

স্বয়ংসেবককে ‘শাসানি’ পদ্ম কর্মীর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : শাখায় তৃণমূলের লোকজন কেন, প্রশ্ন তুলে এক আরএসএস কর্মীকে রীতিমতো শাসানি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের হনুমান মন্দির এলাকায় চলা শাখার দায়িত্বে থাকা স্বয়ংসেবক হরেন্দ্র সিং-কে শাসানি দেওয়ার একটি ভিডিও (ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ভাইরালও হয়েছে। এনিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি নেতৃত্ব।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, হরেন্দ্র একটি চেয়ারে বসে রয়েছেন। তাঁর সামনেই এক তরুণ উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন। আশপাশ দিয়ে বেশ কয়েকজন তরুণ ঘিরে রয়েছেন। সেখানে হরেন্দ্রকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, ‘আপনি ভোটের রেজাল্ট বেরোনোর আগে কোথায় ছিলেন?’ পাল্টা হরেন্দ্রকে বলতে শোনা যায়, ‘আমার সঙ্গে কোনও দলের কোনও কানেকশন নেই।’ এরপর ওই যুবককে বলতে শোনা যায়, ‘আপনি কি আগে তৃণমূলের কাউকে নিয়ে শাখা করতেন? তৃণমূলের কেউ আসত কি?’

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আরএসএস-এর স্বয়ংসেবক হরেন্দ্র বেশ কিছুদিন ধরেই প্রতি রবিবার করে এই শাখা চালাচ্ছিলেন। আগে সেরকম লোক না হলেও বর্তমানে শাখায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বেড়েছে। অভিযোগ, গত রবিবার শাখা শেষে হঠাৎ করেই এলাকার বিজেপি কর্মীরা হরেন্দ্রকে ঘিরে ধরেন। শাখায় তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা ঢুকছে কেন, প্রশ্ন তুলে হরেন্দ্রকে শাসাতে থাকেন বলেও অভিযোগ।

ঘটনার পেছনে স্থানীয় ৫ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি হিরমল শা-এর ইন্ধনের অভিযোগ তুলে আরএসএস-এর ওপর মহলে চিঠি দিয়েছেন হরেন্দ্র। অবশ্য ঘটনায় হতাশ হরেন্দ্র এব্যাপারে সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

এদিকে, রবিবার ওই শাখায় শিলিগুড়ির সংযোজিত ওয়ার্ডগুলির তৃণমূল কংগ্রেসের দুই প্রাক্তন কাউন্সিলার যাওয়াতেই ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা হরেন্দ্রকে ঘেরাও করেন বলে পদ্ম শিবির সূত্রে খবর। তাঁর নেতৃত্বে হরেন্দ্রকে ঘেরাওয়ের বিষয়টি কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন মণ্ডল সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, ‘মন্দিরের বাইরে ওই শাখা হয়। তবে শাখা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে মন্দিরের ভেতর প্রায় এক-দেড় ঘণ্টা আড্ডা চলে। আড্ডা চলায় মন্দিরে আসা স্থানীয় বাসিন্দারা সমস্যায় পড়েন। আমরা রবিবার গিয়ে সেই আড্ডা বন্ধ করেছি। শাখা চলা নিয়ে আমাদের কোনও সমস্যা নেই।’

এনিয়ে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডলের বক্তব্য, ‘আমি এখন বাইরে আছি। এবিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার পর কিছু বলতে পারব।’ একই বক্তব্য জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়ের। তিনি বলছেন, ‘আরএসএস একটি সামাজিক সংগঠন। এরসঙ্গে রাজনীতির কোনও ব্যাপার নেই। কী ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়টা খোঁজ নিয়ে দেখব।’

এদিকে, আরএসএস-এর শিলিগুড়ি মহানগরের এক পদাধিকারী বলছেন, ‘কোথায় কী হচ্ছে, সব জায়গায় আরএসএস কিংবা বিজেপির নজর দেওয়া সম্ভব নয়। স্থানীয় স্তরে কোথাও কোনও সমস্যা হয়ে থাকলে সেটা আলোচনা করে মিটিয়ে নিতে হবে।’

- ■ আরএসএস-এর স্বয়ংসেবক হরেন্দ্র বেশ কিছুদিন ধরেই প্রতি রবিবার করে এই শাখা চালাচ্ছিলেন
- ■ গত রবিবার এলাকার বিজেপি কর্মীরা হরেন্দ্রকে ঘিরে ধরেন
- ■ হরেন্দ্রকে শাসাতে থাকেন বলেও অভিযোগ

“ আরএসএস একটি সামাজিক সংগঠন। এরসঙ্গে রাজনীতির কোনও ব্যাপার নেই। কী ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়টা খোঁজ নিয়ে দেখব।

জয়ন্ত রায়
সাংসদ, জলপাইগুড়ি

মজদুর সংঘের পদ নিয়ে থানায়

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : রাজ্যে পালাবদলের পর এনজেপিতে সিন্ডিকেটের রাশ কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে বিজেপির অন্দরে দড়ি টানাটানি চরমে উঠেছে। পদ্মের কোনও শ্রমিক সংগঠন না থাকায় ভারতীয় মজদুর সংঘের (বিএমএস) নাম ব্যবহার করে সিন্ডিকেট দখলের চেষ্টায় প্রকাশ্যে চলে এসেছে বিজেপি নেতাদের কোন্দল। একপক্ষ সংগঠনের দায়িত্ব পাওয়ার দাবিতে শনিবার আতশবাজি পুড়িয়ে উল্লাস করলেও, অপরপক্ষ সেই পদের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সোমবার এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। বিএমএস-এর নাম ভাঙিয়ে এই কোন্দল শুরু হলেও, বিএমএস নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়েছে তারা কাউকে কোনও দায়িত্ব দেয়নি।

বিএমএসের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি আশিস সাহার কথায়, ‘বিএমএসের মাদার কমিটির তরফে এনজেপিতে কোনও স্থায়ী কমিটি তৈরি করা হয়নি। কে বা কারা কোন কমিটির কথা বলছেন, সে বিষয়ে আমরা কিছু জানি না।’

পালাবদলের আগে এনজেপি এলাকায় সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব একাধিকবার প্রকাশ্যে এসেছিল। এদিকে, বিজেপির সরকার গঠনের পর দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সিন্ডিকেট নিয়ে সতর্ক করলেও স্থানীয় স্তরে ছবিটা বদলায়নি। গত শনিবার বিজেপি কর্মী মনোজ নন্দী দাবি করেন, তাঁকে বিএমএসের শাখা সংগঠন ‘পথ পরিবহণ কর্মচারী সংঘ’-র ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির কোইনচার্জ করা হয়েছে। আনন্দে শনিবার রাতে এনজেপির নেতাজি মোড়ের কাছে বাজি ফাটিয়ে উল্লাস করেন তাঁর অনুগামী বিজেপি কর্মীরা।

এদিকে, মনোজের এই দাবির বিরোধিতা করে সোমবার এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির শক্তি প্রমুখ বিশ্বজিৎ সাহা, অমিত ভট্টাচার্য, কার্তিক সাহা, গণেশ দেবনাথ সহ মোট ছয়জন নেতা-কর্মী। এদিকে, এর আগে বিশ্বজিৎ নিজেকে বিএমএস নেতা পরিচয়ে সিন্ডিকেটের রাশ হাতে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে চমকানো-ধমকানোর অভিযোগও উঠেছিল। পরে তিনি সেই পরিচয় দেওয়া বন্ধ করেন। মনোজের পদের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিশ্বজিৎ বলেন, ‘পথ পরিবহণ কর্মচারী সংঘ কেবল কলকাতা পুরনিগম এলাকার মধ্যে বৈধ। যারা আগে তৃণমূল করত, তারা ওই শাখা সংগঠনের নাম করে বাঁচার চেষ্টা করছে।’

একই সুর এলাকার আরেক বিজেপি নেতা অমিত ভট্টাচার্যের গলাতেও। তিনি বলেন, ‘পথ পরিবহণ কর্মচারী সংগঠনের নির্দিষ্ট জুরিসডিকশন (এক্তিয়ার) রয়েছে। কলকাতার কাগজ দিয়ে এনজেপিতে সংগঠনের কাজ করা যায় না। কোনও কমিটি গঠন করতে হলে বিএমএসের অনুমোদন লাগে। এই ক্ষেত্রে তার কিছুই নেই। কিছু লোক ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এসব করছেন।’

অন্যদিকে, নিজের দাবিতে অনড় মনোজ পালটা বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি করেছি। এখন আমি বিএমএস করি। আমাকে সংগঠনের তরফে লিখিতভাবে কোইনচার্জের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তার যাবতীয় প্রমাণপত্র আমার কাছে রয়েছে।’

এনিয়ে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল জানিয়েছেন, বিজেপির সঙ্গে বিএমএসের কোনও সম্পর্ক নেই। তাই কাকে, কে, কোন সংগঠনের দায়িত্ব দিয়েছে, জানা নেই।

“ বিএমএসের মাদার কমিটির তরফে এনজেপিতে কোনও স্থায়ী কমিটি তৈরি করা হয়নি। কে বা কারা কোন কমিটির কথা বলছেন, সে বিষয়ে আমরা কিছু জানি না।

আশিস সাহা সভাপতি
শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা, বিএমএস

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পসারিনী।। দার্জিলিং পাহাড়ে ছবিটি তুলেছেন গঙ্গারামপুরের দীপক অধিকারী।

পুনর্বাসনের দাবিতে জেলা শাসকের দ্বারস্থ

রামনগরে উচ্ছেদের সিদ্ধান্তে অনড় রেল

অনসূয়া চৌধুরী ও সাগর বাগচী

জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : রেলের জমি থেকে উচ্ছেদের আশঙ্কার মুখে পুনর্বাসনের দাবিতে সোমবার জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের দ্বারস্থ হলেন ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশবাড়ির রামনগর মজদুর বস্তির বাসিন্দারা। এদিন ‘রামনগর মজদুর বস্তি উচ্ছেদ বিরোধী কমিটি’র নেতৃত্বে বস্তির প্রায় তিনশো বাসিন্দা নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে জলপাইগুড়িতে পৌঁছান। সেখান থেকে মিছিল করে জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে তাঁরা একটি স্মারকলিপি দেন। বাসিন্দাদের স্পষ্ট দাবি, উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করা হলে, তাঁরা জমি ছাড়বেন না। জেলা শাসক অবশ্য তাঁদের বক্তব্য খতিয়ে দেখে আলোচনার আশ্বাস দিয়েছেন।

গত ১৮ জুন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের পক্ষ থেকে রামনগর বস্তির প্রায় ৪০০টি পরিবারকে জমি খালি করার নোটিশ দেওয়া হয়।

এরপর ৩০ জুন কাটিহারে বস্তিবাসীদের বক্তব্য শোনার জন্য শুনানির আয়োজন করা হলেও, সেখানে রেল কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। রেলের এই অনমনীয় মনোভাবের কারণেই শেষপর্যন্ত জেলা প্রশাসনের শরণাপন্ন হয়েছেন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় থাকা বাসিন্দারা। স্মারকলিপিতে বাসিন্দারা উল্লেখ করেছেন, ১৯৬৮ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় তৎকালীন জেলা প্রশাসনের তরফেই জলপাইগুড়ির বহু মানুষকে রামনগরে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল।

পরবর্তীকালে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার থাকাকালীনও বহু মানুষ এখানকার রেলের জমিতে বসবাস শুরু করেন। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বাঁশবাড়ি এলাকায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, পাকা রাস্তা তৈরির পাশাপাশি পানীয় জল ও বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। গড়ে উঠেছে বহু পাকা বাড়িও। এমনকি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়মিতভাবে হোল্ডিং কর আদায় করছে বলেও বাসিন্দাদের বক্তব্য।

উচ্ছেদ বিরোধী কমিটির সভাপতি আশিস রায় বলেন, ‘রেলের উন্নয়নে আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। কিন্তু তার আগে আমাদের পুনর্বাসন চাই। রেল ও জেলা প্রশাসন যৌথভাবে আলোচনা করে আমাদের সমস্যার একটি সমাধানসূত্র বের করুক, এটাই আমাদের দাবি। তৃণমূল সরকার আমাদের পাট্টা দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল। জেলা শাসক আজ আমাদের বক্তব্য শুনেছেন এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন।’ এলাকার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা দীনবন্ধু রায় জানান, স্থানীয় বহু মানুষ সরকারি আবাসন ও জমির পাট্টার জন্য আবেদন করেছিলেন এবং সরকারি কর্মীরা তাঁদের নথিপত্রও গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি আক্ষেপ করে বলেন, ‘রেল ও জেলা প্রশাসন যদি এখন সদয় না হয়, তবে আমাদের জীবন ঘোর অন্ধকারে তলিয়ে যাবে।’

রামনগর মজদুর বস্তি উচ্ছেদ বিরোধী কমিটির বিক্ষোভ।

বৃষ্টিভেজা বিকেলে

আলিপুরদুয়ার শহরে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

মাদক উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ জুলাই : চার চাকা গাড়িতে করে শিলিগুড়িতে মাদক হাতবদলের ছক বানচাল করল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, ধৃতদের নাম রাজীব শেখ ও রাসেদুল শেখ। তাঁরা দুজনেই মালদার বাসিন্দা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ভাটা মোড় এলাকায় একটি সন্দেহজনক গাড়ি আটক করেন এসটিএফের সদস্যরা। গাড়িতে থাকা দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদে অসংগতি পেয়ে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে অভিযুক্তদের হেপাজত থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৯২৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার। এরপরই এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে অভিযুক্ত দুজনকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসটিএফ। পুলিশ জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে এই মাদক কারবারের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, এদিন মালদা থেকে চার চাকা গাড়িতে চেপে শিলিগুড়িতে মাদক সরবরাহের উদ্দেশ্যে আসছিলেন তাঁরা।

জলপাইগুড়িতে ডিআরএম

জলপাইগুড়ি, ১৩ জুলাই : অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনকে। সোমবার রেলের অন্য আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে নির্মীয়মাণ স্টেশনটি পরিদর্শন করেন আলিপুরদুয়ার বিভাগের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং।

প্রকল্প ভেরিফিকেশনে বিশৃঙ্খলা

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ১৩ জুলাই : কৃষকবন্ধু প্রকল্পের ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে সোমবার চরম বিশৃঙ্খলা দেখা গেল ইসলামপুর মহকুমা কৃষি দপ্তরে। অভিযোগ, নির্ধারিত সময়ে অফিস খোলা হলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীরা দেরি করে কাজে যোগ দিয়েছেন। ফলে দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। অতিষ্ঠ হয়ে একসময় কৃষকরা নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু করেন। এরপর তা গড়ায় হাতাহাতিতে। শেষমেশ পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। পাশাপাশি ফর্ম ফিলআপের জন্য টাকা নেওয়া হচ্ছে বলেও কৃষকদের অভিযোগ। যদিও পুরো বিষয়টি নিয়ে ইসলামপুর মহকুমা কৃষি আধিকারিক লোকনাথ শর্মা কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

প্রকৃত উপভোক্তাদের শনাক্ত করার উদ্দেশ্যে ইসলামপুর মহকুমা কৃষি দপ্তরে ৭ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে কৃষকবন্ধু প্রকল্পের ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া। এটি ২৭ জুলাই পর্যন্ত চলবে। ইসলামপুর ব্লকের ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এবং ইসলামপুর পুরসভার ১৭টি ওয়ার্ডের মানুষ মহকুমা কৃষি দপ্তরে গিয়ে ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছেন। প্রতিদিন গ্রাম এবং শহর মিলিয়ে কয়েক হাজার কৃষক ভোর থেকে কৃষি দপ্তরে সামনে লাইন দিচ্ছেন।

ভেরিফিকেশনের জন্য কৃষি দপ্তরের তরফে দুই পাতার ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। তবে যেসব কৃষক নিজে ফর্ম ফিলআপ করতে পারছেন না, তাঁদের বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। মহাকুমা কৃষি দপ্তরের বাইরে ফর্ম ফিলআপের জন্য মাথাপিছু ১০০, ২০০ কিংবা ৩০০ করে টাকা নেওয়া হচ্ছে। ফলে কৃষকরা সমস্যায় পড়ছেন বলে সরব হয়েছেন। প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র কৃষকদের দাবি, যাতায়াত এবং ফর্ম ফিলআপ বাবদ তাঁদের অনেক টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে।

মোহাম্মদ গফুর নামে গোবিন্দপুরের এক কৃষক বলেন, ‘কৃষি বিভাগের গাফিলতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। অনেকে লাইন ভেঙে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। কৃষকবন্ধুর নথি পূরণের জন্য টাকা দিতে হচ্ছে। কৃষি দপ্তর সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছে না বলে এই সমস্যাগুলি হচ্ছে।’ একই অভিযোগ আগডিমটিখন্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের জাহিরউদ্দিন, মোহাম্মদ ইলিয়াসেরও।

কৃষকবন্ধুর ভেরিফিকেশনে লম্বা লাইন। সোমবার ইসলামপুরে।

পরিচিতি বর্গ

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : সোমবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সভাঘরে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের (এবিআরএসএম) পরিচিতি বর্গ আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন উপস্থিত ছিলেন। পরিচিতি বর্গে অধ্যাপকদের জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অধ্যাপক সত্যরঞ্জন রায়। তাঁর কথায়, ‘শিক্ষাদানের মাধ্যমে কীভাবে দেশের অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব, সে বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন অনেকে।’

এদিকে, সংগঠনে যোগদান নিয়ে এখনও যে নেতৃত্ব সতর্ক, তা স্পষ্ট করে দিয়ে এবিআরএসএম-এর তরফে চঞ্চল অধিকারী বলেছেন, ‘বাম কিংবা তৃণমূল মনোভাবাপন্ন অধ্যাপকদের মধ্যে যাঁরা নেতা গোছের, তাঁদের যোগদান করানো হচ্ছে না। ভুল করেও যদি সেরকম কাউকে যোগদান করানো হয়, তাহলে পরে সংগঠন থেকে বের করে দেওয়ার রাস্তাও রাখা রয়েছে।’

সুব্রত কাপে ডঃ গ্রাহামস হোমস

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : জাতীয় সুব্রত কাপে খেলার সুযোগ পেল কালিম্পংয়ের ডঃ গ্রাহামস হোমস স্কুলের ছাত্ররা। অনূর্ধ্ব-১৭ এই ফুটবল টুর্নামেন্টে প্রথমবার উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে এই দল। পঞ্জাবের হোসিয়ারপুরে ১৫-১৮ জুলাই টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশন থেকে পঞ্জাবের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ১৬ জনের দল। পড়ুয়াদের সঙ্গে রয়েছেন কোচ উজ্জ্বলদীপ লামা ও ম্যানেজার সোনম ভুটিয়া।

পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলোতেও জোর দেওয়া হয় ঐতিহ্যবাহী এই স্কুলে। যার ফলাফল, স্কুলের খেলার শিক্ষক উজ্জ্বলদীপ লামার নেতৃত্বে অষ্টম থেকে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের প্রথমবার জাতীয় স্তরের এই খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া। কোচ উজ্জ্বলদীপ বলেন, ‘প্রথমবার স্কুলের ছাত্ররা জাতীয় স্তরে সুব্রত কাপ খেলার সুযোগ পেয়েছে। সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই অনুশীলন খুব ভালো করে করা হয়েছে। জাতীয় স্তরে আরও অনেক টিম থাকবে। সেখানে প্রথম হতে পারলে ইন্টারন্যাশনাল সুব্রত কাপ খেলার সুযোগ পাবে। আমরা খুব আশাবাদী স্কুলের ছাত্ররা জাতীয় স্তরের এই টুর্নামেন্টেও চ্যাম্পিয়ন হবে।’

জোনাল ও রিজিওনাল সুব্রত কাপে মণিপুর, অসম, ডুয়ার্স, শিলিগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, কার্সিয়াং, মিরিক ও কালিম্পংয়ের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্ররা খেলেছিল। সেখান থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে জাতীয় সুব্রত কাপ খেলার সুযোগ পায় গ্রাহামস হোমস স্কুলের পড়ুয়ারা। সোমবার এনজেপি স্টেশন থেকে জাতীয় স্তরের টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে যাওয়ার সময় পড়ুয়াদের মুখে ছিল চওড়া হাসি। দশম শ্রেণির ছাত্র তথা দলের অধিনায়ক আশেল রাই বলে, ‘এটা আমার প্রথম জাতীয় স্তরে খেলা। কোচ যেভাবে আমাকে নির্দেশ দিয়েছে আমি সেভাবে অনুশীলন করেছি।’

স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সোনম ভুটিয়া জানাল, তাদের লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইন্টারন্যাশনাল সুব্রত কাপে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা। প্রতিযোগিতায় সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী দীপমরাজ রাই, তেনজিং জর্ডন লেপচা, রিচন দোরজি তামাং সহ টিমের বাকি সদস্যরাও।

স্কুলের এই সাফল্যে অধ্যক্ষ নেল মন্টেরিও বলেন, ‘পড়ুয়াদের এই সাফল্যে আমরা গর্বিত। চ্যাম্পিয়ন হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের পাশাপাশি ভারতের নাম উজ্জ্বল করবে আমাদের স্কুলের পড়ুয়ারা এই আশা রাখছি।’ পড়ুয়াদের এই সাফল্যে খুশি স্কুলের অন্য শিক্ষক, অভিভাবক এবং পড়ুয়ারাও।

ফ্যাশন শো-এর নামে প্রতারণা আলিপুরদুয়ারে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুলাই : ফ্যাশন শো-এর নাম করে প্রতারণার অভিযোগ উঠল আলিপুরদুয়ারে। ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আসা প্রতিযোগীদের অভিযোগ, তাঁদের কাছ থেকে মোটা রেজিস্ট্রেশন ফি নেওয়া হয়। তা ছাড়াও কয়েকটি হোটেলে রাখার জন্যও টাকা নেওয়া হয়েছিল। রবিবার শো মাঝপথে বন্ধ করে উধাও হয়ে যান উদ্যোক্তারা। সোমবার প্রতিযোগীরা বাড়ি ফেরার সময় হোটেল মালিকরা ভাড়া চাইতেই তুমুল হইচই শুরু হয়। শহরের তিনটি হোটেলে প্রতিযোগী, বিচারক ও অতিথিদের রাখা হয়েছিল। গোলমাল চলাকালীনই জানা যায়, অতিথি ও বিচারকদেরও প্রতিশ্রুতিমতো টাকা মেটানো হয়নি। খালি হাতে তাঁদেরও বাড়ি ফিরতে হয়েছে।

নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন সংলগ্ন একটি হোটেলে এমন গোলমালের খবর পেয়ে পুলিশ আসে। উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আলিপুরদুয়ার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়ে বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছে পুলিশ।

শ্রেয়সী চক্রবর্তী নামে এক প্রতিযোগীর অভিযোগ, ‘বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা প্রতিযোগীদের কাছ থেকে ৪০০০ টাকা করে রেজিস্ট্রেশন ফি নেওয়া হয়েছে। হোটেলে থাকা ও খাওয়া বাবদ টাকা নেওয়া হয়। প্রতিযোগিতা মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া হয়। হোটেলের ভাড়াও মেটাননি উদ্যোক্তারা। অনেকে বাড়ি কীভাবে ফিরবেন বুঝতে পারছেন না। প্রতারণার অভিযোগ করা হয়েছে।’

প্রতিযোগীদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, বিহার, অসম, দিল্লি, এমনকি সুদূর মুম্বই থেকে অনেকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এসেছেন। তাঁদের কারও কাছ থেকে ৪০০০, কারও থেকে ২৫০০ টাকা রেজিস্ট্রেশনের নামে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া হোটেলে থাকা-খাওয়া বাবদও টাকা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু উদ্যোক্তারা প্রায় কোনও কথাই রাখেননি।

রবিবার অনুষ্ঠান মাঝপথেই বন্ধ করে দেওয়ায় প্রতিযোগীদের মধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছিল। সোমবার বাড়ি ফেরার সময় হোটেল মালিক প্রতিযোগীদের থেকে টাকা চাইতেই সবাই অবাক হয়ে যান। এক প্রতিযোগী বলেন, ‘হোটেলের ভাড়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য এদিন সকালে উদ্যোক্তাদের ফোন করেও পাওয়া যায়নি। তখনই সকলে প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পারেন। শেষপর্যন্ত সকলে আলিপুরদুয়ার থানার দ্বারস্থ হন।’

আলিপুরদুয়ার শহরে একটি হোটেলে ওই বিতর্কিত ফ্যাশন শো-এর এক উদ্যোক্তা রাজা সাহানি ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর সাফাই, ‘ম্যানেজমেন্টের গাফিলতির জন্য এমন হয়েছে। যাঁরা রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনলাইনে টাকা দিয়েছেন, পরবর্তীতে তাঁরা বিনামূল্যে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।’

আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন এলাকার এক হোটেল মালিক রাজদীপ ঘোষ বলেন, ‘৩০ জনের বেশি তরুণ-তরুণী বিভিন্ন রাজ্য থেকে আমার হোটেলে এসেছিলেন। উদ্যোক্তারা তাঁদের থেকে হোটেল ভাড়ার টাকা অগ্রিম নিলেও আমাদের তা দেননি। তিনদিনে ২৫ হাজার টাকার উপরে ভাড়া বকেয়া ছিল। শেষপর্যন্ত প্রতিযোগীরা কেউই হোটেল ভাড়ার টাকা দিতে পারেননি।’

নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন সংলগ্ন হোটেলে প্রতারিত প্রতিযোগীরা।

রবিবার রাত ১২টা থেকে সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পং এবং সিকিমে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। সেই পূর্বাভাসকে সত্যি করে রাতভর কালিম্পং এবং সিকিমে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। ফলে তিস্তার জলস্তর বেড়েছে অনেকটাই।

বন্ধ পেশক রোড, ধস সিকিমের রাস্তায়

রাতভর বৃষ্টিতে তিস্তায় জলস্ফীতি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : কালিম্পং এবং সিকিমে রাতভর ভারী বৃষ্টির জেরে ফুলেফেঁপে উঠেছে তিস্তা। এর জেরে তিস্তাবাজার হয়ে দার্জিলিং যাওয়ার রাস্তা পুরোপুরি জলের তলায় চলে গিয়েছে। সোমবার সকাল থেকে ওই রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে প্রবল বর্ষণের জেরে দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার পার্বত্য এলাকায় বেশ কিছু জায়গায় ধস নেমে ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিছু রাস্তাও আংশিক ধসে গিয়েছে। দুপুরের পরে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস নামায় কালিম্পং এবং সিকিমের লাইফলাইন বন্ধ হয়ে যায়। ধস সরিয়ে সন্ধ্যায় ফের ধীরে ধীরে যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর বলেছেন, 'ধসে বেশ কিছু রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। রংলি রংলিয়ট ব্লকে দুটি বাড়ির আংশিক ক্ষতি হয়েছে। সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা ধস সরানোর কাজ করেছেন। বড় কোনও ঘটনার খবর নেই। সব রাস্তা খোলা রয়েছে।' কালিম্পংয়ের জেলা শাসক কুহুক ভূষণ বলেছেন, 'শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডে দুটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই দুটি পরিবারের সদস্যদের বিকল্প জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।'

রবিবার রাত ১২টা থেকে সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পং এবং সিকিমে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। সেই পূর্বাভাসকে সত্যি করে রাতভর কালিম্পং এবং সিকিমে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। ফলে তিস্তার জলস্তর অনেকটাই বেড়েছে। তিস্তাবাজার হয়ে দার্জিলিং যাওয়ার পেশক রোডের অনেকটা অংশ জলের তলায় চলে যায়। ফলে দার্জিলিংয়ের রাস্তা যেমন বন্ধ হয়ে যায়, একইভাবে তিস্তাবাজারের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি কমায় জলস্তর নামতে শুরু করে। দুপুরে তিস্তাবাজারে রাস্তা থেকে জল নেমে গেলে পুনরায় যানবাহন চলাচল শুরু হয়। তবে, বিকেলে রিয়াং সংলগ্ন ২৯ মাইল এবং সেবক এবং কালিঝোরার মাঝে এসএনটি ধারার কাছে ধসে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়। এসএনটি ধারায় পাহাড় থেকে বিশাল বিশাল বোল্ডার এবং কাদামাটি রাস্তায় এসে পড়ে। যার জেরে বেলা ৩টা থেকে রাস্তা

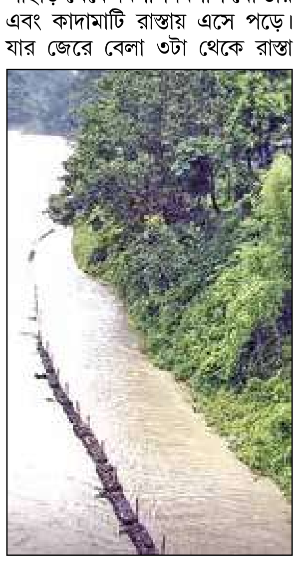

তিস্তার জল উঠে এসেছে রাস্তায়।

দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়। এরই কিছুক্ষণ পরে ২৯ মাইলে একটি গাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়। দ্রুত গাছটিকে কেটে সরিয়ে রাস্তা খুলে দেয় ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল)। তবে, এসএনটি ধারার ধস সরাতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। ফলে জাতীয় সড়কে যাত্রীবাহী এবং পণ্যবাহী গাড়ির ভিড়ে দীর্ঘ যানজট হয়। পর্যটক থেকে শুরু করে প্রচুর মানুষ হয়রানির শিকার হন।

কালিম্পং জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, রাত সাড়ে ১২টা থেকে টানা সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিতে তিস্তায় জলস্তর বেড়েছে। বৃষ্টিতেই কালিম্পং পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের রকভ্যাল অ্যাকাডেমি স্কুলের নীচে দুটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উঁচু পাহাড় থেকে বোল্ডার এবং মাটি এসে বাড়িটির ওপরে পড়ে। দুটি বাড়ির একাধিক ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হলেও হতাহতের খবর নেই। জেলা প্রশাসন ওই দুটি পরিবারকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়েছে। সরকারিভাবে ত্রাণ

> **ধসে বেশ কিছু রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। রংলি রংলিয়ট ব্লকে দুটি বাড়ির আংশিক ক্ষতি হয়েছে। সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা ধস সরানোর কাজ করেছেন।**
>
> **হরিশংকর পানিক্কর**
> *জেলা শাসক, দার্জিলিং*

এবং খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জেলা শাসক জানিয়েছেন। জেলা শাসক জানিয়েছেন, ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং পেডংয়ের রাস্তা ধসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিকেলের পরে সব রাস্তা চালু হয়ে গিয়েছে।

আগামী কয়েকদিন পাহাড়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় প্রশাসনের সমস্ত দপ্তরকে সতর্ক করা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক জানিয়েছেন, জেলা থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত সমস্ত প্রশাসনিক আধিকারিককে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোনও ধস বা বিপর্যয়ের খবর পেলে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।

বিপৎসংকুল জাতীয় সড়ক

বাড়ছে ধসপ্রবণ এলাকা, ভরসা বিকল্প পথ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : পাহাড়ি পথে বাড়ছে বিপদ। বর্ষার ঝোড়ো ইনিংস শুরু হলেই অবরুদ্ধ হচ্ছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। কোথাও ধসের মাটি বন্ধ করে দিচ্ছে রাস্তাটি, কখনও আবার তিস্তার জল উঠে পড়ছে জাতীয় সড়কে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়ছে শয়ে-শয়ে গাড়ি। কালঘাম ছুটছে যাত্রীদের। বেহাল রাস্তার হাল ফেরাতে এ রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের পরিবর্তে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডকে (এনএইচআইডিসিএল)। কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন তো দূরের কথা, যেভাবে ধসপ্রবণ এলাকার সংখ্যা বাড়ছে, তিস্তার ছোবলে রাস্তায় ভূমিধস ঘটছে, তাতে ভবিষ্যতে সিকিমের 'জীবনরেখা'র কোনও অস্তিত্ব থাকবে কি না, তা বড় প্রশ্নের মুখে।

বর্ষার বৃষ্টি এবং ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস, বোল্ডার আছড়ে পড়া এখন সমার্থক দীর্ঘদিন ধরেই। চলার পথে কখন আটকে পড়তে হবে, আশঙ্কায় থাকেন জাতীয় সড়কটি দিয়ে চলাচলকারীরা। যেমন, গত বৃহস্পতিবার রাতে ২০ মাইলে ধস নামায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকতে হয় প্রচুর মানুষকে। রবিবার মধ্যরাতে তিস্তাবাজার সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় তিস্তার জল উঠে যায় রাস্তায়। প্রায় প্রতিদিনের এমন ঘটনায় শিলিগুড়ি, কালিম্পং ও গ্যাংটকের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। জাতীয় সড়কটি হয়ে উঠেছে বিপজ্জনক মরণফাঁদ। এরই মধ্যে নতুন করে ধসপ্রবণ হয়ে উঠেছে সেবক কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকা। মাঝিতার, চিত্রে, মেল্লির মতো জায়গাগুলিতেও এখন ধস নামছে। ফলে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই। কিন্তু ঘুরপথে চলার ক্ষেত্রে সময় এবং অর্থের বাড়তি খরচ হওয়ায় দুশ্চিন্তায় নিত্যযাত্রী থেকে পর্যটকরা।

রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এ রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের পরিবর্তে এনএইচআইডিসিএলকে দেওয়ার

ধসে অবরুদ্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। সোমবার।

পরেও ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের হাল না ফেরায়, কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থাটির কর্মপন্থা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের পরিবহণ কমিটির তরফে দেবাশিস মৈত্র বলেন, 'জাতীয় সড়কটি নিয়ে কোনও তরফেই সঠিক উদ্যোগ নেই। যার মাশুল গুনতে হচ্ছে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আমাদের মতো পর্যটন ব্যবসায়ীদের।'

এই চরম অব্যবস্থার কারণে বর্তমানে কালিম্পং ও সিকিমের পাহাড়ি পর্যটনশিল্প ভীষণভাবে ধাক্কা খাচ্ছে। ধসের জেরে সড়ক যোগাযোগ বারবার বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বুকিং বাতিল করছেন পর্যটকরা, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে স্থানীয় অর্থনীতির ওপর। সড়কটির এই দুরবস্থার জন্য প্রশাসনিক নজরদারি ও পরিকল্পনার অভাবকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা। কয়েক দশক ধরে ধস নিয়ে কাজ করা প্রফুল্ল রাওয়ের বক্তব্য, 'সড়কের প্রকৃত ধারণক্ষমতা বা রোড ক্যাপাসিটি কত, তা সঠিকভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে না। একইসঙ্গে, খাড়া ও দুর্বল পাহাড়ি রাস্তার ওপর দিয়ে অতিরিক্ত ভারী যান চলাচলের ক্ষেত্রে যে ধরনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা বা নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত ছিল, তাও কার্যকর করা হচ্ছে না। এই অনিয়ন্ত্রিত ভারী যান চলাচলের ফলেই ধসপ্রবণ এলাকাগুলোর মাটি আরও আলগা হয়ে পড়ছে।'

অতি দ্রুত যদি এই রাস্তাটিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংস্কারের স্থায়ী উদ্যোগ না নেওয়া হয়, তবে ভবিষ্যতে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের আর কোনও অস্তিত্বই থাকবে না বলে মনে করছেন অনেকে। ভৌগোলিক ও কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জীবনরেখাকে সচল রাখতে কেন্দ্র ও রাজ্য, দুই তরফেই জরুরি পদক্ষেপ করা উচিত বলে মনে করছেন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল।

সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর। সোমবার।

ডিম থেরাপির ভয়ে দপ্তরে যান না প্রধান

চোপড়া, ১৩ জুলাই : পাছে কেউ ডিম ছুড়ে মারে, সেই আতঙ্কে পঞ্চায়েত অফিসে আসছেন না মহিলা প্রধান। রাখঢাক না করেই 'ডিম থেরাপি' নিয়ে নিজের আশঙ্কার কথা বলেছেন চোপড়া ব্লকের সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের রুবি খাতুন। তবে এতে কারও কোনও সমস্যা হচ্ছে না বলে দাবি তাঁর।

যদিও বাস্তব চিত্রটা অন্যরকম। সোমবার বার্ধক্য ভাতা নিয়ে খোঁজখবর নিতে পঞ্চায়েত অফিসে গিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা তাহেরুন বিবি। হতাশার সুরে তিনি বললেন, 'অফিসে এসেও প্রধানকে পেলাম না।'

প্রায় এক মাস ধরে প্রধান দপ্তরে আসছেন না। দপ্তরে আসছেন না উপপ্রধানও। পাশাপাশি তাঁকে এলাকাতেও দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। কাটমানি নেওয়ায় অভিযুক্ত উপপ্রধান আত্মগোপন করে রয়েছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন সোনাপুর এলাকার বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সুরেন্দ্র প্রসাদ। এই পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েত অচলাবস্থার দিকে এগোচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। ফলে পরিষেবা পাওয়া নিয়ে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। পঞ্চায়েত দপ্তরের কর্মীরাই জানাচ্ছেন, প্রধান আপাতত বাড়ি থেকেই দপ্তরের কাজকর্ম সামলাচ্ছেন।

সোমবারও প্রধান এবং উপপ্রধান পঞ্চায়েত কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন না। বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা ঝোলানোর ঘটনা ঘটেছিল। পরে অবশ্য সেই তালা খুলে দেওয়া হয়। বর্তমানে প্রতিদিনই বিভিন্ন কাজ নিয়ে সাধারণ মানুষকে পঞ্চায়েত দপ্তরে আসতে দেখা যাচ্ছে। অনেকে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট সহ বিভিন্ন পরিষেবার জন্য আসছেন। পঞ্চায়েত অফিসের কর্মীরা জানাচ্ছেন, প্রধানের বাড়ি কাছাকাছি হওয়ায় প্রয়োজনীয় কাজে কখনো-কখনো কর্মীদের তাঁর বাড়িতে গিয়ে সই করিয়ে আনতে হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কোনও নথিতে সইয়ের প্রয়োজন হলে অফিস থেকে তা যাচাই করে দেওয়া হচ্ছে। এরপর অনেকে প্রধানের বাড়িতে গিয়ে সই করিয়ে নিচ্ছেন। এদিন পঞ্চায়েতে এসেছিলেন হীরামন খাতুন। তিনি বলছেন, 'অন্নপূর্ণা যোজনার অনুদান ঢোকেনি। অফিসে খোঁজ নিতে এসেছিলাম। প্রধান, উপপ্রধান কেউ নেই।'

এনিয়ে প্রধান রুবি খাতুন বলছেন, 'স্থানীয়দের একাংশ বিভিন্নভাবে ভয় দেখানোর পাশাপাশি

দেখা নেই উপপ্রধানেরও

আমাকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার হুমকি দেওয়ায় আপাতত কিছুদিন বাড়ি থেকেই কাজকর্ম সামলাতে হচ্ছে।'

বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সুরেন্দ্র প্রসাদ বলছেন, 'প্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। সে কারণেই প্রধান নিয়মিত অফিসে আসছেন না।' তবে অভিযোগ অস্বীকার করে প্রধান রুবি বলছেন, 'আমার স্বামী চিকিৎসার জন্য আপাতত বাইরে রয়েছেন। কোনও অভিযোগ থাকলে তিনি ফিরে এলে আলোচনা করে সমাধান করা যাবে। কিন্তু তা না করে একাংশ বিভিন্নভাবে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন।'

এদিকে, উপপ্রধান চন্দ্রশেখর সিংহর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও মোবাইল ফোন সুইচড অফ থাকায় তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ফুটব্রিজ খুলল সেনা

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : দুধিয়ার ফুটব্রিজ খুলে নিল সেনাবাহিনী। সোমবার সকালে ফুটব্রিজটি খুলে নেওয়া হয়েছে। পূর্ত দপ্তর জানিয়েছে, বেইলি ব্রিজ চালু হওয়ায় এখন থেকে সেটি দিয়েই যাতায়াত হবে বলে সেনাবাহিনী জানিয়েছে। সেইজন্য ফুটব্রিজ খুলে নেওয়া হয়েছে।

গত মাসে বালাসন নদীতে জলস্ফীতির জেরে হিউমপাইপের সেতু ভেঙে গিয়েছিল। তারপরেই নদী পারাপারের জন্য সেনাবাহিনী অস্থায়ীভাবে ফুটব্রিজ তৈরি করে। পাশাপাশি সেনার তরফে বেইলি ব্রিজ তৈরির কাজ শুরু করা হয়। গত বুধবার মুখ্যমন্ত্রী সেই বেইলি ব্রিজের উদ্বোধন করেছেন। সেটি চালু হতেই সেনা সোমবার ফুটব্রিজ খুলে নিয়েছে। স্থানীয়রা অবশ্য বলছেন, ফুটব্রিজ থাকায় হেঁটে পারাপারে সুবিধা হচ্ছিল। সেটি খুলে নেওয়ায় এখন বেইলি ব্রিজে চাপ বাড়বে।

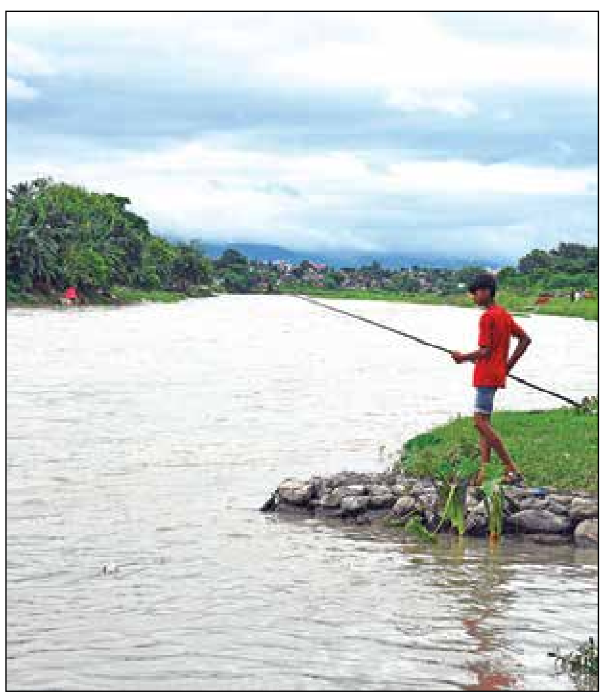

মহানন্দায় মাছের খোঁজে কিশোর। মহাকালপল্লিতে। ছবি : সুশান্ত পাল

চিকেন নেক নিয়ে বৈঠকে বসবেন শা

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক করতে শিলিগুড়িতে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। আগামী ১৮ জুলাই উত্তরকন্যায় বৈঠকটি হওয়ার কথা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকে বিএসএফ, এসএসবি সহ পুলিশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। ইতিমধ্যে পুলিশকর্তারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকের আগে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন। চিকেন নেক করিডর নিয়ে শিলিগুড়িতে এসে শা'র বৈঠক এই প্রথম বলা যেতে পারে।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে থাকাকালীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে গিয়ে বিএসএফকে বারবার জমিজটের মুখে পড়তে হয়েছে। যা নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তৎকালীন রাজ্যের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে বারবার নিশানা করেছে। উত্তরবঙ্গেও অনেকটা সীমান্ত এলাকা কাঁটাতারবিহীন হয়ে রয়েছে। রাজ্যে পালাবদলের পর তড়িঘড়ি জমিজট কাটিয়ে কাঁটাতার বসানোর জন্য শুভেন্দু অধিকারীর সরকার বিএসএফকে জমি হস্তান্তর শুরু করেছে। তবে উত্তরবঙ্গের কাঁটাতারবিহীন বেশ কিছু জায়গা দিয়ে চোরাচালান প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা। পাশাপাশি, শিলিগুড়ি করিডরকে ব্যবহার করে মাদক কারবারের বিষয়টিও গুরুত্ব পাবে বৈঠকে।

সুপার মার্কেটে উচ্ছেদ

ধূপগুড়ি, ১৩ জুলাই : চলতি মাসের ৩ তারিখ সাতদিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে মহকুমা শাসক জবরদখল উচ্ছেদের নোটিশ জারি করেছিলেন। সেই সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার দশদিনের মাথায় সোমবার সকাল থেকে ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। রাজ্য কৃষিজ বিপণন দপ্তরের ধূপগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার চত্বরে গড়ে ওঠা এই জবরদখল উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে বিশাল পুলিশবাহিনীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কিছু জায়গায় উচ্ছেদের সমর্থনে স্লোগান উঠলেও, অন্য প্রান্তে ব্যবসায়ীদের একাংশের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা গিয়েছে। দিন শেষে অবশ্য বিনা বাধায় উচ্ছেদের প্রথম ধাপ সম্পন্ন হয়। চারটি বুলডোজার নিয়ে এদিনের অভিযান চালানো হয়।

তবে উচ্ছেদ অভিযান চলাকালীন সেখানে মহকুমা শাসক বা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির কোনও আধিকারিকের দেখা মেলেনি। বাজার কর্তৃপক্ষের তরফে কয়েকজন অস্থায়ী কর্মী উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের ওপর উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের একাংশ ক্ষোভ উগরে দেন। উচ্ছেদ হওয়া হোটেল মালিক বলরাম ঘোষ ক্ষোভের সুরে বলেন, 'আজ মনে হচ্ছে ভোট দিয়ে আমরা হয়তো খাল কেটে কুমির আনলাম। বিকল্প কোনও উপায় না করে এরা গরিব মানুষের পেটে লাথি মারছে। উচ্ছেদ যদি হবেই তাহলে কাগজ ছাড়া সব ঝুপড়ি ভাঙা হোক। বাস্তবে কিন্তু সেটা হচ্ছে না।' উচ্ছেদের প্রশ্নে বৈষম্যের অভিযোগ তুলে নিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুজয় ঘোষ বলেন, 'যাঁদের কাছে স্টল বা শেডের বৈধ দস্তাবেজ নেই, তাঁদের সমস্ত বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হোক।'

কর্মীসভা ও মিছিল

চোপড়া, ১৩ জুলাই : ডিওয়াইএফআই-এর ইসলামপুর মহকুমার কর্মীসভা সোমবার চোপড়ার সিপিএমের দলীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল। কর্মীসভা শেষে এলাকায় একটি মিছিলও করা হয়।

এদিনের মিছিলে বৈধ ভোটারদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া, সরকারি শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগ এবং পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ বন্ধ করার দাবি তোলা হয়। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি সাহা, জেলা সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ বর্মন সহ অন্য নেতৃত্ব এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নেন।

বাড়িতে চুরি

চোপড়া, ১৩ জুলাই : ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীগছ এলাকায় রবিবার রাতে একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে গয়না, নগদ টাকা ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। এনিয়ে সোমবার চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বাড়ির মালিক। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

একদিকে যখন তিনধারিয়ায় ধসে বিপর্যস্ত টয়ট্রেনের পরিষেবা, তখন দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে আয়োজিত ইউনেসকোর বৈঠকে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। পাহাড়ের পর্যটনের বিকাশে এই বৈঠক কার্যকরী হবে বলে আশাবাদী ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর।

বিশ্বমঞ্চে দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেন

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে পাহাড়ের বুক চিরে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে ছোট্ট খেলনাগাড়ি। টয়ট্রেনের এমন চিরচেনা ছবি যে কাউকে এক লহমায় নস্টালজিক করে তোলে। তবে এমন রোমান্টিক নস্টালজিয়া এবার পাহাড়ের গণ্ডি পেরিয়ে পাড়ি দিচ্ছে বিশ্বমঞ্চে। দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান শহরে আয়োজিত ইউনেসকোর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ম্যানেজার্স ফোরাম'-এর আন্তর্জাতিক বৈঠকে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)।

আগামী ১৬ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা এই আসর চলবে আটদিন ধরে। বৈঠকে ভারত সহ বিশ্বের মোট ২১টি দেশ অংশ নিচ্ছে। তবে ডিএইচআর-এর কাছে এবারের আসরটি একটু বেশিই গর্বের, কেননা এবারই প্রথম তারা এমন এক আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের হয়ে অংশ নেবে। ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বৈঠকে যোগ দিতে মঙ্গলবারই দিল্লি থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার উদ্দেশে পাড়ি দেবেন।

উচ্ছ্বসিত ডিএইচআর ডিরেক্টর বললেন, 'এবারই প্রথম দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ

ইউনেসকোয় ভারতের মুখ ডিএইচআর

দেশের হয়ে ইউনেসকোর বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে। ওই বৈঠকে জীবন্ত ঐতিহ্যের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হবে, যা আগামীদিনে টয়ট্রেন পরিষেবার মানোন্নয়নে আমাদের কাছে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে।'

ডিএইচআর সূত্রে খবর, বুসানের এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে মূলত তুলে ধরা হবে শৈলশহরের অন্যতম সেরা আকর্ষণ টয়ট্রেন এবং দার্জিলিংয়ের নিজস্ব সংস্কৃতির অপূর্ব মেলবন্ধনের গল্প। সমতল থেকে ধীরে ধীরে পাহাড়ের বাঁক ধরে খেলনাগাড়ির মায়াবী যাত্রা কীভাবে যুগের পর যুগ ধরে পর্যটকদের মুগ্ধ করে রেখেছে, সেই ছবি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরবে ডিএইচআর। ফলে দার্জিলিংয়ের এই 'লিভিং হেরিটেজ' বা জীবন্ত ঐতিহ্য বিশ্বের দরবারে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। ফলে আগামীদিনে পাহাড়ের টানে আরও বেশি সংখ্যায় বিদেশি পর্যটকরা ছুটে আসবেন শৈলরানির সৌন্দর্য উপভোগ করতে।

তবে শুধু নিজেদের গল্প বলাই নয়, দক্ষিণ কোরিয়া সফরে বিশ্বের অন্য দেশগুলির থেকেও অনেক কিছু শেখার রয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিএইচআর কর্তারা। কেননা, ২১টি দেশের প্রতিনিধিদের ইউনেসকোর তরফে সেখানকার বেশ কিছু জীবন্ত ঐতিহ্যবাহী এলাকা ঘুরিয়ে দেখানো হবে। পাশাপাশি, ইউনেসকোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির মূল বৈঠকেও অংশ নেবেন ডিএইচআর ডিরেক্টর। কীভাবে একটি প্রাচীন ঐতিহ্যের মূল আত্মায় বিন্দুমাত্র আঁচ না ফেলেও তাতে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগানো সম্ভব, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে এই আন্তর্জাতিক বৈঠকে। আর সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আগামীদিনে টয়ট্রেনের পরিকাঠামো কতটা আধুনিক করা যায়, সেটাই এখন ডিএইচআর কর্তৃপক্ষের মূল লক্ষ্য।

আরও তিনদিন অপেক্ষা

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : নতুন করে ধস না নামলে আগামী বৃহস্পতিবার থেকে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থেকে দার্জিলিংয়ের মধ্যে টয়ট্রেন পরিষেবা আবার চালু হবে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ (ডিএইচআর) সূত্রেই একথা জানা গিয়েছে।

তিনধারিয়া এলাকায় ধস নামায় আপাতত শিলিগুড়ি জংশন-তিনধারিয়া জঙ্গল সাফারিও বন্ধ রয়েছে। এতে পাহাড়ের পর্যটনেও কিছুটা ধাক্কা লেগেছে। অন্যদিকে, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, 'পর্যটকদের নিরাপত্তার স্বার্থেই সাময়িকভাবে জঙ্গল সাফারি বন্ধ রাখা হয়েছে। এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবাও স্থগিত রয়েছে। রিটেনশন ওয়াল তৈরির পরই ওই পথ ধরে টয়ট্রেন পরিষেবা চালু করা হবে।'

চলতি বছরের জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মহানদী এলাকায় ধস নেমেছিল। তার জেরে টয়ট্রেনের প্রায় পাঁচ ফুট লাইনের পাশাপাশি রাস্তাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ঘটনার পর থেকে এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ। পরবর্তীতে ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রেললাইন মেরামত করলেও রাস্তার কাজ না হওয়ায়

সাময়িক বন্ধ জঙ্গল সাফারি

টয়ট্রেন আর চালানো সম্ভব হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে ডিএইআর কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) রাস্তার কাজ শেষ করার পর আবার এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা চালু করা হবে। গত সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে তিনধারিয়া এলাকায় নতুন করে ধস নামতেই ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত বদল করে। ফলে এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন এবং শিলিগুড়ি-তিনধারিয়া জঙ্গল সাফারি এখন বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে অগ্রিম বুকিংয়ের টিকিটমূল্য ইতিমধ্যে পর্যটকদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ডিএইচআর সূত্রে খবর, তিনধারিয়া এলাকায় ধসের জেরে মাটি-পাথর পড়ে টয়ট্রেনের লাইন অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। রবিবার ধস সরানোর কাজ শেষ হয়। তবে এখনও ওই লাইন ট্রেন চলাচলের উপযুক্ত হয়নি।

ডিএইচআর-এর কর্তারা জানাচ্ছেন, সামনে ভরা বর্ষা। তিনধারিয়া এলাকায় পুনরায় ধসের আশঙ্কা রয়েছে। পর্যটকদের নিরাপত্তার স্বার্থে সেখানে রিটেনশন ওয়াল তৈরি করে শেষ হলে জঙ্গল সাফারির পাশাপাশি এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা পুনরায় চালু করা হবে। সেক্ষেত্রে আরও তিনদিন অপেক্ষা করতে হবে।

বৃহস্পতিবার থেকে মেঘে ঢাকা পাহাড়ে আবার টয়ট্রেন উঠবে, সেই আশাতেই রয়েছে পর্যটন মহল।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৫৭ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৯ আষাঢ় ১৪৩৩

শিল্পের বাস্তবতা

বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়া ইস্তক শিল্পের স্বপ্ন দেখানো চলছে। রোজই প্রায় কোনও না কোনও সংস্থার লগ্নির খবর শোনাচ্ছেন মন্ত্রীরা। শাসকদলের সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও বিনিয়োগ আকর্ষণে অগ্রণী হয়েছেন। বিভিন্ন শিল্পপতির সঙ্গে তাঁর আলোচনার খবর সংবাদে আসছে। শিল্পপতিরাও উদ্যোগী হয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন- এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে কিছু শিলান্যাসে লগ্নি সম্ভাবনা উসকে উঠেছে।

চলতি সপ্তাহে আরও একটি প্রখ্যাত কোম্পানির নতুন কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এই প্রেক্ষাপটে আলোচনায় আসছে, ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে কি লগ্নিকারীরা উৎসাহিত হয়ে পড়েছেন? বাংলার শিল্পক্ষেত্রের মরা গাঙে কি সত্যিই জল আসতে চলেছে? এসব প্রশ্ন নিয়ে ভাবার সময় বিবেচনায় রাখা উচিত, ঠিক কোন কারণে শিল্প সম্ভাবনা তৈরি হয়? কী ধরনের নিশ্চয়তা সেজন্য প্রয়োজন হয়? কেননা, সরকার চাইলে বা ডাকলেই কোনও সংস্থা শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসবে- এমন নিশ্চয়তা নেই।

সেই বামফ্রন্ট আমল থেকে শিল্পে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল জমি। বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য বলছেন, জমির সমস্যা হবে না। এমন কথা আগের সরকারও বলত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে জমির ব্যাপারটি শিল্পসংস্থার ওপর ছেড়ে দিত। শুভেন্দু সরকার সেই দায়িত্ব নিজেরা নিলেই কিছুটা ল্যাঠা চুকে যায় বটে। কিন্তু সেটাই লগ্নি আকর্ষণের শেষ কথা নয়। সেজন্য বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করতে হয়।

সেই আস্থা অর্জনে প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন নিশ্চয়তা, নিরাপত্তার স্থায়ী আশ্বাস। সেই আশ্বাস দীর্ঘমেয়াদেও থাকবে কি না, সেটা শিল্পপ্রতিষ্ঠান বুঝে নিতে চায়। টাটাদের সিঙ্গুর থেকে তাড়ানোর আন্দোলনে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনেকে বিজেপি সরকারে আছেন। ফলে আশঙ্কার মেঘ থাকা বিস্ময়ের কিছু নয়। তাছাড়া তৃণমূল জমানায় যে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন শিল্প সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তা লগ্নিকারীদের মন থেকে রাতারাতি মুছে যাওয়ার নয়।

মনে রাখা উচিত, সরকার পালটে গেলেই লগ্নিকারীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন না। কেননা, বিনিয়োগ কোনও রাজনৈতিক রং দেখে না। লগ্নি শুধু নিজের স্বার্থ দেখে। নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে উৎপাদন, বিপণন ও মুনাফার স্বার্থ। যে কারণে গত দেড় দশক নানা চেষ্টা, বছর বছর বাণিজ্য সম্মেলন সরকারের পক্ষ থেকে করা হলেও সেভাবে শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি। মুখে মুখে শুধু বিনিয়োগের অঙ্ক শোনা গিয়েছে মাত্র।

এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে এক জানালা নীতির বহুচর্চিত বিষয় শুধু যথেষ্ট নয়। এজন্য দরকার প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা, আইনের শাসন, সরকার ও লগ্নিকারীদের মধ্যে বোঝাপড়ার স্থায়িত্ব এবং লগ্নির সুষ্ঠু পরিবেশ দীর্ঘদিন একইরকম থাকবে- তার নিশ্চয়তা। তার মানে শিল্পপতিরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেন যে, গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া হবে না তো। এই বিশ্বাস অর্জন চটজলদি হয় না। বেশকিছু সময় দরকার হয়।

সরকারি নীতির স্থিতিশীলতা কড়ায় গন্ডায় বুঝে নিতে চায় বিনিয়োগ। দেখে নিতে চায়, সরকার চাইলেও স্থানীয় স্তরে দুর্বৃত্তায়ন, তোলাবাজির সম্ভাবনা কতটা। এনিয়ে কোনও সন্দেহ নেই, শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে কিংবা নিজের অন্য স্বার্থে শিল্পসংস্থাগুলি অতিরিক্ত কিছু ব্যয় ধরে রাখে। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত চাপ তারা সহ্য করে না। কেননা, স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হলে লগ্নির ঝুঁকি অনেক কমে যায়।

শিল্পের পরিবেশের যেসব শর্তের কথা বলা হল, তা শুধু মুখে মুখে থাকলে শিল্প আসে না। প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা, আইনের শাসন ইত্যাদি দৃশ্যমান হতে হয়। সরকার পালটালেও সেই পরিবেশ বজায় থাকবে- এমন নিশ্চয়তাও বুঝে নিতে চান বিনিয়োগকারীরা। কেননা, হঠাৎ বিনিয়োগ সরিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রচুর গুনাগার দিতে হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তিই হল বিশ্বাস। যা দিতে পারে দক্ষ ও স্বচ্ছ প্রশাসন।

অমৃতধারা

বুদ্ধিমাত্রেই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে রত হয়। পৃথিবীর কিছু প্রাণী সংশ্লেষণ করে বা গড়ে, কিছু প্রাণী বিশ্লেষণ করে বা বিভাজন করে। একমাত্র মানুষই দুটোই করতে পারে। পিপীলিকা মাটি তুলে পাহাড় গড়ে, জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনে। বীবর কাঠ জড়ো করে বাঁধ দেয়। পাখীরা বাসা বানায়। বাঁদর কিন্তু গড়তে পারে না, তারা সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে দেখে। তাদের একটি মালা দিয়ে দেখো, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে চারপাশে ছড়িয়ে দেবে। বাঁদর কেবল ভেঙেচুরে বিশ্লেষণ করতে পারে। সত্যিকারের মানুষই একমাত্র ভাঙতেও পারে, গড়তেও পারে।মননশীল মানুষ জাগতিক পৃথিবীকে বিচার বিশ্লেষণ করে পরম সত্য খুঁজে বার করে, আবার পরম সত্যকে জানলে সেই মানুষই তাকে আর সবকিছুর উৎসরূপে সংশ্লেষণ রত হয়।

-শ্রীশ্রী রবি শংকর

কান্ডারির দিশাহীনতায় আজ বিপন্ন শৈশব

সরকারি পরিসংখ্যান ও বারুইপুরের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল নারী সুরক্ষার বাস্তব।

অন্বেষা বন্দ্যোপাধ্যায়

-এআই

'অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ কান্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।' কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কালোত্তীর্ণ কবিতা 'কান্ডারী হুঁশিয়ার'-এ লিখেছিলেন কোনও সংগ্রামে কান্ডারি প্রধান কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হলে সংগ্রামের অভিমুখ বদলে যায়। ব্যতিক্রম নয় বারুইপুরের অপহরণ, ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাও। সম্প্রতি সূর্যপুরের এগারো বছরের বালিকার গণধর্ষণ ও খুনে অন্যতম অভিযুক্ত তথা সাক্ষী প্রভাস মণ্ডলকে নিশুতি রাতে ক্রাইম সিনে নিয়ে গিয়ে ঘটনা পুনর্নির্মাণের সময়ে 'আত্মরক্ষার্থে' পুলিশি এনকাউন্টারে হত্যা করা হয়। তার আগে রবিবার গণপিটুনিতে নাম-পরিচয় দেখে নিরীহ ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলকে পরিকল্পিতভাবে খুন করে ভোটে হেরে যাওয়া জনতা বলে জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। হিংসায় উসকানির অভিযোগে স্থানীয় সিপিএম নেতা লাহেক আলি মণ্ডল সহ আপাতত পঁয়ত্রিশজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। অথচ যে বালিকার গণধর্ষণ ও খুনের প্রেক্ষিতে এত কিছু ঘটল, তার তদন্ত ক্রমশ ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে গিয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে গণপিটুনি ও এনকাউন্টার।

এর কারণ রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও প্রশাসনিক। মেয়েটির নিখোঁজ ডায়েরি হয়েছিল গত ৪ জুলাই রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বারুইপুর থানায়। পুলিশ 'ঠিক চলে আসবে' মন্তব্য করে বাচ্চাটিকে খোঁজার চেষ্টাই করেনি। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বলা হয়, মেয়েটির জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে এবং শরীরে গভীর ক্ষত ছিল। পুলিশ উদ্যোগ নিলে হয়তো সে বেঁচে যেত। প্রশ্ন উঠছে, এই অপরাধের সঙ্গে কি মানব পাচারচক্রের যোগ আছে? মূল অভিযুক্ত আনন্দ সর্দার থেকে নিহত প্রভাস মণ্ডল কি পাচারচক্রের সদস্য? মেয়েটিকে নজরে রেখে সুযোগ পেতেই কি পরিচিত প্রভাস তাকে আনন্দদের কাছে পৌঁছে দিতে ইন্দ্রজিতের অটো ব্যবহার করেছিলেন? এখন এইসব নিয়ে বেশি কিছু শোনা যাচ্ছে না। ভয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না স্থানীয়রাও। অথচ দক্ষিণ ২৪ পরগনা শিশু ও নারী পাচারের আঁতুড় বললেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রশাসন সব জেনেও নীরব। অথচ দশ বছর আগে এই জেলাতেই শুরু হয়েছিল পাচার-প্রতিরোধী প্রথম প্রকল্প 'স্বয়ংসিদ্ধা'। এখন অভিযোগ, পুলিশ নিখোঁজ মামলায় গা-ই করে না। দাবি, বছর আষ্টেক আগে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্তর থেকে অলিখিত নির্দেশ এসেছিল যে একান্ত প্রয়োজন না হলে পাচারের ধারা ও নাবালিকা অপহরণের ধারা (আইপিসি ৩৭০ ও ৩৬৬(এ)) দেওয়া যাবে না, সব নিখোঁজ কেস করতে হবে। এর ফল হয়েছে মারাত্মক। ২০১৬-র এনসিআরবি রিপোর্টে মানব পাচারের নথিভুক্ত কেস যেখানে ৩৫৭৯টি ছিল, পরের বছরেই তা কমে হয় ৩৫৭টি এবং ২০২৫-এ নথিভুক্ত কেস মাত্র ১২৫টি। মাত্র এক বছরে দশ গুণ পাচার কমার এই রেকর্ড স্তম্ভিত করার মতোই।

অন্যদিকে সরকারি তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ থেকে হুহু করে বাড়ছে 'হারিয়ে যাওয়ার' তালিকা। সে বছর তা ১৪৭৬২ ছিল। ২০১৮-'২৫ পর্যন্ত এই সংখ্যা যথাক্রমে ১৭৩১২, ১৮৭৯৮, ১৯৬৮৩, ২৫৬৯০, ৩১৭২৩, ৩৭০৬৬, ৪১২৭৩, ৪৬৩৮৯ জন। এর মধ্যে আঠারো বছরের নীচে নিখোঁজের সংখ্যা ৪৩৮৯, ৪৫৭৪, ৪৭০৮, ৬৪৫৯, ৮৬২৩, ১০৩২৯, ১২০০১, ১৩৪৫২ জন। ওই সময়ে নাবালক-সাবালক মিলিয়ে উদ্ধার হওয়া সংখ্যা যথাক্রমে ১২৭০৮, ১৪০৫৭, ১৪৪৫৭, ১৮৩৪৮, ২২৪৫১, ২৪৮৯৭, ২২৩৬৩, ২৩৯৭৪ জন। তবে এই অঙ্ক সহজ নয়। কারণ, উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিরা যে একই বছরে নিখোঁজ হয়েছিলেন তা নয়। ফলে উদ্ধারের হার সন্তোষজনক ভাবার বলে কোনও কারণ নেই।

বিগত পাঁচ বছরের (২০২১-'২৫) হিসেবে দেখা যাচ্ছে এখনও ৭০১০৮ জনকে উদ্ধার করা যায়নি, যার মধ্যে ১৩৮৩৯টি শিশু এবং প্রায় ৯০ শতাংশই মেয়ে। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসের সরকারি পরিসংখ্যান বলছে ১০৭৪৯টি মিসিং কেস নথিভুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৩৩১০টি নাবালক। খোঁজ মিলেছে ৪২০৪ জনের, এখনও ৬৫৪৫ জন নিখোঁজ, যার মধ্যে শিশু ১৪৬৯টি। প্রকৃত সংখ্যা হয়তো এর চেয়ে অনেক বেশি। যে বছর থেকে নিখোঁজের তালিকা দীর্ঘ হয়েছে, সে বছর থেকেই পাচারের সংখ্যা অবিশ্বাস্যভাবে কমেছে। খাস সরকারি তথ্যই বলছে, হারিয়ে যাওয়া মানুষদের ৫০ শতাংশের সন্ধান কোনওদিন মেলে না। তাঁদের অধিকাংশ কোথায় যান? বুঝতে পারা কি খুব কঠিন?

মেয়েদের সুরক্ষায় রাজ্য সরকারের সাফল্য 'প্রমাণ' করতে গিয়ে পুলিশকে কাজ করতে দেওয়া হয়নি। ফলে শিশু ও মহিলাদের খাদের আরও গভীরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সংবেদনশীল অফিসাররা ব্যক্তিগত স্তরে হতাশা প্রকাশ করলেও কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করতে বাধ্য হয়েছেন। আর এর ফলে উর্দিধারীদের একটা বিরাট অংশ ঢিলেমি দেওয়া শুরু করেন এবং তার খেসারতই দিল বারুইপুরের বালিকা। গত আড়াই মাসে রাজ্যে ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির সংখ্যা ২০-র বেশি, যার মধ্যে অনেকেই নাবালিকা। এখন এ নিয়ে কোনও আলোচনা নেই। কারণ সরকার বলছে, পুলিশ 'ফ্রি হ্যান্ড' পেয়ে কাজ করছে। সত্যিই করছে কি বা ফ্রি হ্যান্ড পেয়েছে কি?

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অপরাধের ইতিহাস এর বড় প্রমাণ। ৯৯৬০ বর্গকিলোমিটারের এই জেলা অপরাধ দমনের স্বার্থে ২০১৭-র মার্চে তিনটি পুলিশ জেলায় বিভক্ত হয়, বারুইপুর, ডায়মন্ড হারবার ও সুন্দরবন। আর্থসামাজিক ও ভৌগোলিক কারণে এখানে নিখোঁজ ও পাচার মারাত্মক বেশি। গত তিন বছরে পুলিশের খাতায় ৩৫টি নাবালিকা মিসিং হলেও বেসরকারি মতে সংখ্যাটি ১৫০০-র বেশি। অথচ এই জেলাই ২০১৬ সালে স্কুলভিত্তিক 'স্বয়ংসিদ্ধা' প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যকে পথ দেখিয়েছিল। তদানীন্তন দক্ষিণবঙ্গের আইজি এবং বর্তমান ডিজি (আইনশৃঙ্খলা) অজয় মুকুন্দ রানাডের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সচেতনতা শিবিরে প্রথম দিকে উপস্থিতির ফলে গোটা অঞ্চলে এই প্রকল্প বিশাল সাফল্য পায়।

বারুইপুরের নাবালিকা গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে মানব পাচারের এক ভয়াবহ চিত্র। সরকারি পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিগত কয়েক বছরে রাজ্যে মানব পাচারের নথিভুক্ত মামলাই শুধু কমেনি, বরং পাল্লা দিয়ে আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে নিখোঁজ শিশু ও নারীদের সংখ্যা। এক দশক আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় শুরু হওয়া অত্যন্ত সফল 'স্বয়ংসিদ্ধা' প্রকল্পের বর্তমান নিষ্ক্রিয়তা এবং প্রশাসনের অলিখিত নির্দেশেই আজ নারী ও শিশু সুরক্ষাকে এক চরম সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে, যা এ দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি নাগরিককে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলছে।

তবে এর নেপথ্যের কাহিনী বড় করুণ। ২০১৪-র ডিসেম্বরে স্কুল থেকে ফেরার পথে নুরকে (নাম পরিবর্তিত) তুলে নিয়ে গাজিয়াবাদে আসলামের কাছে বিক্রি করে দেয় বাবু। এইচআইভি পজিটিভ আসলাম নুরকে নিয়মিত ধর্ষণ করত ও দেহব্যবসায় বাধ্য করত। প্রতিদিন গড়ে বারোজন খদ্দের আসত। মেয়েটি চরম অসুস্থ হলে তাকে দিল্লির এক সরকারি হাসপাতালের সামনে ফেলে দেওয়া হয়। পরীক্ষায় নুরের শরীরে এইচআইভি পজিটিভ ধরা পড়ে এবং দীর্ঘ অত্যাচারে তার নিম্নাঙ্গ অসাড় হয়ে যায়, শরীর থেকে বের হয় ২৫ লিটার পুঁজ। এখন সে সাবালিকা হলেও মামলার রায় মেলেনি। এখানেও কিন্তু মগরাহাট ও ডায়মন্ড হারবার পুলিশ প্রথমে চার মাস কোনও এফআইআর নেয়নি, পরে সিআইডি তদন্ত শুরু করে। কাজেই পুলিশের এই রোগ পুরোনো।

এই ঘটনার পর দক্ষিণ ২৪ পরগনা পুলিশ সিদ্ধান্ত নেয় জেলার ৩১০টি পঞ্চায়েতের ১০৭৭টি স্কুল ও ১৬২টি ওয়ার্ডে কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে পাচার-প্রতিরোধী পিয়ার গ্রুপ তৈরি করার। মগরাহাট থানার এই কেসের ভয়াবহতা দেখেই ২০১৬-র মাঝামাঝি জেলা পুলিশ 'স্বয়ংসিদ্ধা' প্রকল্প চালু করে। বর্তমানে ডায়মন্ড হারবারের এসপি চন্দ্রশেখর বর্ধন সেই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। বারুইপুরের প্রথম এসপি অরিজিৎ সিনহা প্রো-অ্যাক্টিভ পুলিশিংয়ের মাধ্যমে স্কুলের পড়ুয়াদের সচেতন করতে থানার অফিসারদের এই প্রকল্পে কাজ করাতে সফল হন। এই ধারাবাহিকতা পরবর্তীতে এসপি হয়ে আসা রশিদ মুনির খান ও কামনাশিস সেন বজায় রাখলেও, করোনার পর থেকেই এসপি স্তর থেকে উদ্যোগ কমতে কমতে গত আড়াই বছরে তা শূন্যে দাঁড়িয়েছে।

অথচ ২০১৮-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০টি স্কুল ও ১টি কলেজে এই প্রকল্প সগৌরবে চলছিল। প্রায় ২০ হাজার পড়ুয়া সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, হাজারের বেশি পাচারকারী গ্রেপ্তার হয়েছিল এবং বহু নাবালিকার বিয়ে আটকানো গিয়েছিল। খবর দেওয়ার মূল কাজটি করত স্বয়ংসিদ্ধার স্কুল গ্রুপই। বারুইপুরের এই নির্মম পরিণতি কি ফের প্রশাসনের ঘুম ভাঙাবে? মেয়েদের প্রকৃত মুক্তির জন্য কি পুলিশ-প্রশাসন ও সমাজ নতুন করে পণ করবে? আমাদের মনে রাখা উচিত, অর্ধেক আকাশ যদি নিরাপদ না থাকে, তবে গোটা সমাজটাই কিন্তু অন্ধকারের গভীর মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৫৪

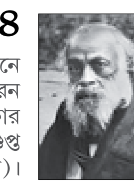

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম)।

১৯৭৫

সুরকার মদন মোহন কোহলি প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

বিজেপি কর্মীদের রাগ-অভিমান থাকা স্বাভাবিক। তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। ওঁরাই ঘাম-রক্ত দিয়ে, মার খেয়ে পার্টিকে সরকারে এনেছেন। ছয় মাসের মধ্যে কর্মীরা বুঝতে পারবেন, প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে সব (তিন তৃণমূল সাংসদকে বিজেপিতে গ্রহণ) করা হচ্ছে।

- সুস্মিতা দেব

ভাইরাল/১

উড়ে আসা ড্রোন লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এক রুশ গানার। ট্রিগার টেপা মাত্র মেশিনগানের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। মেশিনগানটি বনবন করে ঘুরতে থাকে। চারদিকে গুলি ছিটকে বেরোতে থাকে।

ভাইরাল/২

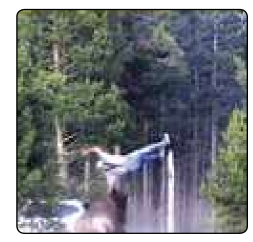

বাইসনের গুঁতোয় ৮ ফুট উড়ে গেলেন পর্যটক। আমেরিকার ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কে বন্যপ্রাণীটির ছবি তুলছিলেন। হঠাৎ বাইসনটি তাঁকে তাড়া করে। নাগালে পেয়ে শিং দিয়ে উপরে ছুড়ে দেয়। খড়কুটোর মতো উড়ে মাটিতে পড়েন পর্যটক।

জনমন
জনমত

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দাপটে হারিয়ে যাচ্ছে সৃজনের প্রকৃত আনন্দ

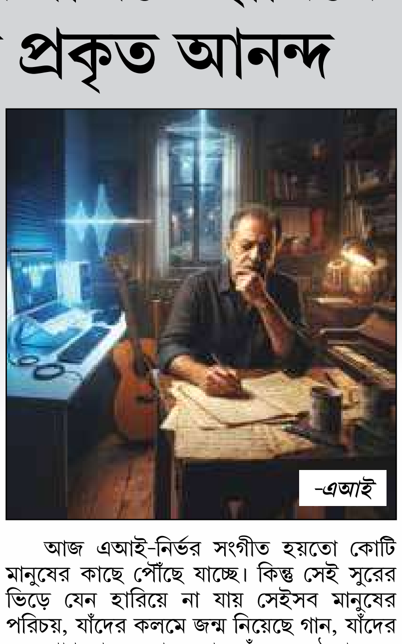

-এআই

বর্তমান সময়ে সংগীতের জগতে এক নতুন প্রবণতা স্পষ্ট। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে মাত্র কয়েক মিনিটেই গান তৈরি হচ্ছে, মুহূর্তের মধ্যে তা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। এই জনপ্রিয়তার ঢেউয়ে অধিকাংশ মানুষ গানটির পেছনের প্রকৃত সৃষ্টিশীলতার প্রশ্নটি আর তুলছেন না। আসল না নকল- সেই বিচার যেন ক্রমশ গুরুত্ব হারাচ্ছে, গুরুত্ব পাচ্ছে কেবল দ্রুত প্রাপ্তি এবং ক্ষণস্থায়ী জনপ্রিয়তা।

একটি বিষয় ভেবে দেখা প্রয়োজন। যে গানটি আজ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে কয়েক মিনিটে তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে, সেই ধরনের একটি সৃষ্টির জন্য হয়তো কোনও এক গীতিকার অসংখ্য নির্ঘুম রাত কাটিয়েছেন, কোনও সুরকার মাসের পর মাস সাধনা করেছেন, কোনও শিল্পী বছরের পর বছর নিজের কণ্ঠকে গড়ে তুলেছেন। একটি গানের পেছনে থাকে মানুষের জীবন, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, ব্যর্থতা, সংগ্রাম এবং অগণিত অদৃশ্য পরিশ্রম। সেই ইতিহাসকে কোনও অ্যালগরিদমের গতির সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

প্রযুক্তির অগ্রগতি কখনোই থেমে থাকবে না আর তা থেমে থাকাও উচিত নয়। কিন্তু প্রযুক্তিকে উদযাপন করতে গিয়ে যদি প্রকৃত স্রষ্টাদের নাম, তাঁদের অবদান এবং সৃষ্টিশীলতার মর্যাদা বিস্মৃত হয়ে যায়, তবে সেটি শুধু শিল্পের জন্য নয়, মানবসভ্যতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্যও এক গভীর সংকেত।

আজ এআই-নির্ভর সংগীত হয়তো কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। কিন্তু সেই সুরের ভিড়ে যেন হারিয়ে না যায় সেইসব মানুষের পরিচয়, যাঁদের কলমে জন্ম নিয়েছে গান, যাঁদের সুরে প্রাণ পেয়েছে শব্দ, আর যাঁদের কণ্ঠে মানুষের অনুভূতি যুগের পর যুগ বেঁচে আছে।

প্রযুক্তি বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু মানুষের হৃদয় থেকে জন্ম নেওয়া শিল্পের মর্যাদা কখনোই কৃত্রিম হতে পারে না।

আরিফ সরকার, দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া, হলদিবাড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

গ্রামথানের আড়ালে গ্রামীণ সমাজের পাঠ

লোকবিশ্বাসের এই কেন্দ্র উত্তরবঙ্গের সামাজিক সংহতি, পরিবেশ চেতনা ও সমষ্টিগত জীবনবোধের অনন্য প্রতীক।

মলয় চক্রবর্তী

সাপ্টিবাড়ি (ময়নাগুড়ি) গ্রামথান।

উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জনজীবন ও সমাজকে গভীরভাবে বুঝতে গেলে এখানকার লোকায়ত ধর্মবিশ্বাসের অন্তরে প্রবেশ করা আবশ্যক। এর অন্যতম জীবন্ত ও চিরন্তন স্মারক হিসেবে উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর রাজবংশী সমাজ সহ বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পরম শ্রদ্ধার 'গ্রামথান' বা 'গারাম থান' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট গবেষক চারুচন্দ্র সান্যাল ও নির্মলচন্দ্র চৌধুরীর আলোচনা থেকে জানা যায়, অরণ্য, পাহাড় ও নদী পরিবেষ্টিত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আদিমকাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির রুদ্র রূপ, বন্যজন্তুর আক্রমণ এবং নানা মারণব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অলৌকিক শক্তির শরণাপন্ন হতেন। লোকবিশ্বাসে গ্রামথান যেন সমগ্র গ্রামের এক নীরব অভিভাবক। সেই আদিম সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাস ও প্রকৃতি উপাসনা থেকেই জন্ম নিয়েছে এই অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী থান সংস্কৃতি।

এটি কোনও জাঁকজমকপূর্ণ সুউচ্চ মন্দির বা শাস্ত্রীয় আচারসর্বস্ব পূজার স্থল নয়, বরং গ্রামের সীমানায় কোনও প্রাচীন বট, পাকুড়, শ্যাওড়া বা সিজ গাছের তলায় কিংবা কোনও উন্মুক্ত জমিতে স্রেফ মাটির ঢিপি, ছোট-বড় পাথর অথবা একটি ত্রিশূলের উপস্থিতিতেই গ্রামীণ মানুষ তাঁদের লোকদেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করে নেন। গ্রামথানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এর অন্তর্ভুক্তিসূচক ও সমন্বয়বাদী চরিত্র, যেখানে কোনও জাতপাত বা ভেদাভেদ নেই। এখানে যেমন গ্রামের আপামর মানুষের রক্ষাকর্তা হিসেবে সন্ন্যাসী বাবা, মা কালী, বুড়ি ঠাকুরের আরাধনা হয়, তেমনই সমান্তরালভাবে গ্রামীণ সমাজে যুগ যুগ ধরে পূজিত হয়ে আসছেন সোনারায়, রূপারায়, গোরক্ষনাথ, মাশান, বিষহরি, পির বাবা ও জুড়াবান্ধা ঠাকুর। লক্ষণীয় বিষয় হল, এই লোকদেবতারা শাস্ত্রীয় কোনও কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ নন, বরং লোকগাথা ও ব্রতকথার মধ্য দিয়েই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে উঠেছেন।

উত্তরবঙ্গের এই বিশেষ ভৌগোলিক ও সামাজিক বিন্যাসে গ্রামথান তাই কোনও বিচ্ছিন্ন ধর্মীয় স্থান মাত্র নয়, এটি একইসঙ্গে গ্রামীণ সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র এবং যৌথ চেতনার রক্ষাকবচ। ঋতু পরিবর্তনের পাশাপাশি যখন গ্রামীণ উৎসবের মরশুম আসে, তখন এই থানগুলোকে কেন্দ্র করেই মেলা, লোকগীতি ও বিভিন্ন আচারের মধ্য দিয়ে আপামর জনজাতির একাত্মতা প্রকাশ পায়। তবে বর্তমান বিশ্বায়ন ও নগরকেন্দ্রিক সংস্কৃতির আগ্রাসনে এই যূথবদ্ধতা আজ এক তীব্র সংকটের মুখোমুখি। নগরায়ণ, রাস্তা সম্প্রসারণ এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনের ফলে বহু প্রাচীন গ্রামথান আজ অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে, যার দরুন থান ঘিরে ঐতিহ্যবাহী সামাজিক জমায়েত কমছে এবং নতুন প্রজন্মের অনেকেই তাদের লোকদেবতার গৌরবময় ইতিহাস ভুলতে বসেছে।

এই বাস্তব সংকট ও আধুনিকতার অভিঘাত সত্ত্বেও গ্রামীণ সমাজকে এক সুতোয় বেঁধে রাখার এক অদৃশ্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণবিন্দু হিসেবে এই থানগুলো আজও কাজ করে চলেছে। কোনও পারিবারিক বিবাদ, সামাজিক অবক্ষয় কিংবা তীব্র নৈতিক সংকটে গ্রামের সাধারণ মানুষ এখনও এই পবিত্র থানের সামনে এসে সত্যপাঠ করেন, যাকে স্থানীয় ভাষায় থান ছোঁয়া বা কসম খাওয়া বলা হয়। অর্থাৎ, আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার সমান্তরালে এটি গ্রামীণ সমাজে নৈতিক বিচার ও সামাজিক মীমাংসার এক অলিখিত পরিসর হিসেবে আজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা কৃত্রিম নাগরিক কোলাহলের ঊর্ধ্বে।

গ্রামথান কেবল লোকবিশ্বাসের প্রতীক নয়; এটি উত্তরবঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পরিবেশ চেতনা এবং সমষ্টিগত জীবনবোধের এক জীবন্ত দলিল। এই ঐতিহ্য হারিয়ে গেলে শুধু একটি পূজাস্থল বিলীন হবে তাই নয়, উত্তরবঙ্গের লোকস্মৃতি ও সামাজিক ইতিহাসেরও এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হারিয়ে যাবে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে, যেখানে কৃত্রিম ধর্মীয় আচার গ্রামীণ লোকসংস্কৃতিকে ক্রমশ গ্রাস করতে উদ্যত, সেখানে উত্তরবঙ্গের এই গ্রামথান এখনও তার আদিম সারল্য ও মানুষের প্রতি মানুষের আত্মিক টানকে টিকিয়ে রেখেছে। এই সমাজতাত্ত্বিক উত্তরাধিকারকে সংরক্ষণ করা মানে শুধু একটি লোকবিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখা নয়, উত্তরবঙ্গের সমষ্টিগত স্মৃতি ও সামাজিক পরিচয়কেও ভবিষ্যতের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

(লেখক প্রাবন্ধিক। ঘোকসাডাঙ্গার বাসিন্দা।)

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com**

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৯৬

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। সাদাসিধে স্বভাবের, বোবা বা মুখচোরা ও বোকা ৩। কোনও সমস্যার সমাধান বা সুবন্দোবস্ত ৫। এমন কোনও কাজ যা কালেভদ্রে হয় ৬। মুহূর্ত বা অতি অল্প সময় ৭। রামায়ণোক্ত লক্ষ্মণের বউ ৯। সংখ্যার তথ্যপঞ্জি ১২। যেখানে সংশোধনের জন্য কয়েদিদের আটক করে রাখা হয় ১৩। তুলনাহীন, অপূর্ব, নিরুত্তর।

উপর-নীচ : ১। অবস্থা, ভাবভঙ্গি, আচার-আচরণ ২। দেবরাজ ইন্দ্রের অন্যনাম ৩। সুগন্ধ, সৌরভ ৪। সহায় সম্বলহীন ৫। কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি ৭। পরিমাণ বা সংখ্যায় কম ৮। মুখের লালা ঝরা ৯। অন্যের সমৃদ্ধি উন্নতি বা সৌভাগ্য ১০। বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের পক্ষে উপযুক্ত ঘর অর্থাৎ বংশ ১১। খেপলা-এর বানানভেদ।

সমাধান ■ ৪৪৯৫

পাশাপাশি : ১। ইনাম ৪। রসম ৫। আপা ৭। দশদ ৮। মণিকার ৯। আধুনিক ১১। বরাক ১৩। জরা ১৪। কাজিয়া ১৫। নন্দন।

উপর-নীচ : ১। ইলাজ ২। মরদ ৩। নামধাম ৬। পাচার ৯। আন্দাজ ১০। কন্যাকাল ১১। বয়ান ১২। ক'দিন।

বিন্দুবিসর্গ

অলবিদা স্যাম নিল, শূন্য জুরাসিক পার্ক

প্রয়াত স্টিফেন স্পিলবার্গের ডাইনোসর ফিল্ম জুরাসিক পার্কের ডা. অ্যালান গ্রান্ট। ওরফে অভিনেতা স্যাম নিল। বয়স হয়েছিল ৭৭। অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। অভিনেতার পরিবার থেকে এক বিবৃতিতে এই মৃত্যুর খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, তাঁর মৃত্যু হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিত। ঈশ্বরের আশীর্বাদে তিনি ক্যানসার থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। গত এপ্রিলে তিনি নিজেই এ খবর জনসাধারণকে জানিয়েছিলেন। চিরকাল বিভিন্নরকম চরিত্র করে এসেছেন। 'দ্য হান্ট অফ দ্য রেড অক্টোবর'-এ সাবমেরিন অফিসার, 'ওমান ইল'-এ খ্রিস্টান বিরোধী, 'দ্য পিয়ানো বা 'এ সিটি ইন দ্য ডার্ক'-এ ক্ষুব্ধ স্বামী—সবেতেই তিনি নিজেকে প্রমাণ করেছেন। সমালোচকদের কাছে তিনি চিরকাল বহুমুখী ও বিশ্বাসযোগ্য অসাধারণ এক অভিনেতা হিসাবে আখ্যা পেয়েছেন। উত্তর আয়ারল্যান্ডের ওমাঘে তাঁর জন্ম। সে সময় তাঁর নাম ছিল নাইজেল জন ডারমোট নিল। ৭ বছর বয়সে তিনি নিউজিল্যান্ডে চলে আসেন সপরিবারে। ১১ বছর বয়সে স্কুলে নিজেই নিজের নাম পালটে করে দেন স্যাম। নিজের আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, স্যাম নামটা নাইজেলের থেকে উচ্চারণে সহজ ছিল। তাঁর প্রথম হিট নিউজিল্যান্ডের লো বাজেটের ছবি স্লিপিং ডগস। তারপর প্রতিবেশী দেশ অস্ট্রেলিয়া থেকে তিনি অনেক বড় বাজেটের ছবির অফার পেতে শুরু করেন, সেসব ছবিতে কাজও করেন। তবে তিনি বারবার নিউজিল্যান্ডেই ফিরে আসতেন। স্যাম সবথেকে বেশি জনপ্রিয়তা পান 'হান্ট ফর ওয়াইল্ডারপিপল' ছবির জন্য। আশির দশকের মাঝামাঝি জেমস বন্ড-এর ছবির জন্য তিনি মনোনীত হন, কিন্তু অডিশনের জন্য অনেকক্ষণ বসে থাকতে হওয়ায় প্রচণ্ড বিরক্তিতে বন্ড-এর চরিত্র করেননি। তিনি তিনবার

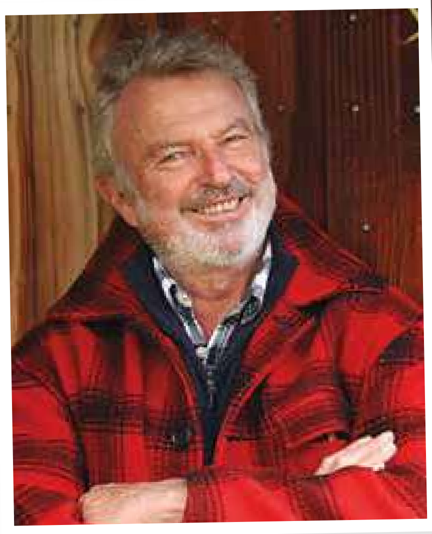

গোল্ডেন গ্লোবের জন্য মনোনীত হন, দুবার অস্ট্রেলিয়ান টেলিভিশন অ্যাওয়ার্ড পান। ২০২২-এ নাইটহুড সম্মান গ্রহণ করেন। তাঁর দুটি বিয়ে। দুটি বিয়ের কোনো বিয়েই টেকেনি। বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে।

স্যাম নিল রেখে গেলেন দুই পুত্র, দুই কন্যা। অভিনেতার মৃত্যুতে বিশ্বজুড়ে বিষাদের ছায়া।

গোটা দেশ যা করেনি, এবার করছেন আমির

তাঁর বিয়ের সংখ্যা একাধিক হোক না কেন, সমস্ত বিয়ে আর তাঁর সকল সন্তানকে নিয়ে একসঙ্গেই থাকতে চান আমির খান। তাঁর নিজের অভিধানে বিচ্ছেদ নামের কোনও শব্দ নেই। তাই সকল প্রাক্তনকেই একই ছাদের নিচে নিয়ে আসতে চাইছেন আমির। তাঁর সন্তানদের থেকেও কোনও মতেই দূরে থাকতে চান না অভিনেতা।

পুরো যৌথ পরিবারকে এক ছাদের তলায় আনার এক অনন্য উদ্যোগ নিয়েছেন অভিনেতা। মুম্বইয়ের অন্যতম অভিজাত এলাকা পালি হিলে এক বিশাল মাল্টি-জেনারেশনাল বা বহু-প্রজন্মের বিলাসবহুল বাসস্থান তৈরি করছেন তিনি। এই মেগা প্রজেক্টের জন্য আমির খান ইতিমধ্যে ১০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করেছেন। তাঁর এই নতুন প্রজেক্টের নাম 'স্কাইভিলা'। মুম্বইয়ের পালি হিল এলাকার দুটি আবাসন— 'বেলা ভিস্তা' এবং 'মেরিনা অ্যাপার্টমেন্টস'-এর পুনর্নির্মাণ বা রিডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে। এই প্রজেক্টেই ১০০ কোটি টাকা ঢেলে অতিরিক্ত বেশ কয়েকটি অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন আমির।

পুরো পরিবারের একসঙ্গে উৎসব উদযাপন এবং আড্ডার জন্য এই প্রাসাদে থাকবে বিশাল কমন এরিয়া।

আবার ভিলার একটি পুরো ফ্লোর বা তলা উৎসর্গ করা হচ্ছে শুধুমাত্র বিনোদন জোনের জন্য। অভিনেতা আমির খান ও ওঁর নববিবাহিতা স্ত্রী গৌরী স্প্র্যাট থাকবেন দুটি ফ্লোর জুড়ে। ওঁদের সঙ্গে থাকবে গৌরীর আগের পক্ষের সন্তান 'কুইন'।

আমিরের প্রথম পক্ষের ছেলে তথা অভিনেতা জুনেইদ খানের জন্য একটি সম্পূর্ণ আলাদা ফ্লোর থাকছে। একই কমপ্লেক্সের আলাদা আলাদা অ্যাপার্টমেন্টে থাকবেন আমিরের মা জিনাত হুসেন এবং নায়কের দুই বোন নিখাত খান ও ফারহাত খান দত্ত।

সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হল, একই ছাদের তলায় আলাদা অ্যাপার্টমেন্টে থাকবেন আমিরের প্রাক্তন স্ত্রী কিরণ রাও এবং তাঁদের পুত্রসন্তান আজাদ । অর্থাৎ কোনওভাবেই নিজের সন্তানের থেকে দূরে থাকতে রাজি নন আমির।

তবে এখনও অবধি যা খবর, আমিরের প্রথম স্ত্রী, অর্থাৎ ইরা এবং জুনেইদের মা রীনা এই বাড়িতে আসতে চান না। তিনি তাঁর মতো আলাদা থাকতেই স্বচ্ছন্দ।

আমাকে শাঁকচুন্নি বলুন

এই মন্তব্য স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের। দিদি নম্বার ওয়ান-এর সঞ্চালনা শুরু করার পর থেকেই তাঁর দিকে নানা ধরনের আক্রমণ ধেয়ে আসছে। পূর্বতন সঞ্চালিকা রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনা করে এই নোংরামিটা হচ্ছে। রচনার লেগ্যাসিকে সম্মান দিয়েও তাঁকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন স্বস্তিকা। রচনাও বলেছিলেন আমিই সেরা, তাঁকে সমর্থন করার লোকের অভাবও হচ্ছে না। তারাই বর্তমানে স্বস্তিকাকে রাক্ষসী বলে আক্রমণ করেছেন। উত্তরে স্বস্তিকা তাদের তাঁকে শাঁকচুন্নি বলতে বলেছেন। তাঁর কথায়, 'যে বা যারা আমাকে রাক্ষসী বলছেন, তারা দয়া করে শাঁকচুন্নিতে শিফট করে যান। আমি শাঁকচুন্নিদের ভালোবাসি। ...কদলীবালা শাঁকচুন্নি ছিল। ওটা আমাকে ভালো মানায়। এবারের দিদি নাম্বার ওয়ান-এর সঞ্চালিকা একজন শাঁকচুন্নি, এটা বলে দেখুন, বেশি ভালো লাগবে।'

যথারীতি স্বস্তিকাকে সমর্থন করে নেটমহলে বক্তব্য পেশ করার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। অনেকেই রচনার সঙ্গে তুলনা টেনেও স্বস্তিকাকে এগিয়ে দিয়েছে। স্বস্তিকার জবাব দেওয়ার ভঙ্গীও প্রশংসা পাচ্ছে।

একনজরে সেরা ৫

আবার করোনা

সংগীতশিল্পী কুমার শানুর পুত্র জেন কুমার শানু কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মুম্বাইয়ের হাসপাতালে ভর্তি। সেখানকার ছবি পোস্ট করে মজা করে লিখেছেন, চায়না সে আয়া মেরা দোস্ত... তবে রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাননি। অন্ধ্রপ্রদেশেও ৮ জন করোনা পজিটিভ চিহ্নিত হয়েছেন। দুজনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে। কো-মর্বিডিটির রোগীদের সাবধানে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ধর্ষণের অভিযোগে

অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়কে ধর্ষণ ও অন্য কয়েকটি অভিযোগে হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানা গ্রেপ্তার করেছে। সোমবার তাকে আদালতে তোলা হয়। অভিনেত্রী এক পোস্টে জানিয়েছেন অর্ঘ্যকে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে তিনি বরখাস্ত করেছেন। অর্ঘ্যর অপরাধ সম্পর্কে পুলিশ মুখ খোলেনি, অভিযোগকারীদের কাছ থেকেও কিছু জানা যায়নি।

পুরোনো জুটি

২০২৭-এ ফিরছে দেব ও কোয়েল মল্লিকের জুটি ? খবর তেমনই। শোনা গিয়েছে খাদান ২ হবে, তাতেই দেখা যাবে এই জুটিকে। খাদান-এর পরিচালক সুজিত রিনো দত্তই খাদান ২-এর পরিচালক হবেন। চিত্রনাট্য লেখার কাজ চলছে। খাদান-এর 'কিশোরী' ইধিকা পালও থাকতে পারেন, অবশ্য যদি চিত্রনাট্যে তাঁর প্রয়োজন হয়।

কৌশিকের মন্তব্য

অর্ধাঙ্গিনী-র অভিনেতা কৌশিক সেন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ওদের জেনারেশন (পুত্র ঋদ্ধি ও সুরঙ্গমার প্রসঙ্গে) যদি বিয়ে করে, তাহলে ওরকম সিঁদুর-ফিঁদুর লেবড়ে লুবড়ে থাকতে হবে-- ওদের কাছে তার বাধ্যবাধকতা নেই। এরপর নেটমহল ক্ষুব্ধ, একজন লিখেছে, যাঁরা শাঁখা সিঁদুর পরে, তারা আধুনিক নয়। এই ন্যারেটিভ ভুল। আপনি পাবলিক ফিগার, এমন মন্তব্য করবেন না যাতে কারওর মনে আঘাত লাগে।

আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ

নিউ ইয়র্কে জুইস সেন্টারে আয়োজিত হল আনন্দসন্ধ্যা। গান শোনালেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা ও স্বপ্নীল সঞ্জীব। সঙ্গে ছিল রাসেল আহমেদের একক নৃত্য পরিবেশনা। শহরের মেয়র জোহরান মামদনি দুই শিল্পীর হাতে বাংলার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বের মঞ্চে তুলে ধরার জন্য বিশেষভাবে সম্মানিত করেন। অনুষ্ঠানের আয়োজক অ্যাবাউট টাইম ইভেন্টস।

নিজেকে বুঝতে চেয়েছেন মন্দিরা

তাঁর কোনও মানসিক অসুখ ছিল না। ছিল না কোনও জটিল সমস্যাও। তবু নিজের মনে যে ঠিক কী চলছে, সেই বিষয়টা তাঁর নিজের জানার দরকার মনে হয়েছিল। কারণ নিজেকে আর কজন চেনে!

এই কাজটা তাঁর মায়ের সঙ্গে কথা বলেও হত না। তাই গত কুড়ি বছর ধরে কাউন্সেলিং এবং মেন্টাল থেরাপির সাহায্য নিয়ে চলেছেন মন্দিরা বেদি। যদিও তাঁর মা নিজে মেয়ের এই সিদ্ধান্তে রীতিমতো অবাক।

কিন্তু মন্দিরা বলছেন যে, এই থেরাপি আছে বলেই ২০২১ সালে মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁর স্বামী রাজ কৌশলের আকস্মিক মৃত্যুর পরও সন্তানদের মুখ চেয়ে তিনি ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছেন। আবার নিজের ছবির জগতে ফিরতে পেরেছেন মন্দিরা।

ভাঙা প্রেম এবং পোষ্য বেড়ালকে কেন্দ্র করে তাঁর আগামী ছবি 'ম্যাক্স মিন অ্যান্ড মিউবাকি' পর্দায় আসছে আগামী ২৪ জুলাই। এই ছবিতে মন্দিরার সঙ্গে আছেন মেধা শঙ্কর, আদিল হুসেন প্রমুখ শিল্পী।

হেমা হতে রাজি হবেন দীপিকা?

হেমা মালিনীর চরিত্রে দীপিকা পাড়ুকোন? হেমা নিজেই কিন্তু তেমনটাই চাইছেন। এক্ষুনি অবশ্য হেমা মালিনীকে নিয়ে কোনও বায়োপিক তৈরি হচ্ছে না। তবে যদি হয়, তাহলে তাঁর নিজের ভূমিকায় দীপিকাকে দেখতে চান হেমা। নিজেই জানালেন সেই কথা।

শাহরুখ খানের 'ওম শান্তি ওম' ছবিতে শান্তিপ্রিয়ার যে চরিত্রটি করেছিলেন দীপিকা, সেই চরিত্র অনেকটা হেমা মালিনীর আদলে তৈরি। চরিত্রটিতে দীপিকাকে দেখে হেমার খুব পছন্দ হয়েছে। শুধু তাই নয়, এর আগে ২০১৭ সালে হেমা মালিনীর জীবনী 'বিয়ন্ড দ্য ড্রিম গার্ল'-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে দীপিকাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি।

তাই এবার চলচ্চিত্র জগতে তাঁর ৬০ বছর পার হয়ে যাওয়া উপলক্ষ্যে হেমা মালিনীর জীবন যদি পর্দায় আনেন কেউ, সেখানে মূল চরিত্রে কে থাকবেন—এই নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। উত্তরে হেমা নিজে জানান-- "দীপিকা খুবই সুন্দরী এবং অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন অভিনেত্রী। ওর যদি ইচ্ছে থাকে, তবে ও অবশ্যই আমার চরিত্রে অভিনয় করতে পারে। আসলে যে কেউ চাইলে এই কাজটি করতে পারে।" দীপিকা পাড়ুকোন অবশ্য এই কথার ভিত্তিতে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও জানাননি।

দীপিকার জন্য ছুটি নিচ্ছেন রণবীর

ধুরন্ধর ছবির সাফল্য উপভোগ করে রণবীর সিং তৈরি হচ্ছেন জয় মেহেতার জম্বি থ্রিলার প্রলয়-এর জন্য। এর মধ্যে আরও এক চমকদার খবর পাওয়া গিয়েছে, রণবীর সেট থেকে ছুটি নিচ্ছেন। মনে করা হচ্ছে নভেম্বরেই স্ত্রী দীপিকা পাড়ুকোন দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেবেন। তাই তাঁর পাশে এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে থাকার জন্য রণবীর দিওয়ালি থেকে টানা পেটারনিটি লিভ নিচ্ছেন। আগামী অগাস্ট মাস থেকেই প্রলয়-এর শুটিং শুরু করবেন রণবীর। তবে দিওয়ালির মধ্যে প্রথমভাগের শুটিং শেষ করা হবে, পরের ভাগের শুটিং শুরু হবে ২০২৭-এ। রণবীর প্রলয়-এর মতো বিষয়ে প্রথমবার ছবি করছেন এবং তা নিয়ে তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

বরফের ভয়ংকর সুনামি

সুনামি সাধারণত জলের হয়, কিন্তু প্রবল শীতের দেশে মাঝেমধ্যেই বরফের সুনামি দেখা যায়। হ্রদের ওপর জমে থাকা বরফ যখন হঠাৎ করে প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার ধাক্কা খায়, তখন সেই বরফের বিশাল বিশাল চাঁইগুলো একসঙ্গে ডাঙ্গার দিকে ধেয়ে আসে। এগুলো আক্ষরিক অর্থেই দেওয়ালের মতো রাস্তাঘাট, বাড়িঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যায়। কয়েক ফুট উঁচু এই বরফের ঢেউয়ের সামনে মানুষ সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ে।

অস্ট্রেলিয়ার ভূতুড়ে নৌকা

দুই হাজার সাত সালে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে কাজ টু নামের একটি ছোট প্রমোদতরিকে ভাসতে দেখা যায়। উদ্ধারকারীরা দেখেন, নৌকার ইঞ্জিন চালু আছে, টেবিলে ল্যাপটপ খোলা এবং খাবার সাজানো আছে। লাইফজ্যাকেটগুলোও নিজেদের জায়গায় রাখা ছিল। কিন্তু নৌকার তিনজন আরোহীর কোনও খোঁজ মেলেনি। আবহাওয়াও সম্পূর্ণ ভালো ছিল। তারা কেন হঠাৎ এমন সবকিছু ফেলে সমুদ্রে হারিয়ে গিয়েছিলেন, তা আজও পুলিশের কাছে রহস্য।

নারী বৈমানিকের অন্তর্ধান

উনিশশো সাঁইত্রিশ সালে প্রখ্যাত নারী বৈমানিক অ্যামেলিয়া এয়ারহার্ট তাঁর বিমান নিয়ে গোটা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে হাওল্যান্ড দ্বীপের কাছাকাছি এসে তাঁর বিমানটি রেডিও সংকেত দেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং তিনি চিরতরে নিখোঁজ হয়ে যান। তাঁকে খোঁজার জন্য আমেরিকার নৌবাহিনী বিশাল অভিযান চালিয়েও তাঁর বা তাঁর বিমানের কোনও টুকরো খুঁজে পায়নি। তাঁর এই অন্তর্ধান বিমান চলাচলের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ধাঁধা।

লন্ডনের অজ্ঞাত খুনি

উনিশ শতকের শেষের দিকে লন্ডনের অন্ধকার রাস্তায় এক অজ্ঞাত খুনি রাতেরবেলা নারীদের চরম নৃশংসভাবে হত্যা করতে শুরু করে। সংবাদপত্রে তাকে জ্যাক দ্য রিপার নাম দেওয়া হয়। সে পুলিশকে বোকা বানিয়ে অদ্ভুত সব চিঠি পাঠাত। তৎকালীন পুলিশ এবং গোয়েন্দারা হাজারো চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারেননি। সে কে ছিল, কেন এমন করত, এবং হঠাৎ করে কেনই বা খুন করা বন্ধ করে দিয়েছিল, তা আজও এক অমীমাংসিত রহস্য।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ দিনহাটায়

খুন করে জলাশয়ে শিশুর দেহ

অমৃতা দে ও প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে মৃত শিশুর পরিজন। সোমবার।

দিনহাটা, ১৩ জুলাই : ভোট শেষ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু দিনহাটার মাটি থেকে যেন রক্তের দাগ কিছুতেই মুছছে না। এবার ভোট পরবর্তী রাজনৈতিক প্রতিহিংসার নৃশংস বলি হতে হল এক নিষ্পাপ শিশুকে! সোমবার দিনহাটা ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইপাস এলাকায় এক দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রের রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত শিশুর নাম সৌম্যদীপ রায় (৭)। পরিবারের পক্ষ থেকে সরাসরি অভিযোগ তোলা হয়েছে, রাজনৈতিক শত্রুতার জেরেই ওই শিশুকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে খুন করে বাড়ির অদূরে একটি জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর এই ঘটনার পিছনে রয়েছে গেরুয়া শিবির। যদিও বিজেপির তরফে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে।

দিনহাটার বিজেপি অবজার্ভার উৎপল দাস বলেন, 'অভিযোগ ভিত্তিহীন। একটি শিশুর এই অকালমৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু রাজনৈতিক হিংসার বলি হয়েছে, এই কথাটা এখনই বলতে পারব না। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করুক। রাজনৈতিক রং না দেখে প্রশাসন নিরপেক্ষ তদন্ত করুক। যদি খুনের বিষয়টি সত্যিই হয়ে থাকে, তবে প্রকৃত খুনিদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হোক। পুলিশ-প্রশাসনের ওপর আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা আছে।'

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে স্বভাবসুলভভাবেই বাড়ি থেকে বের হয়েছিল সৌম্যদীপ। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও সে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। এলাকায় শুরু হয় ব্যাপক খোঁজাখুঁজি। দীর্ঘক্ষণ পর বাড়ির অদূরেই প্রায় ৫০ মিটার দূরে একটি জলাশয়ে শিশুটির নিথর দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তড়িঘড়ি জলে নেমে দেহ উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পরিবারের দাবি, এটি কোনও সাধারণ দুর্ঘটনা বা জলে ডুবে মৃত্যু নয়, বরং এটি একটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। কারণ, জলাশয়ের ধারে একটি গাছের শিকড়ের নীচে দেহটি যেভাবে আটকে ছিল এবং শিশুর শরীরের বিভিন্ন অংশে যে ধরনের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, তা অত্যন্ত সন্দেহজনক। পাশাপাশি মৃত শিশুর নাক ও কান দিয়ে রক্ত বের হতেও দেখা গিয়েছে।

কান্নায় ভেঙে পড়ে শিশুটির জেঠিমা মৌসুমি বর্মন বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে বলেন, 'বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর থেকেই আমাদের বাড়িতে একাধিকবার রাজনৈতিক কারণে হামলার ঘটনা ঘটেছে। দুষ্কৃতীরা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের খুঁজে না পেয়ে এর আগে এই একরত্তি শিশুটিকেও মারধর করেছিল। সেই আতঙ্কে শিশুটির একা বাড়ির বাইরে বের হওয়া পর্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। এটা পরিষ্কার, খুন করেই জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।' তবে তদন্তের স্বার্থে এখনই অভিযুক্তদের নাম প্রকাশ করতে চাননি তিনি।

মৃত শিশুর বাবা শ্যামল রায় এলাকায় সক্রিয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী হিসেবে পরিচিত। তিনি জানান, ভোট পরবর্তী অশান্তি ও আতঙ্কের জেরে তিনি দীর্ঘদিন ধরে বাড়িছাড়া। নিজের বাড়ি ছেড়ে শহর থেকে দূরে অন্য এলাকায় একটি ভাড়াবাড়িতে কোনওক্রমে দিন কাটাচ্ছেন তিনি। শোকার্ত বাবার দাবি, 'পরিবারের কাছ থেকে আমি আগেই জানতে পেরেছিলাম যে আমার ছেলেকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। আজ ছেলে নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়ে এলাকায় ছুটে আসি এবং এই নৃশংস ঘটনার কথা জানতে পারি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসারই বলি হতে হল আমার ছেলেকে।'

এই ঘটনায় দিনহাটা থানায় একটি লিখিত খুনের অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে বলে তিনি জানান। এদিকে, এই ঘটনার পর থেকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল চত্বর ও বাইপাস এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় এবং প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে। বিধায়ক অজয় রায় জানিয়েছেন, পুলিশকে অনুরোধ করব বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য।

যুদ্ধ যখন পায়ে পায়ে।। *কোচবিহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়*

জঞ্জাল সমস্যা গড়াল হাইকোর্টে

মামলা বিবেকানন্দ রোডের বাসিন্দার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : শিলিগুড়ির বিবেকানন্দ রোডের জঞ্জাল সমস্যা গড়াল আদালতে। রাস্তায় আবর্জনা ফেলার বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা করলেন আইনজীবী বিজয় আনন্দ প্রসাদ। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা। ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ২০০৬-এর সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ধারা ভেঙে এই কাজ হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। চলতি মাসের ৯ তারিখ হাইকোর্টে মামলাটি ফাইল হয়। ১০ তারিখে মামলার রেজিস্ট্রেশন হয়। আগামী ২১ জুলাই বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলার শুনানি রয়েছে। মামলায় পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, শিলিগুড়ির পুর কমিশনার, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের মেম্বার সেক্রেটারি ও দার্জিলিংয়ের জেলা শাসককে পক্ষ করা হয়েছে।

বিবেকানন্দ রোডের যে অংশে প্রতিদিন আবর্জনার স্তূপ জমে থাকে, ঠিক তার পাশেই বিজয়ের বাড়ি। বিজয়ের অভিযোগ, 'প্রথমদিকে একটি নির্দিষ্ট ভ্যাট রেখে এখানে আবর্জনা ফেলা হত। পরবর্তীতে সেই ভ্যাট সরিয়ে গোটা এলাকার ময়লা প্রকাশ্য রাস্তার ফেলা শুরু হয়। এরমধ্যেই গত বছর কয়েকজন এসে আবর্জনা ফেলার জায়গা হিসেবে বড় নর্দমা ঘেরা শুরু করেন।' তাঁর আরও সংযোজন, তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, পুরনিগম টেন্ডার ডেকে ওই ঘেরা দেওয়ার কাজ করাচ্ছে। অথচ বিবেকানন্দ রোডে আগে থেকেই ইনজাংশন জারি ছিল। তিনি দ্রুত পুরনিগমকে বিষয়টি জানান। আইন অনুযায়ী এভাবে বড় নর্দমার পাশে আবর্জনা জমানোর জন্য ঘেরা দেওয়া যায় না। এরপর অবশ্য ঘেরা দেওয়ার কাজ বন্ধ হয় বলে জানালেন বিজয়।

তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, গত বছরের নভেম্বরে ছবি সহ পুর কমিশনার, তৎকালীন মেয়র গৌতম দেব, পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব, পুলিশ কমিশনার, দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের মেম্বার সেক্রেটারি, তৎকালীন ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ, এসজেডিএ-র সিইও ও জেলা শাসককে লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতির কোনও বদল হয়নি। আইনজীবীর কথায়, 'পুর আইনে সাফ বলা আছে, রাস্তায় কোনও আবর্জনা ফেলা যাবে না। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি এখন কার্যত ডাম্পিং গ্রাউন্ড হয়ে গিয়েছে। আগে শুধু আমার বাড়ির সামনে আবর্জনা ফেলা হত। এখন নতুন করে রেললাইন সংলগ্ন অংশেও ডাম্পিং গ্রাউন্ড গড়ে উঠছে। বারবার চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনের তরফে সমস্যা সমাধানে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। তাই শেষপর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হলাম।'

- শিলিগুড়ির বিবেকানন্দ রোডের জঞ্জাল সমস্যা নিয়ে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা দায়ের
- পুর আইনের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ধারা লঙ্ঘন করে রাস্তায় আবর্জনা ফেলার অভিযোগ আইনজীবীর
- পুর কমিশনার ও পুর প্রশাসককে একাধিকবার ফোন ও মেসেজ করা হলেও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি

পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাইকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করা হলেও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। পুর প্রশাসক আর বিমলাকে ফোন ও মেসেজ করা হলেও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

বধূ খুনে আটক দুই প্রতিবেশী

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুলাই : আলিপুরদুয়ার আইটিআই সংলগ্ন এলাকায় এক গৃহবধূকে খুনের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুই প্রতিবেশীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ধর্ষণের চেষ্টা ও বাড়িতে থাকা মোটরবাইক ও টোটো চুরির উদ্দেশ্যেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। মৃত গৃহবধূর শিশুকন্যার বয়ানের ওপর ভিত্তি করে প্রথমে পাশের বাড়ির এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের সূত্র ধরে সোমবার দুপুরে আরও এক প্রতিবেশীকে আটক করে পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, গত শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ বৃষ্টি চলার সময় বাড়িতে একা ছিলেন ওই গৃহবধূ। সেই সুযোগে অভিযুক্তরা তাঁর ওপর চড়াও হন। ঘটনার সময় অভিযুক্তদের একজন ঘরের ভেতরে ঢোকে এবং অন্যজন বাইরে পাহারায় ছিলেন। বাড়ির কাছাকাছি কেউ এলে টিনে শব্দ করে সতর্ক করার দায়িত্ব ছিল বাইরে থাকা ব্যক্তির। ধর্ষণের পর গৃহবধূকে খুন করে বাইক ও টোটো চুরির মতলব ছিল তাঁদের। হত্যাকাণ্ডের সময় আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফিরে আসে ওই গৃহবধূর শিশুকন্যা। পাশের বাড়ির একজনকে চিনে ফেলায় তাকেও খুনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে অনুমান করছে পুলিশ। মৃতার দাদার অভিযোগ, পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শিশুটির গলা টিপে ধরা হয়েছিল। তবে সেই সময় এক টোটোচালক ও অন্য এক প্রতিবেশী হাঁকডাক শুরু করায় অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। যার ফলে শিশুটির প্রাণ বাঁচে। তাঁর আরও দাবি, টোটো ও বাইক চুরির পাশাপাশি ধর্ষণের মতলব ছিল। এলাকাটি গলিপথ হওয়ায় বহিরাগতদের সহজে ঘরে ঢোকা সম্ভব নয়। চেনা লোক হওয়ায় প্রথমে গৃহবধূ বা শিশুটি চিৎকার করেনি।

সীমান্তে গ্রেপ্তার মার্কিন নাগরিক

লখনউ ও কাটিহার, ১৩ জুলাই : অনুপ্রবেশের অভিযোগে উত্তরপ্রদেশের ভারত-নেপাল সীমান্তের সোনৌলি থেকে এক মার্কিন নাগরিককে আটক করেছে এসএসবি। পরে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ধৃতের নাম জর্ডন ব্রাউন। পুলিশের জেরায় তিনি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা বলে স্বীকার করেছেন। ধৃতের কাছ থেকে প্রায় ৩২ হাজার নগদ সহ দুটি মোবাইল উদ্ধার হলেও পাসপোর্ট বা বৈধ পরিচয়পত্র পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে, বিহারের কাটিহারের কোঢ়া থানা এলাকা থেকে এক সন্দেহভাজন তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ আহাদ। পুলিশের দাবি, তিনি পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুনীলকুমার শর্মা বলেন, 'ধৃত কোনও নাশকতার পরিকল্পনা করছিল কি না, তা জানার জন্য জেরা করা হচ্ছে।'

গভীরে শিকড়

প্রথম পাতার পর

গোটা প্রক্রিয়ায় তিনজনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অ্যারেস্টিং অফিসার (এও), এনকোয়ারি অফিসার (আইও) এবং মামলার তদারকিতে থাকা সরকারি আইনজীবী। পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের মতে, তথ্য কারচুপি বা পদ্ধতিগত কারসাজিতে যৌথ বা একক সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন তাতে তিনজনের কেউ না কেউ নিশ্চিতভাবেই যুক্ত থাকবেন। সেই হিসাবে যেসব মামলায় পুলিশের গাফিলতি নেই সেখানে সরকারি আইনজীবীর গাফিলতি বা কারসাজি থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত হয়েছে। এবার দুর্নীতিতে সরকারি আইনজীবীদের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে বিচার বিভাগের তদারকিতে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি উঠেছে। জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জাগৃতি মিশ্রের বক্তব্য, 'এক্ষেত্রে আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। বিচারপতি যেভাবে নির্দেশ দেবেন সেইমতোই পদক্ষেপ হবে।'

এডিজির রিপোর্ট বলছে, ২৯টি মামলার মধ্যে ২২টি মামলায় এনডিপিএস আইনের ৫২ (১) এবং ৭টি মামলার ক্ষেত্রে ৪২ ধারা মেনে যথাযথ পদক্ষেপ হয়নি বা ইচ্ছে করেই পদক্ষেপ করা হয়নি। রিপোর্টের 'অ্যাকশন টেকেন' কলামে এডিজি উল্লেখ করেছেন, গাফিলতি বা কারসাজির জন্য ১৫টি মামলার ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত এও এবং আইও-কে 'মাইনর পানিশমেন্ট' বা সামান্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। দুটি মামলার ক্ষেত্রে (দুটিই শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানার) এও, আইও-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে এবং দুটি মামলায় জামিন পাওয়া অভিযুক্তদের জামিন বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে কার ক্ষেত্রে কী ধরনের শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হয়েছে তা কিন্তু রিপোর্টে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। এত বড় কারসাজির পর কেন 'মাইনর পানিশমেন্ট' দেওয়া হল সে প্রশ্ন উঠেছে। তথ্য জালিয়াতির ফলে জামিন পাওয়া সমস্ত অভিযুক্তের জামিন বাতিলের জন্য কেন পদক্ষেপ করা হচ্ছে না তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে পুলিশের অভ্যন্তরেই। যদিও পুলিশের কর্তারা এবিষয়ে মন্তব্য করতে চাইছেন না।

৭ জুলাই জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে মাদক সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি ছিল। সেখানেও এনডিপিএস আইনের ৪২ নম্বর ধারা অনুযায়ী পদক্ষেপ না হওয়ায় জামিন মঞ্জুর করা হয়নি। আদালত সূত্রের খবর, সব ক্ষেত্রেই ধৃতদের আদালতে পেশ করার সময় ইচ্ছে করেই প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়া হত না। কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ নথি পাঠালেও সরকারি আইনজীবী সেই নথি পেশ করতেন না বলেও অভিযোগ উঠেছে। তথ্য কারসাজি করে মাদক মামলায় জামিন পাইয়ে দেওয়ার চক্রটি উত্তরবঙ্গজুড়েই সক্রিয় ছিল। সেই চক্রে আইনের রক্ষকদের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল মাদক পাচারকারীরা। প্রতিটি জামিনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেনেরও অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ সূত্রের খবর, শুধু তথ্য জালিয়াতি নয়, ইচ্ছাকৃতভাবে মাদক মামলায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চার্জশিট পেশ না করেও অভিযুক্তদের জামিন পাইয়ে দেবার রাস্তা সহজ করে দিচ্ছিলেন চক্রের কারবারিরা।

ফাঁসিয়েছেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান

প্রথম পাতার পর

টাকার হদিস এবং দুর্নীতি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য এদিন রঞ্জনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে পুলিশ সাতদিনের হেপাজতের আবেদন জানায়। বিচারক সেই আবেদন মঞ্জুর করে তাঁকে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

মে মাসে দুর্নীতির অভিযোগ দায়েরের পর থেকেই পুলিশের খাতায় রঞ্জন নিরুদ্দেশ ছিলেন। তাঁকে ধরতে শিলিগুড়ি থানার তদন্তকারীদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত আড়াই মাসে রঞ্জন কখনও তারাপীঠ, কখনও আবার কলকাতায় আত্মগোপন করেছিলেন। রঞ্জনের মা অসুস্থ। শিলিগুড়িতে থাকেন। পুলিশ নিশ্চিত ছিল যে রঞ্জন কোনও না কোনওভাবে মায়ের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য যোগাযোগ করবেনই। সেই সূত্র ধরে তদন্তকারীরা রঞ্জনের আত্মীয়দের ফোন নম্বর সংগ্রহ করে ট্র্যাকিং শুরু করেন। ট্র্যাকিংয়ের সময় তদন্তকারীরা বুঝতে পারেন যে, রঞ্জন বিভিন্ন অপরিচিত নম্বর থেকে আত্মীয়দের কাছে ফোন করছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, রঞ্জন পথচলতি মানুষদের কাছ থেকে জরুরি দরকারের কথা জানিয়ে তাঁদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করতেন। শেষপর্যন্ত মাকে দেখতে শহরে আসতেই পুলিশের পাতা ফাঁদে তিনি ধরা পড়েন।

১ অগাস্ট থেকে ইসকনের মিড-ডে মিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জুলাই : স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ও আম্বেদকরের চেতনাকে পাথেয় করে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করল নতুন সরকার।

সোমবার বিকাশ ভবনে শিক্ষাক্ষেত্রের সার্বিক পরিকাঠামো নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে এক ম্যারাথন বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, নতুন সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করায় বিগত তিন বছর ধরে আটকে থাকা কেন্দ্রীয় গ্র্যান্টের টাকা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই রাজ্যের কোষাগারে চলে আসবে। এই টাকা দিয়ে রাজ্যের ৮১,০০০ স্কুলের ভোলবদল করা হবে। কাঠ-কয়লার বদলে গ্যাসে মিড-ডে মিল রান্না, সৌরবিদ্যুৎ চালু, পরিশ্রুত পানীয় জল, ছাত্রীদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন এবং রাঢ়বঙ্গের পাঁচ জেলায় যেখানে ফ্যান নেই সেখানে দ্রুত ফ্যান বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূলের 'গুন্ডা' ও বাম 'হার্মাদ'

প্রথম পাতার পর

আরেক সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রীর কথা থেকে স্পষ্ট, তিনি বিজেপি ও আরএসএস-এর রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বিরোধীদের নিশানা করতে চান।'

মমতাপন্থী তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'মানুষ দায়িত্বশীল কথা শুনতে চায়, চটকদারি কথা নয়। গুন্ডা দমনের জন্য ন্যায় সংহিতাই ছিল। নতুন করে আইনের দরকার পড়ল কেন?' কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'তোলাবাজি, দুর্নীতি, মস্তানি ঠেকানোর জন্য এই আইনের দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। আমাদের যে আইন আছে, তাই এদের জব্দ করার জন্য যথেষ্ট। মমতার আমলে যে এনডিপিএস কেসে বিরোধীদের জেলে পাঠিয়ে দমন করত, তারই একটা সংস্করণ হল গুন্ডা দমন আইন।'

আইনটি কার্যকর দিনেই হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মামলা করতে চাওয়ার আবেদন জমা পড়েছে। আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ওই আবেদনে পুলিশের অতিসক্রিয়তার আশঙ্কা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, এই আইনের প্রয়োগে মানবাধিকার খর্ব হতে পারে। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সব্যসাচী বলেন, এই আইনে পুলিশ ইচ্ছা করে কাউকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে।

ডিভিশন বেঞ্চ ওই আইনজীবীকে মামলা করার অনুমতি দেয়। চলতি সপ্তাহে সেই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা। স্বাধীনতার ৭৯ বছর পরে উপনিবেশিক আইন ব্রিটিশের দালালি করা সাভারকারের দল ফিরিয়ে এনেছে বলে কটাক্ষ করেছেন সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারও এই আইনকে কালা কানুন বলে মন্তব্য করেছেন।

গুন্ডা ও দুষ্কৃতীর সংজ্ঞার পরিধি অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এই আইনে। বলপূর্বক অন্যের জমি, বাড়ি দখল থেকে শুরু করে তোলাবাজি, সিন্ডিকেটরাজ, বিনা অনুমতিতে নদী থেকে বালি-পাথর উত্তোলন, বেআইনি খনন ইত্যাদিকে এই আইনে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বলে গণ্য করা হয়েছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আইনটি প্রয়োগ করার ক্ষমতা পুলিশের আছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সোমবারের বক্তব্যে আইনটির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বলেও অভিযোগ করছে বিরোধীরা।

চলতি কথায় গুন্ডা দমন হলেও আইনটির পোশাকি নাম 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টিসোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ অ্যাক্ট, ২০২৬।' জননিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক বলে এই আইনে সহজেই প্রশাসন কাউকে দেগে দিতে পারে। সেরকম ক্ষেত্রে তাঁকে বিনা বিচারে এক বছর পর্যন্ত আটকে রাখা যাবে। কেউ কোনও অপরাধের চক্রান্ত করছেন বলে খবর পেলে অপরাধ সংগঠিত করার আগে তাঁকে একইভাবে আটকে রাখার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে পুলিশকে।

'গুন্ডা'দের মোকাবিলায় তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার আছে পুলিশের। যদি সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের অভিযোগ থাকে, তাহলে যে পরিমাণ ক্ষতি হবে, তার দ্বিগুণ মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যাবে। তোলাবাজি ও সিন্ডিকেটের মতো অপরাধে বেআইনিভাবে অর্থ উপার্জনেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া আইনটির সমস্ত ধারাই জামিন অযোগ্য এবং কোনও পরোয়ানা ছাড়া কাউকে পুলিশ সহজে গ্রেপ্তার করতে পারবে।

কেউ এলাকায় অশান্তি ছড়াতে পারে বলে মনে করলে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক, পুলিশ সুপার বা পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার অফিসারদের তাঁকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য সেই এলাকা, এমনকি জেলা থেকে বের করে দেওয়ার এক্তিয়ার দেওয়া আছে আইনটিতে।

ইতিহাস বদলের শপথ

প্রথম পাতার পর

দখলে রেখে বিপক্ষকে আক্রমণের সুযোগই না দেওয়া। বল পায়ে রেখেই তারা নিজেদের দুর্গ সুরক্ষিত রাখে। আর এই পুরো সিস্টেমের আসল চালিকাশক্তি হলেন রড্রি। টেকনিকাল দক্ষতায় স্প্যানিশ মিডফিল্ডাররা ফ্রান্সের চেয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে। কোয়ার্টার ফাইনালে পেড্রির বদলে ফ্যাবিয়ান রুইজকে খেলানোর সিদ্ধান্ত দারুণ কাজে দিয়েছিল, গোলও পেয়েছিলেন তিনি। ড্যানি ওলমোর দুই লাইনের মাঝখানে জায়গা খুঁজে নেওয়ার ক্ষমতা ফরাসি রক্ষণকে আজ ভোগাতে পারে। তবে নিকো উইলিয়ামস পুরোপুরি ফিট না থাকায় স্পেনের বাঁদিকের চেনা ধার কিছুটা কমেছে। অ্যালেক্স বায়েনা স্বাভাবিকভাবেই একটু ভেতরের দিকে চলে আসেন, ফলে উইংয়ের পুরো চাপ গিয়ে পড়ে মার্ক কুকুরেল্লার ওপর। তাই গত দু'বছরের তুলনায় এই স্পেন বল নিয়ন্ত্রণের ওপর আরও অনেক বেশি নির্ভরশীল।

লামিনে ইয়ামাল প্রতি ম্যাচেই আরও ভয়ংকর হয়ে উঠছেন, আর মিকেল মেরিনো বেঞ্চ থেকে নেমে ঠিক সময়ে গোল করার অভ্যাসটা দারুণভাবে ধরে রেখেছেন।

অন্যদিকে, ফরাসি শিবিরে এখন এক অন্যরকম আত্মবিশ্বাস। দিদিয়ের দেশঁর হাতে এমন এক দল রয়েছে, যাঁরা পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের খোলস বদলাতে পারেন। বলের দখল থাকুক বা না থাকুক, ফ্রান্স খুব ভালো করেই জানে কখন নিজেদের গতিকে কাজে লাগাতে হয়। এমবাপে, ডেম্বেলে, মাইকেল ওলিসে এবং দেজিরে দুয়ে- ফরাসিদের এই আক্রমণভাগ যে কোনও প্রতিপক্ষকে কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। দেশঁ এখন যে ৪-২-৩-১ ছকে দল সাজাচ্ছেন, সেখানে প্রতিটি খেলোয়াড় এক একটি কার্যকর অস্ত্র। বেঞ্চ থেকে নেমে ব্র্যাডলি বারকোলা বা জিন-ফিলিপ মাতেতাও নিমেষে পরিস্থিতি পালটে দিতে পারেন।

ম্যাচ শেষে স্পেনের পায়ে হয়তো বলের দখল বেশি থাকবে, কিন্তু সেটাই জয়ের গ্যারান্টি নয়। রড্রি বা রুইজরা যদি ফরাসিদের প্রতি আক্রমণ শুরুতেই রুখে দিতে পারেন, তবে স্পেনের ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন সত্যি হতে পারে। কিন্তু সামান্য ভুলে এমবাপেরা ফাঁকা জায়গা পেলে স্প্যানিশ রক্ষণকে ছিন্নভিন্ন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না। ডালাসের এটিঅ্যান্ডটি স্টেডিয়ামে মাঠের এই সূক্ষ্ম হিসেবনিকেশই ঠিক করে দেবে ফাইনালের টিকিট শেষপর্যন্ত কার হাতে উঠবে।

কবি ভানুভক্তের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দীনবন্ধু মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিল্পীরা। সোমবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

শহরের যানজট মেটাতে উদ্যোগী পরিবহণ দপ্তর

টোটো, অটোর বিশেষ লেন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : শহরকে যানজটমুক্ত করতে নতুন উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। সেবক রোড সহ শহরের অন্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মাঝবরাবর থাকা সাদা দাগের বাঁ-দিকে (ফুটপাথ সংলগ্ন অংশ) টোটো, সিটি অটো ও যাত্রীবাহী বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে সেবক রোডে পরীক্ষামূলকভাবে এই পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়েছে।

এদিন দুপুরে সেবক রোডের এলআইসি অফিস থেকে পানিট্যাঙ্কি মোড় পর্যন্ত ট্রাফিককর্মীরা রাস্তায় নেমে চালকদের সাদা দাগের বাঁ-পাশের অংশ দিয়ে গাড়ি চালানোর নির্দেশ দেন। হঠাৎ ট্রাফিক পুলিশের এই কড়াকড়িতে বিশেষ করে টোটোচালকদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। কয়েকদিন আগে টোটোর বিরুদ্ধে সিটি অটোচালকদের আন্দোলনের কথা মাথায় রেখে অনেক টোটোচালক ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের কাছে অনুরোধ করে বলেন, 'আমরা নিয়ম মেনেই টোটো চালাচ্ছি, কারও সমস্যা করছি না।' পালটা হিসেবে ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা তাঁদের বুঝিয়ে দেন যে, লেনের বাঁ-দিকের অংশ দিয়েই চলতে হবে, না হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তবে পুলিশকর্মীরা নির্দেশ দিয়ে সরে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই পরিস্থিতি আবার আগের মতো হয়ে যায়। বিকেলে দেখা যায়, সাদা দাগের লক্ষ্মণরেখা উপেক্ষা করে গোটা লেনজুড়েই টোটো ও সিটি অটো চলছে। এক সিটি অটোচালককে ট্রাফিক পুলিশের নির্দেশের কথা মনে করিয়ে দিলে তিনি বলেন, 'ওই নির্দেশিকা দুপুরের ওই সময়টুকুর জন্যই ছিল। এখন আর কোনও নির্দেশিকা নেই।'

সেবক রোডে নির্দেশিকা বলবৎ করছে ট্রাফিক পুলিশ। ছবি : সায়ন চ্যাটার্জি

- শহরকে যানজটমুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় টোটো, সিটি অটো ও বাসের জন্য বিশেষ লেন
- এই বিশেষ লেনের জন্য পথে কোনও গার্ডরেল বা ব্যারিকেড ব্যবহার করা হবে না
- ব্যারিকেড না থাকায় ট্রাফিক আইনের এই নিয়মের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে

জানা গিয়েছে, টোটো, সিটি অটো ও বাসের জন্য সাদা দাগের বাঁ-পাশের অংশকে 'বিশেষ লেন' হিসেবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও কোনও গার্ডরেল দেওয়া হবে না। পুলিশের এক পদস্থ কর্তার কথায়, 'জাতীয় সড়ক সহ সমস্ত ব্যস্ত রাস্তাতেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার চেষ্টা চলছে। সাদা লাইন বরাবর কোনও ব্যারিয়ার থাকবে না। তবে সিদ্ধান্ত যাতে মানা হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কিন্তু পুলিশের এই সিদ্ধান্তে কতটা কাজ হবে, তা নিয়ে নিত্যযাত্রী ও ওয়াকিবহাল মহলে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, ট্রাফিককর্মীদের পক্ষে সবসময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে চালকদের 'বিশেষ লেন' দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। একাংশের মতে, চালকদের একাংশের মধ্যে ট্রাফিক আইন ভাঙার প্রবণতা থাকায় এবং রাস্তায় ব্যারিকেড না থাকায়, পুলিশ না থাকলে এই নিয়ম কার্যকর করা যথেষ্ট কঠিন হবে।

মাল্লাগুড়িতে আধুনিক বাস টার্মিনাস, শপিং মলের ভাবনা

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : শিলিগুড়ি শহরকে যানজটমুক্ত করতে এবং উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) আয় বাড়াতে মাল্লাগুড়িতে অত্যাধুনিক বাস টার্মিনাস তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে পরিবহণ দপ্তর। রাজ্যের পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলছেন, 'এনবিএসটিসির আয় বৃদ্ধিতে মাল্লাগুড়িতে ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে নিগমের জমিতে আধুনিক টার্মিনাসের পাশাপাশি বিলাসবহুল হোটেল ও শপিং মল তৈরি করা হবে।'

যানজট সমস্যা মেটাতে বর্তমানে বেসরকারি দূরপাল্লার বিলাসবহুল বাসগুলিকে জংশনের প্রধান রাস্তার বদলে তেনজিং নোরগে টার্মিনাস থেকে ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে একসঙ্গে একাধিক বাস হিলকার্ট রোডে উঠলে ব্যাপক যানজট তৈরি হচ্ছে। মূলত এই সমস্যা সমাধানেই মাল্লাগুড়ির ওই জমিটি ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নিগম সূত্রে খবর, বিগত সরকারের আমলে একটি বেসরকারি সংস্থার সাহায্যে এখানকার ৪৫ হাজার বর্গফুট জমিতে টার্মিনাস ও বাকি অংশে আবাসনের রোডম্যাপ তৈরি হলেও তা আটকে যায়। তবে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর দপ্তরের কর্তারা নতুনভাবে প্রকল্প রূপায়ণে তৎপর হয়েছেন। একইসঙ্গে একাধিক পরিষেবা চালু করতে বেসরকারি সংস্থার খোঁজ চলছে। নিগমের আধিকারিকরাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে বর্তমানে উড়ালপুল নির্মাণের কারণে জাতীয় সড়কের পাশের জমিটি অনেকটা নীচু হয়ে যাওয়ায়, টার্মিনাস নির্মাণ কতটা সুবিধাজনক হবে তা নিয়ে কর্তৃপক্ষকে ভাবতে হচ্ছে।

নিগমের এক আধিকারিক বলেন, 'তৃণমূল সরকারের আমলে প্রকল্প করে পরিবহণ দপ্তরে পাঠানো হলেও কাজ হয়নি। এবার সেরকম পরিকল্পনা নেওয়া হলে ভালো। তবে সঠিক পথ ধরে এগোতে পারলে জমিটি কাজে আসবে এবং শহরের যানজট কমার আশা দেখা যেতে পারে।' অন্যদিকে, তৃণমূল সরকারের আমলে শহরের ভেতরের পুরোনো বাসস্ট্যান্ড সরিয়ে তিনবাত্তি মোড়ে এনবিএসটিসির জমিতে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িগামী সরকারি বাসের স্ট্যান্ড তৈরির পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু বাস মালিক ও চালকদের বিরোধিতায় বিষয়টি আদালত পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই পরিস্থিতিতে সেখানকার ভবনটি ভাড়া দিয়ে আয় বাড়ানোর পাশাপাশি আগামীতে নিগমের কাছে বৈদ্যুতিক বাস পৌঁছালে সেগুলি ওখানে রাখার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এছাড়া মাটিগাড়ার হিমাঞ্চল বিহারে এসজেডিএ-র ফাঁকা জমিতে একটি ট্রাক টার্মিনাস গড়ার কথাও ভাবছে পরিবহণ দপ্তর।

সপ্তাহে ৯৬ ঘণ্টা থাকতে হবে কর্মস্থলে

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর 'ওষুধে' প্রশ্ন মেডিকেলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : 'সপ্তাহে ৯৬ ঘণ্টা কর্মস্থলে থাকতেই হবে। নতুবা চাকরি ছেড়ে দিন।' চিকিৎসকদের উদ্দেশে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের এই বার্তায় রাজ্যের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের চিকিৎসক মহলেও আলোড়ন পড়েছে। চিকিৎসকদের একাংশ বলছেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই হুঁশিয়ারি বাস্তবে কার্যকর করতে পারলে ভালো। কিন্তু উত্তরবঙ্গের হাসপাতালগুলিতে এটা কতটা কার্যকর হবে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন অনেকে। কেননা, এখানকার বেশিরভাগ চিকিৎসকই কলকাতা থেকে রোটেশনে সপ্তাহে দু-তিনদিনের জন্য উত্তরে আসেন।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার তথা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলছেন, 'কলকাতার বেশ ক'জন চিকিৎসক এখানে কর্মরত রয়েছেন। নিয়মিত না আসায় এর আগেও বেশ কয়েকজন চিকিৎসককে শোকজ করা হয়েছে। কিছুক্ষেত্রে বেতনও বন্ধ করা হয়েছে।'

অধ্যাপক চিকিৎসকদের একটা বড় অংশের ফাঁকিবাজি নিয়ে বহুবার অভিযোগ উঠেছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সহ উত্তরবঙ্গের অন্য মেডিকেলের বেশিরভাগ চিকিৎসক কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গ থেকে আসেন। ফলে কেউ সপ্তাহে দু'দিন, কেউ তিনদিন আসেন, আবার কোনও কোনও চিকিৎসক মাসের শেষে এসে হাজিরা খাতায় সই করে চলে যান বলে অভিযোগ রয়েছে। অথচ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, চিকিৎসকরা ডিউটিতে না থাকলেও হুট করে স্টেশন লিভ বা কর্মস্থল ছেড়ে দূরবর্তী স্থানে যেতে পারেন না।

এমনকি বায়োমেট্রিক উপস্থিতি কার্যকর হওয়ার পরেও পরিস্থিতির কোনও বদল হয়নি বলে খবর। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ২৫৫ জন অধ্যাপক চিকিৎসকের প্রায় ৭০ শতাংশই কলকাতার এবং তাঁরা অনিয়মিত কর্মস্থলে আসেন বলে অভিযোগ। ফলে মেডিকেলের চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রায় পুরোটাই শিলিগুড়ি বা আশপাশে স্থায়ীভাবে থাকা কিছু অধ্যাপক চিকিৎসক এবং জুনিয়ার চিকিৎসকদের মাধ্যমেই চলছে। ডাক্তারি পঠনপাঠনেও এর প্রভাব পড়ছে।

- স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরকারি চিকিৎসকদের ৯৬ ঘণ্টা কর্মস্থলে থাকার কথা বলেছেন
- উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের প্রায় ৭০ শতাংশ চিকিৎসক কলকাতার হওয়ায় আদৌ নিয়ম মানা হবে কি না, প্রশ্ন উঠেছে
- আগে একাধিক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে নিয়মিত না আসার অভিযোগ উঠেছে

চিকিৎসক মহলের একাংশ বলছেন, এতদিন সবকিছু জেনেও কড়া পদক্ষেপ করেনি স্বাস্থ্য ভবন। স্বাস্থ্যকর্তাদের যুক্তি ছিল, এমনিতেই চিকিৎসকের অভাব রয়েছে। তার ওপরে কড়াকড়ি করলে চিকিৎসকরা চাকরি ছেড়ে দিতে পারেন। ফলে সমস্যা বাড়বে। বিশেষ করে ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের (এনএমসি) প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে।

তবে রাজ্যে সরকার বদলের পরে নয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী এনিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'প্রতি সপ্তাহে কর্মস্থলে অন্তত ৯৬ ঘণ্টা অর্থাৎ চারদিন থাকতেই হবে। না হলে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে।'

এনিয়ে অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস-এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'স্বাস্থ্যমন্ত্রী সপ্তাহে ৯৬ ঘণ্টা কাজ করতে হবে এমনটা বলেননি। বরং তিনি বলেছেন যে, ৯৬ ঘণ্টা কর্মস্থলে থাকতে হবে।' তাঁর মতে, 'সরকারি চিকিৎসকরা কর্মস্থলে নিয়মিত উপস্থিত থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে স্বচ্ছ বদলি নীতি না থাকায় সমস্যা হচ্ছে। বদলি নীতিতে স্বচ্ছতা এনে বাড়ির কাছাকাছি জায়গায় পোস্টিংয়ের ব্যবস্থা করলে চিকিৎসকরা নিশ্চয়ই কর্মস্থলে নিয়মিত থাকতে বাধ্য হবেন।'

পাহাড় ও সমতলে ভানুভক্ত স্মরণ

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : দার্জিলিংয়ের পাহাড় ও সমতলে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল আদিকবি ভানুভক্ত আচার্যের ২১২তম জন্মদিন। সোমবার দীনবন্ধু মঞ্চে শিলিগুড়ি ভানু জয়ন্তী উদযাপন কমিটির তরফে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজু বিস্ট। এদিন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-ভানু মঞ্চের সামনে ভানুভক্ত আচার্য ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। উদযাপন কমিটির শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার সম্পাদক দীপঙ্কর সাহা, কোষাধ্যক্ষ নীলাদ্রিশেখর রায় সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। শিলিগুড়ির পাশাপাশি এদিন দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের তরফে এসডিও অফিস প্রাঙ্গণে দিনটি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমা শাসক বনমালি রায়। এছাড়া দার্জিলিংয়ের ম্যালে ভানুভক্তের মূর্তিতে ফুল দিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের তরফে শ্রদ্ধা জানানো হয়। জিটিএ-র তরফে ভানু ভবনে দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়।

প্রতিবাদ মিছিল

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : হায়দরপাড়া এলাকায় বিরিয়ানির দোকানে বিজেপির হামলার অভিযোগ তুলে এবার রাস্তায় নামল ডিওয়াইএফআই, এসএফআই ও গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি। সম্প্রতি হায়দরপাড়া বাজারের সামনে একটি বিরিয়ানির দোকানের নাম পরিবর্তন করতে চাপ দেওয়া ও দোকানে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। এর প্রতিবাদে সোমবার মিছিল করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই-এর দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সাগর শর্মা। মিছিলটি হায়দরপাড়া বাজার এলাকা পরিক্রমা করে।

ঘর সমীক্ষায় অনিয়মের নালিশ

ইসলামপুর, ১৩ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর সংক্রান্ত সমীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে সোমবার ইসলামপুরের বিডিওর দ্বারস্থ হলেন চারটিরও বেশি পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ, সমীক্ষার জন্য যাওয়া সরকারি আধিকারিকদের নিজেদের পছন্দমতো বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন তৃণমূলের কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্য। বিজেপি সমর্থক ও প্রকৃত যোগ্যদের বাড়িতে সমীক্ষা করতে দেওয়া হচ্ছে না বলেও তাঁদের অভিযোগ।

যাঁরা যোগ্য তাঁদের বাড়িতে না গিয়ে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যদের কথামতো সমীক্ষা চলছে বলেও অভিযোগ। এমন অভিযোগ তুলে সোমবার ইসলামপুরের বিডিওর সঙ্গে দেখা করেন ইসলামপুর, মাটিকুন্ডা-১ এবং ২, আগডিমটি খন্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকজন আবেদনকারী। মাটিকুন্ডা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান চায়না মোদকের বক্তব্য, 'যে পঞ্চায়েত সদস্যরা এ ধরনের কাজ করবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।' ইসলামপুরের বিডিও পিনাকী দেবনাথ বলেন, 'আবাস যোজনার প্রকৃত ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করে আমার কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে।'

কলেজে ভর্তির ঝোঁক বেড়েছে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : কলেজগুলিতে প্রথম পর্যায়ের ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ। তাতে বিগত বছরের তুলনায় এবার ভর্তির হার কিছুটা বেশি বলে জানাচ্ছেন কলেজের অধ্যক্ষরা। শিক্ষাবিদদের একাংশের মতে, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার রাজ্যের কলেজগুলিতে সঠিক সময়ে ভর্তি শুরু হয়েছে। অন্যান্য বছর বেসরকারি কলেজগুলিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর অনেকটা পরে সরকারি কলেজগুলিতে ভর্তি শুরু হত। ফলে অনেক পড়ুয়া আগেই বেসরকারি কলেজে ভর্তি হয়ে যেতেন।

শিলিগুড়ি শহর এবং শহর ঘেঁষা কয়েকটি কলেজে ভর্তির সংখ্যা বেড়েছে বলে স্বীকার করেছেন অধ্যক্ষরা। যেমন শিলিগুড়ি কলেজের সাধারণ এবং সম্মানিক মিলিয়ে মোট আসন ৩৭০৭টি। তার মধ্যে সাধারণে ১৮৪৫ এবং অনার্সে ১৮৬২টি আসন। এখনও পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে ভর্তি হয়েছেন ২৩৬৩ জন। গত বছর প্রথম পর্যায়ে প্রায় ১৫০০ জন ভর্তি হয়েছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষ বলেন, 'ভর্তি বেশি হওয়ার অন্যতম কারণ হল সঠিক সময়ে শিক্ষাবর্ষ চালু হওয়া। বিগত বছরের তুলনায় অনেকটা সঠিক সময়ে এ বছর রাজ্যের কলেজগুলিতে ভর্তি শুরু হয়েছে। আরও বাড়বে।'

শিলিগুড়ির উল্লেখযোগ্য কলেজগুলির মধ্যে সূর্য সেন কলেজ একটি। সেখানে পাশ ও অনার্স মিলিয়ে ১৮৭৪টি আসন রয়েছে। অনার্সের আসনগুলিতে ভর্তি প্রক্রিয়া অনেকটাই এগিয়েছে। সেখানকার অধ্যক্ষ প্রণবকুমার মিশ্রও বিগত বছরের তুলনায় ভর্তির হার বেশি বলে দাবি করেছেন। মাটিগাড়ার হিমাঞ্চল বিহারে রয়েছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সরকারি কলেজ। সেখানে পাশ-অনার্স মিলে মোট ৪৮৪ আসন রয়েছে। এখনও পর্যন্ত ভর্তি হয়েছে ২৬২ জন। ৮৫০০টি আবেদন জমা পড়েছিল। বিজ্ঞান বিভাগের ৬০ শতাংশ আসনে ভর্তি শেষ। কলা বিভাগের কিছু আসন ফাঁকা রয়েছে। সেখানকার অধ্যক্ষ ময়ূখরঞ্জন সরকার বলেন, 'সরকারি চাকরির আশা বাড়লে পড়ুয়ার সংখ্যাও বাড়বে।'

মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজেও বিগত বছরের তুলনায় ভর্তির হার বেশি। মোট ২৮৮ জন ভর্তি হয়েছেন। ৬টি সম্মানিক বিষয়ে ১৩০ জন ভর্তি হয়েছেন।

প্রত্যেকবার গ্রামীণ কলেজগুলিতে ভর্তির হার কম থাকে বলে দাবি। তবে এবার গত বছরের তুলনায় গ্রামের কলেজেও ভর্তি কিছুটা বেড়েছে বলে জানাচ্ছেন অধ্যক্ষরা। নকশালবাড়ি কলেজে মোট ১৩০০টি আসন রয়েছে। প্রায় ৬৬৫ জন ভর্তি হয়েছেন।

জাতীয়তাবাদী শিক্ষক সংগঠগুলি আবার দাবি করেছে, রাজ্যে বিজেপি সরকার এসেছে বলে চাকরি পাওয়ার আশা বেড়েছে। তাই নাকি জেনারেল কলেজে ভর্তির প্রতি ঝোঁক বেড়েছে। অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের (এবিআরএসএম) অন্যতম কর্মকর্তা প্রশান্ত সরকার বলেন, 'নতুন সরকারের প্রথম বাজেটে নিয়োগে স্বচ্ছতা ও গতি বৃদ্ধি করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সেই আশাতে রাজ্যের কলেজগুলির ভর্তি বাড়ছে। মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতিতে জোর দেওয়াও ভর্তি বৃদ্ধির একটি কারণ।'

ব্রাউন সুগার সহ ধৃত ২

বাগডোগরা, ১৩ জুলাই : ব্রাউন সুগার সহ ২ তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। রবিবার রাতে মাটিগাড়া পরিবহণনগর এলাকায় অভিযান চালায় মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। সেখানেই একটি বাইকে অরুণ সাহা ও সুমন বর্মন নামে দুই তরুণকে ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। তাঁদের দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালালে ২৭৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার পাওয়া যায়। এরপর তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি মোবাইল ফোন ও একটি মোটরবাইক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অরুণ মাটিগাড়া বিশ্বাস কলোনির বাসিন্দা এবং সুমন পঞ্চানন কলোনির বাসিন্দা। এই মাদক কারবারের সঙ্গে আরও কে বা কারা জড়িত রয়েছে, তার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

বিহারে পাচারের আগে মদ সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : বিহারে মদ পাচারের আগে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম অমিত কুমার ও গুড্ডু কুমার। দুজনে বিহারের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার রাতে জংশন এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরির সময় তাঁদের আটক করা হয়। তল্লাশিতে তাঁদের ব্যাগ থেকে বিপুল পরিমাণ মদ উদ্ধার হয়। সোমবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। বিহারে পাচারের উদ্দেশ্যে শিলিগুড়িতে পুলিশের অভিযানে সম্প্রতি অনেক মদ ও নেশার দ্রব্য উদ্ধার হয়েছে।

নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে ছাত্রদের গর্জন

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার পথে নামেন ছাত্র পরিষদের দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্যরা। শিলিগুড়ি কলেজ সংলগ্ন এলাকায় জমায়েত হয়ে তাঁরা 'ছাত্রদের গর্জন' কর্মসূচি প্রচার চালান। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ছাত্র পরিষদের সভানেত্রী প্রিয়াংকা চৌধুরী। প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং পড়ুয়াদের মৃত্যুর মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে তাঁদের এই প্রতিবাদ।

ডাকঘরে স্বয়ংক্রিয় কিয়স্ক পরিষেবা

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : উত্তরবঙ্গের ডাক পরিষেবায় এবার আধুনিকতার ছোঁয়া লাগল। চালু হল সেল্ফ পার্সেল এবং স্পিড পোস্ট কিয়স্ক পরিষেবা। শিলিগুড়ি শহরের প্রধান ডাকঘরে এই পরিষেবা মিলবে। সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষেবার সূচনা করলেন ডাক বিভাগের উত্তরবঙ্গের ডিরেক্টর এম সুধাকর মাল্লা। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং ডিভিশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য। জানা গিয়েছে, পরিষেবা মিলবে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। এম সুধাকর মাল্লা বলেন, 'স্বয়ংক্রিয় কিয়স্কের সাহায্যে সাধারণ মানুষ খুব সহজেই পার্সেল এবং চিঠিপত্র জমা করতে পারবেন। তাতে তাঁদের খুব একটা বেশি সময় অপচয় করতে হবে না।'

শিলিগুড়ির প্রধান ডাকঘরে প্রতিদিন গড়ে ১১০ থেকে ১২০টি পার্সেল জমা পড়ে। পাশাপাশি ৩০০ থেকে ৪০০টি স্পিড পোস্ট করতে মানুষ ভিড় জমান। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পাঁচটি কাউন্টারের মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয় ডাক বিভাগকে। প্রায় দিনই আমজনতাকে দীর্ঘলাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। সেই সমস্যার সমাধানেই এবার প্রধান ডাকঘরে স্বয়ংক্রিয় কিয়স্ক বসানো হয়েছে। ডাক বিভাগের কর্তারা জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট জায়গায় চিঠিপত্র কিংবা পার্সেল রেখে দিলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওই কিয়স্ক তা জমা করে নেবে। এক্ষেত্রে বাড়তি কোনও ঝক্কি নেই। শহরের ঘোগোমালি এলাকার বাসিন্দা এদিন বিকালে স্পিড পোস্ট করতে ডাকঘরে এসেছিলেন। তিনি বলেন, 'প্রায় দিনই লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। সেক্ষেত্রে নয়া পরিষেবা চালু হওয়ায় আমাদের অনেকটাই সুবিধা হল।'

রথে বেহাল রাস্তা নিয়ে উদ্বেগ

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : শিলিগুড়ি শহরের রাস্তাঘাট যেভাবে বেহাল হয়ে রয়েছে, তাতে রথের চাকা গড়ানো নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন উদ্যোক্তারা। সোমবার এক অনুষ্ঠানে এসে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের কাছে রাস্তা মেরামতির জন্য কাতর আবেদন করলেন ইসকনের শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি। জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কার বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের পুরোনো রথযাত্রা কমিটির উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন। ভার্চুয়াল এই অনুষ্ঠানে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনও জুড়েছিল। দার্জিলিং জেলায় তিনটি রথযাত্রা কমিটিকে এই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে এদিন শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) সুমিত রাই সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই রথযাত্রা কমিটিগুলিকে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি সহায়তা কর্মসূচির ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের সূচনা সরাসরি দেখানো হয়। এরপরেই দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক শিলিগুড়ির ইসকন, দেশবন্ধুপাড়ার শ্রীশ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠ এবং রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাবের রথযাত্রা কমিটির হাতে পাঁচ লক্ষ টাকা করে চেক তুলে দেন।

রথযাত্রার আর্থিক সাহায্য তুলে দিচ্ছেন জেলা শাসক। ছবি : সূত্রধর

চেক হাতে নেওয়ার পরেই ইসকনের শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি অখিল আত্মাপ্রিয় দাস জেলা শাসককে বলেন, 'শহরের রাস্তাঘাট নিয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যেভাবে রাস্তাঘাট বেহাল হয়ে রয়েছে, তাতে রথ রাস্তায় বের হলে যেন উলটে না যায়। ভীষণ দুশ্চিন্তায় রয়েছি।' তাঁর কথায় সায় দিয়েছেন দেশবন্ধুপাড়ার শ্রীশ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠের স্বামী ভক্তিনিলয় জনার্দন মহারাজ। তাঁর বক্তব্য,'আমাদের রথও দাদাভাই মোড়, আলো চৌধুরী মোড় হয়ে ফুলেশ্বরী, ডাবগ্রাম রুটে পরিক্রমা করে। এই এলাকার রাস্তাগুলিও খারাপ হয়ে রয়েছে। ফলে রথ চলাচলে সমস্যা হবে। প্রশাসন এদিকে নজর দিলে রথে অংশ নেওয়া ভক্তরা উপকৃত হবেন।'

বাদলদিনে ছাতা সারাই। সোমবার শিলিগুড়িতে দীপেন্দু দত্তের তোলা ছবি।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এভাবেই ছুটতে চান স্পেনের লামিনে ইয়ামাল।

রাজা ও রাজপুত্রের লড়াই

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জয় মণ্ডল

ডালাস, ১৩ জুলাই : ডালাসের স্টেডিয়ামে ফুটবলের সময়রেখা যেন এক অদ্ভুত বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখোমুখি দুই প্রজন্মের দুই মহাতারকা। একদিকে কিলিয়ান এমবাপে- ফরাসি ফুটবলের একচ্ছত্র সম্রাট, যাঁর সামনে এখন টানা তৃতীয়বার ফ্রান্সকে বিশ্বকাপের ফাইনালে তোলার হাতছানি। সেই পশ্চিম জার্মানি ও ব্রাজিলের সোনালি যুগের পর এমন কীর্তি আর কোনও দলের নেই। এমবাপে নিজেও অবিশ্বাস্য ফর্মে। আটটি গোল করে সোনার বুট জেতার দৌড়ে লিওনেল মেসির সঙ্গে যুগ্মভাবে শীর্ষে রয়েছেন তিনি। আর অন্যদিকে তাঁর রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে প্রস্তুত ১৮ বছরের স্প্যানিশ বিস্ময় লামিনে ইয়ামাল। সদ্য ইউরো কাপ জেতা এই রাজপুত্র এখন মরিয়া হয়ে উঠেছেন আন্তর্জাতিক মঞ্চে ইউরো ও বিশ্বকাপের 'ডাবল' মুকুট ছিনিয়ে নিতে।

পরিসংখ্যান দেখলে অবশ্য ফরাসি সমর্থকদের বুক কাঁপতে বাধ্য। শেষ দশবারের মুখোমুখি সাক্ষাতে (ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে), ইয়ামালের দল আটবারই শেষ হাসি হেসেছে। এমবাপের দল জিতেছে মোটে দুইবার। যদিও ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে স্প্যানিশ তরুণের (৬ গোল) চেয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে ফরাসি অধিনায়ক (৯ গোল)।

এই লড়াই শুধু সেমিফাইনালের গণ্ডিতে আটকে নেই, বরং ইতিহাসের পাতায় নাম তোলার এক চূড়ান্ত পরীক্ষাও বটে। বিশ্বকাপে ইতিমধ্যেই ২০টি গোল (২০১৮ সালে ৪টি, ২০২২-এ ৮টি এবং ২০২৬ সালে ৮টি) করে ফেলেছেন এমবাপে। আর মাত্র একটি গোল করলেই তিনি ২১ গোলের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলবেন। অন্যদিকে স্পেনের হয়ে প্রতিটি ম্যাচ খেলে ইয়ামাল ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপে টিনএজার হিসেবে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডটি নিজের করে নিয়েছেন।

ম্যাচের আগে মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের পারদও চড়তে শুরু করেছে। স্প্যানিশ তরুণ ইয়ামাল সটান বলে দিয়েছেন, 'হয় ওরা টানা তিনবার বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠবে, নয়তো আমরা ওদের টানা তিনবার হারাব। আমি জানি না কী হতে চলেছে, তবে আমরা মোটেই ভয় পাচ্ছি না।' একদিকে এমবাপের ৩৬.৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতি, ৮ গোল ও ৩ অ্যাসিস্টের খতিয়ান, অন্যদিকে ইয়ামালের টুর্নামেন্ট সর্বোচ্চ সফল ড্রিবলিং ও ৪টি অ্যাসিস্ট। রাজা কি তাঁর মুকুট ধরে রাখতে পারবেন, নাকি রাজপুত্রের হাতে উঠবে নতুন যুগের ব্যাটন? ডালাসের সবুজ গালিচাতেই লুকিয়ে আছে মহারণের উত্তর।

স্পেনের পরীক্ষা নিতে তৈরি হচ্ছেন ফরাসি গোলমেশিন কিলিয়ান এমবাপে।

হয় ওরা টানা তিনবার বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠবে, নয়তো আমরা ওদের টানা তিনবার হারাব। আমি জানি না কী হতে চলেছে, তবে আমরা মোটেই ভয় পাচ্ছি না। -লামিনে ইয়ামাল

ফরাসিদের আতঙ্ক স্প্যানিশ কোচ

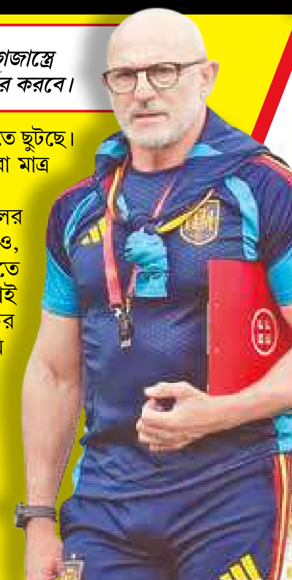

কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তের মগজাস্ত্রে স্পেনের ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করবে।

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জয় মণ্ডল

ডালাস, ১৩ জুলাই : টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার হাতছানি দিদিয়ের দেশঁর সামনে। কিন্তু ফরাসি বসের এই স্বপ্নের পথে সবচেয়ে বড় মনস্তাত্ত্বিক প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্প্যানিশ কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তে। যাঁর নিখুঁত গেম প্ল্যান ফরাসি শিবিরের কাছে রীতিমতো এক অমোঘ আতঙ্কের নাম। বয়সভিত্তিক দল থেকে শুরু করে জাতীয় দল-পরিসংখ্যান বলছে, ফরাসিদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে ফুয়েন্তে চারবার জয় পেয়েছেন, হেরেছেন মাত্র একবার। তিনি শুধু ফ্রান্সের বিরুদ্ধেই খেলেন না, প্রবল চাপের মুখে ফরাসি রক্ষণকে কীভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হয়, তা তাঁর একেবারে নখদর্পণে।

ফ্রান্সের কাছে স্পেনের এই নামটা সম্প্রতি এক তীব্র ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। ২০২৪ সালের ইউরো কাপের সেমিফাইনালে র‍্যান্ডাল কোলো মুয়ানির গোলে এগিয়ে গিয়েও লামিনে ইয়ামাল ও ড্যানি ওলমোর জাদুতে স্পেনের কাছে ২-১ ব্যবধানে হারতে হয়েছিল ফরাসিদের। এখানেই শেষ নয়, ২০২৫ সালের নেশনস লিগেও ৯ গোলের এক রুদ্ধশ্বাস থ্রিলারে ৫-৪ ব্যবধানে জিতেছিল স্পেন। যা বুঝিয়ে দিয়েছিল, ফরাসি রক্ষণ ভাঙার চাবিকাঠি একমাত্র স্প্যানিশ কোচের পকেটেই রয়েছে।

তবে এই জোড়া ধাক্কাই দেশঁকে বাধ্য করেছে চেনা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে। পুরোনো রক্ষণাত্মক ৪-৩-৩ ছক ভেঙে তিনি এখন অনেক বেশি আগ্রাসী ও সাবলীল ৪-২-৩-১ ফর্মেশন বেছে নিয়েছেন। আতোয়াঁ গ্রিজম্যান বা অলিভিয়ের জিরুদের মতো অভিজ্ঞদের সরিয়ে দলে নিয়ে এসেছেন মাইকেল ওলিসে এবং দেজিরে দুয়ের মতো তরুণ রক্ত। ফলস্বরূপ, ইউরোর সেই রক্ষণশীল ফ্রান্স এখন দুরন্ত গতিতে ছুটছে। শেষ পাঁচটি বিশ্বকাপ ম্যাচে তারা মাত্র একটি গোল হজম করেছে।

ফুয়েন্তে নিজের দলের উপর অগাধ আস্থা রাখলেও, প্রতিপক্ষকে সম্মান জানাতে ভোলেননি। মনস্তাত্ত্বিক লড়াই জিইয়ে রেখেই স্প্যানিশ কোচের সংযত প্রতিক্রিয়া, 'আমি নিশ্চিত ফ্রান্স আমাদের নিয়ে ঠিক ততটাই চিন্তিত, যতটা আমরা ওদের নিয়ে। ভুলে যাবেন না, আমরা ওদের পরপর দুইবার হারিয়েছি... তবে ওরা অসাধারণ একটা দল, লড়াইটা অত্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি হবে।'

ইউরো ফাইনাল, ১৯৮৪

ফ্রান্স ২-০ স্পেন

পার্ক দ্য প্রিন্সেসে ফ্রি কিক থেকে গোল করে ফ্রান্সকে এগিয়ে দিয়েছিলেন মিশেল প্লাতিনি। একেবারে শেষ মুহূর্তে ব্যবধান বাড়ান ব্রুনো বেলোনি। এটাই ফ্রান্সের প্রথম বড় ট্রফি।

বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল, ২০০৬

ফ্রান্স ৩-১ স্পেন

দাভিদ ভিয়ার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল স্পেন। পরে ফ্রাঙ্ক রিবেরি, প্যাট্রিক ভিয়েরা এবং জিনেদিন জিদানের গোলে ম্যাচ জেতে ফ্রান্স।

উয়েফা নেশনস লিগ ফাইনাল, ২০২১

ফ্রান্স ২-১ স্পেন

মিলানে মিকেল ওয়ারজাবাল প্রথমে এগিয়ে দিয়েছিলেন স্পেনকে। করিম বেঞ্জিমা ও কিলিয়ান এমবাপের গোলে খেতাব জেতে ফ্রান্স।

ইউরো সেমিফাইনাল, ২০২৪

স্পেন ২-১ ফ্রান্স

র‍্যান্ডাল কোলো মুয়ানি ফ্রান্সকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। তবে লামিনে ইয়ামাল ও ড্যানি ওলমোর গোলে মিউনিখে বাজিমাত করে স্পেন।

উয়েফা নেশনস লিগ সেমিফাইনাল, ২০২৫

স্পেন ৫-৪ ফ্রান্স

নিকো উইলিয়ামস, মিকেল মেরিনো, লামিনে ইয়ামাল ও পেদ্রি ৪-০ গোলে এগিয়ে দেন স্পেনকে। কিলিয়ান এমবাপে ১টি গোল শোধ করলেও ফের ব্যবধান বাড়ান ইয়ামাল। রায়ান চেরকি ও র‍্যান্ডাল কোলো মুয়ানি এবং ড্যানি ভিভিয়ানের আত্মঘাতী গোলে স্কোর ৪-৫ করে ফ্রান্স।

আমি নিশ্চিত ফ্রান্স আমাদের নিয়ে ঠিক ততটাই চিন্তিত, যতটা আমরা ওদের নিয়ে। ভুলে যাবেন না, আমরা ওদের পরপর দুইবার হারিয়েছি... তবে ওরা অসাধারণ একটা দল, লড়াইটা অত্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি হবে।
-লুইস ডে লা ফুয়েন্তে, স্পেনের কোচ

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জয় মণ্ডল

ইউরোপের শীর্ষ দুই ফুটবল শক্তি যখন বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়, তখন উত্তেজনার পারদ এমনিতেই সপ্তমে চড়ে যায়। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে আজ দুই প্রতিবেশীর লড়াইয়ে মুখোমুখি স্পেন এবং ফ্রান্স। টেক্সাসের আর্লিংটনে ৭০,৬৪৯ দর্শকাসনের ডালাস স্টেডিয়াম সাক্ষী থাকতে চলেছে টুর্নামেন্টের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত মহারণের। এবারের বিশ্বকাপের ১৬টি আয়োজক শহরের মধ্যে ডালাসে এটি নবম এবং শেষ ম্যাচ। মাঠের লড়াইটা শুধু দুই দেশের নয়, বরং ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের সবচেয়ে বড় দ্বৈরথ 'এল ক্লাসিকো'-র উত্তেজনাও আজ আছড়ে পড়বে আন্তর্জাতিক মঞ্চে। রিয়াল মাদ্রিদের তারকা কিলিয়ান এমবাপের মুখোমুখি হবেন বার্সেলোনার তরুণ জাদুকর লামিনে ইয়ামাল। তবে এবার মঞ্চটা আরও বড়, আর পুরস্কারটাও প্রতিটি ফুটবলারের আজীবনের স্বপ্ন- বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলার ছাড়পত্র।

পাসিং জাদুকরদের সামনে ফরাসি ঝড়

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জয় মণ্ডল

ডালাস, ১৩ জুলাই : ফুটবল কেবল পেশিশক্তি আর গতির প্রদর্শনী নয়, এটা নিখুঁত মগজাস্ত্রেরও লড়াই। ডালাসের সেমিফাইনালে স্পেনের জমাট রক্ষণ আর বল দখলের কৌশলের সামনেই আছড়ে পড়তে চলেছে ফ্রান্সের বিধ্বংসী আক্রমণ। গোলের সম্ভাবনার (এক্সপেক্টেড গোল) নিরিখে দুই দলের পার্থক্য পুরো টুর্নামেন্টজুড়ে মাত্র ১.৫ হলেও, খেলার ধরনে রয়েছে আকাশপাতাল ফারাক। গতির ঝড় তুলে আর বিপক্ষ বক্সে ভিড় জমিয়ে ফ্রান্স যেখানে ১৬টি গোল আদায় করে নিয়েছে, সেখানে স্পেন পুরো টুর্নামেন্টে হজম করেছে মাত্র একটি গোল (কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ১-১ ড্রয়ের পর জয়)। স্প্যানিশদের এই দুর্ভেদ্য রক্ষণ প্রতিপক্ষকে গোলের সুযোগ তৈরি করতেই দেয় না।

আসল লড়াইটা হবে মাঝমাঠে। রড্রি এবং ফ্যাবিয়ান রুইজ চাইবেন ৬৫ শতাংশের বেশি বল পায়ে রেখে ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে রাখতে এবং ফরাসিদের প্রেসিং পুরোপুরি অকেজো করে দিতে। অন্যদিকে, ফরাসি শিবিরের দুই পেশিবহুল যোদ্ধা অরলিয়ান চৌয়ামনি এবং আদ্রিয়ান র‍্যাবিওর মূল লক্ষ্য বল দখল নয়, বরং বিপক্ষের পাসিং লাইন ভেঙে দিয়ে তীব্র প্রতি আক্রমণ শানানো।

উইংয়ে কিলিয়ান এমবাপে এবং ওসমানে ডেম্বেলের গতি প্রতিহত করতে স্প্যানিশ কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে এক বিশেষ 'রেস্ট ডিফেন্স' কৌশল সাজিয়েছেন। ফরাসি স্ট্রাইকাররা উইং দিয়ে উঠে ফুলব্যাকদের একা করে দেওয়ার যে ফাঁদ পাতেন, তা আটকাতে স্পেনের দুই ফুলব্যাককে একসঙ্গে ওভারল্যাপ করতে বারণ করা হয়েছে। ফ্রান্স বল কেড়ে নিলেই রড্রি বা অন্য কোনও সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার দ্রুত উইংয়ে সরে এসে ফরাসি স্ট্রাইকারদের কড়া পাহারায় আটকে ফেলবেন।

ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশঁ স্পেনের এই নিখুঁত কৌশলকে যথেষ্ট সম্মান দিচ্ছেন। তাঁর কথায়, 'ম্যাচ নিয়ন্ত্রণ করার অসামান্য ক্ষমতা ওদের রয়েছে, কিন্তু আঘাত করার অস্ত্র আমাদের হাতেও মজুত। এটা আসলে দুইটি ভিন্ন ঘরানার লড়াই। যে দল নিজেদের খেলার ছন্দ চাপিয়ে দিতে পারবে, শেষ হাসি তারাই হাসবে।'

মাঝমাঠ থেকে স্পেনের খেলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থাকবে রড্রির উপর।

স্পেনের রক্ষণ ভাঙার মূল কারিগর হতে চলেছেন মাইকেল ওলিসে।

ম্যাচ নিয়ন্ত্রণ করার অসামান্য ক্ষমতা ওদের রয়েছে, কিন্তু আঘাত করার অস্ত্র আমাদের হাতেও মজুত। এটা আসলে দুইটি ভিন্ন ঘরানার লড়াই। যে দল নিজেদের খেলার ছন্দ চাপিয়ে দিতে পারবে, শেষ হাসি তারাই হাসবে।
-দিদিয়ের দেশঁ, ফ্রান্সের কোচ

কার পাল্লা কতটা ভারী?

অপ্টার সুপারকম্পিউটারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ে ফ্রান্সের জয়ের সম্ভাবনা ৪২.১ শতাংশ। অন্যদিকে, স্পেনের জয়ের সম্ভাবনা ৩১.৮ শতাংশ। তবে ম্যাচটি অতিরিক্ত সময়ে গড়ানোর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, যা প্রায় ২৬.১ শতাংশ।

মুখোমুখি লড়াইয়ের খতিয়ান

- আন্তর্জাতিক ফুটবলে এই দুই চেনা প্রতিপক্ষ এখনও পর্যন্ত ৩৮ বার মুখোমুখি হয়েছে।
- এর মধ্যে স্পেন জিতেছে ১৮ বার, ফ্রান্স জিতেছে ১৩ বার এবং ৭টি ম্যাচ অমীমাংসিত থেকেছে।
- বিশ্বকাপের মঞ্চে এর আগে মাত্র একবারই দেখা হয়েছিল এই দুই দলের। ২০০৬ সালের সেই শেষ ষোলোর লড়াইয়ে জিনেদিন জিদান, প্যাট্রিক ভিয়েরা এবং ফ্রাঙ্ক রিবেরির গোলে ফ্রান্স ৩-১ ব্যবধানে জিতেছিল।
- ইউরো কাপে ৫ বারের দেখায় দুই দলই ২টি করে জয় পেয়েছে, ড্র ১টি। সর্বশেষ ২০২৪ ইউরো কাপের সেমিফাইনালে স্পেন ২-১ গোলে ফ্রান্সকে হারিয়েছিল, যেখানে ইয়ামাল ও ড্যানি ওলমো গোল পান।
- সাম্প্রতিক অতীত স্পেনের পক্ষেই কথা বলছে। মাত্র এক বছর আগে ২০২৫ উয়েফা নেশনস লিগের সেমিফাইনালে স্পেনের কাছে ৫-৪ গোলে হেরেছিল ফ্রান্স, যেখানে ইয়ামাল জোড়া গোল করেছিলেন।

শক্তি ও দুর্বলতার ময়নাতদন্ত

ফরাসি আক্রমণ

এমবাপে, ডেম্বেলে, ওলিসে এবং ব্র্যাডলি বারকোলাকে নিয়ে গড়া ফ্রান্সের আক্রমণভাগ বিশ্বের যে কোনও রক্ষণের কাছে এক দুঃস্বপ্ন। গ্রুপ পর্বে সেনেগাল ও নরওয়ের বিরুদ্ধে গোল হজম করে তারা রক্ষণাত্মক দুর্বলতা দেখালেও, নকআউটের তিন ম্যাচেই ফরাসি রক্ষণ একটিও গোল খায়নি।

স্পেনের জাদুকরি প্রাচীর

স্পেনের প্রধান শক্তি তাদের জমাট ও শক্তিশালী রক্ষণভাগ। শেষ ৫টি ম্যাচে তারা মাত্র ১টি গোল হজম করেছে, যেটি এসেছিল কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়ামের বিপক্ষে। তবে তাদের আক্রমণভাগে কিছুটা খামতি ও মন্থরতা চোখে পড়েছে। নকআউটের শেষ দুই ম্যাচেই জিততে তাদের বদলি খেলোয়াড় মেরিনোর শেষমুহূর্তের গোলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়েছে। অন্যদিকে ইয়ামাল এখনও ইউরো ২০২৪-এর সেই চেনা ফর্মে পৌঁছাতে পারেননি।

শেষ ১০টি ম্যাচে
ফ্রান্স ৪-৪ স্পেন
ড্র ২

নজরে থাকবেন কারা?

ফ্রান্সের আক্রমণভাগ

এই টুর্নামেন্টে ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় অস্ত্র কিলিয়ান এমবাপে। ৮টি গোল ও ৩টি অ্যাসিস্ট করে তিনি গোল্ডেন বুট জেতার দৌড়ে সবার আগে রয়েছেন। এছাড়া ৫ গোল করা ওসমানে ডেম্বেলে এবং ৫টি অ্যাসিস্ট করা মাইকেল ওলিসে যে কোনও মুহূর্তে বিপক্ষের রক্ষণে ত্রাস সৃষ্টি করতে পারেন।

স্পেনের ভরসা

রিয়াল সোসিয়েদাদের আন্ডাররেটেড স্ট্রাইকার মিকেল ওয়ারজাবাল ৪টি গোল করে এই বিশ্বকাপে স্পেনের সর্বাধিক স্কোরার। এছাড়া মিকেল মেরিনো (২ গোল) এবং মার্ক কুকুরেল্লা (২ অ্যাসিস্ট) দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন। চোট সারিয়ে বিশ্বকাপে নামা ইয়ামাল এখনও পর্যন্ত ১টি গোল করলেও, ধীরে ধীরে নিজের চেনা ছন্দে ফিরছেন।

চলতি বিশ্বকাপে জর্ডনের বিপক্ষে এই জার্সি পরে মাঠে নেমেছিলেন লিওনেল মেসিরা।

নীল জার্সিতে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ মেসিদের

১৯৮৬ এবং ১৯৯৮-বিশ্বকাপের মঞ্চে এই দুইবারই চেনা জার্সির বদলে ঘন নীল পোশাকে ইংরেজদের মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্টিনা। আর দুইবারই জয় এসেছিল লাতিন আমেরিকার দলটির পকেটে।

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

আটলান্টা, ১৩ জুলাই : ফুটবলের ময়দানে বল গড়ানোর অনেক আগেই মাঝে মাঝে কিছু অলিখিত ছায়াযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মাঠের লড়াইয়ের আগেই প্রতিপক্ষের ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ বাড়ানোর এই খেলায় আর্জেন্টিনা এবার এক অদ্ভুত চাল চেলেছে। আর প্রতিপক্ষ যখন ইংল্যান্ড, তখন এই স্নায়ুযুদ্ধ যেন আরও অন্যমাত্রা পায়। মালভিনাস বা ফকল্যান্ড দ্বীপ নিয়ে দুই দেশের সেই ঐতিহাসিক সামরিক সংঘাতের রেশ যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছে ফুটবল মাঠেও। এবার আটলান্টার সেমিফাইনালে নামার আগে লিওনেল স্কালোনির দল ফিফার কাছে এক বিশেষ আর্জি জানিয়ে বসেছে। নিজেদের চেনা আকাশি-সাদার বদলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঘন নীল 'অ্যাওয়ে' জার্সি পরে নামতে চান মেসিরা।

চলতি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে জর্ডনের বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে জেতা ম্যাচটিতে শুধুমাত্র একবারই এই গাঢ় নীল জার্সি গায়ে চাপিয়েছিলেন মেসিরা। অন্যদিকে, আটলান্টা স্টেডিয়ামের এই মহারণে ইংল্যান্ড মাঠে নামবে তাদের চিরপরিচিত সম্পূর্ণ সাদা হোম জার্সিতে। শোনা যাচ্ছে, ফিফা আর্জেন্টিনার এই নীল জার্সির আবেদনে সিলমোহর দিয়েও দিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ কেন এই রঙের প্রতি এমন তীব্র আকর্ষণ?

আর্জেন্টিনার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতেই জট খুলল। এর নেপথ্যে রয়েছে নিছক কুসংস্কার আর পুরোনো ইতিহাস উসকে দেওয়ার এক নিখুঁত মনস্তাত্ত্বিক চাল। ১৯৮৬ এবং ১৯৯৮- বিশ্বকাপের মঞ্চে এই দুইবারই চেনা জার্সির বদলে ঘন নীল পোশাকে ইংরেজদের মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্টিনা। আর দুইবারই জয় এসেছিল লাতিন আমেরিকার দলটির পকেটে। ১৯৮৬-তে মেক্সিকোর অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে দিয়েগো মারাদোনার সেই বিখ্যাত 'হ্যান্ড অফ গড' কিংবা '৯৮-তে দিয়েগো সিমিওনেকে লাথি মেরে ডেভিড বেকহ্যামের লাল কার্ড দেখার সেই নাটকীয় রাত- সবটাই ঘটেছিল এই ঘন নীল জার্সির উপস্থিতিতে। ফকল্যান্ড যুদ্ধের ঠিক চার বছর পর মেক্সিকোর মাটিতে সেই জয় আজও আর্জেন্টিনীয়দের কাছে এক অমর রূপকথা। তাই আটলান্টায় সেই একই জার্সির রং দিয়ে ইংরেজদের মনে পুরোনো ভূত জাগিয়ে তুলতে চাইছে স্কালোনির দল।

পরিসংখ্যান এবং অপ্টার সুপার কম্পিউটার অবশ্য ৯০ মিনিটের নিরিখে ইংল্যান্ডকেই কিছুটা এগিয়ে রাখছে। গতির বিচারে থ্রি লায়ন্সদের এই তরুণ দল বেশ বিপজ্জনক। তবে ওপ্টার ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে গড়ানোর সম্ভাবনা প্রায় ২৭ শতাংশ। আর ম্যাচ যদি ১২০ মিনিটে গড়ায়, তবে স্নায়ু ধরে রেখে নাটকীয় মোচড় দেওয়ার ক্ষেত্রে আর্জেন্টিনা যে কতটা পারদর্শী, তা সুইসদের বিরুদ্ধেই প্রমাণ হয়েছে। হুলিয়ান আলভারেজ, লওটারো মার্টিনেজ থেকে এনজো ফার্নান্ডেজরা বুঝিয়ে দিয়েছেন, যে কোনও মুহূর্তে জ্বলে উঠতে তাঁরা প্রস্তুত। অন্যদিকে, ১৯৬৬ সালের পর ট্রফি খরা কাটানোর এক অদম্য খিদে তাড়া করে বেড়াচ্ছে হ্যারি কেনদের। তাই ইংল্যান্ড শিবির আপাতত প্রতিপক্ষের জার্সির রঙের চেয়ে নিজেদের 'চোকার্স' তকমা ঘোচানোর দিকেই বেশি মনোযোগী।

এবারের ৪৮ দলের বিশ্বকাপ এমনিতেই ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতার চরম পরীক্ষা নিচ্ছে। হাজার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে ম্যাচ খেলতে হচ্ছে দলগুলোকে। সেমিফাইনালে ওঠা চার দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভ্রমণক্লান্তি সইতে হয়েছে এই দুই দলকেই। ইংল্যান্ড যেখানে রেকর্ড ১৪ হাজার মাইল পাড়ি দিয়েছে, সেখানে আর্জেন্টিনার যাতায়াত ৮ হাজার মাইলের কাছাকাছি। মজার ব্যাপার হল, এই দুই দলই কানসাস সিটির অদূরে নিজেদের বেস ক্যাম্প তৈরি করেছিল। এখন সেই এক শহর থেকেই আটলান্টার যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে দুই যুযুধান পক্ষ। এই ম্যাচের পরই রাস্তা আলাদা হবে, একদল নিউ জার্সির বিমান ধরবে ট্রফি জেতার স্বপ্ন নিয়ে, আর অন্য দল মায়ামি যাবে সান্ত্বনা পুরস্কারের ম্যাচে অংশ নিতে।

ট্রিওন্ডা ফাইনাল

বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল, তৃতীয় স্থান নির্ধারণ ম্যাচ ও ফাইনাল খেলা হবে আলাদা বলে। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ট্রিওন্ডা ফাইনাল'। ২০২৫ সালে উন্মোচিত হওয়া চলতি

বিশ্বকাপের অফিশিয়াল ম্যাচ বল 'ট্রিওন্ডা'-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি। বলটির গায়ে রয়েছে সোনালি ও কালো রংয়ের ডিজাইন। খোদাই করা থাকছে চলতি বিশ্বকাপের আয়োজক ১৬টি শহরের নাম। এই বলের মধ্যে থাকছে আধুনিক 'কানেক্টেড বল' প্রযুক্তি। ফ্রান্স বনাম স্পেন সেমিফাইনালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথমবার এই বল মাঠে গড়াতে চলেছে।

সাইকেলের প্যাডেলেই স্কালোনির বিশ্বকাপ জয়ের অঙ্ক

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আটলান্টা, ১৩ জুলাই : 'ত্যুর দ্য ফঁস দেখেছেন কখনও?' -প্রশ্নটা শুনে একটু থমকে গেলাম। কানসাস সিটির পাট চুকিয়ে আটলান্টায় ফেরার প্রস্তুতি চলছে। বিমানবন্দরে কথা হচ্ছিল আর্জেন্টিনার ষাটোর্ধ্ব অভিজ্ঞ রেডিও সাংবাদিক লিয়ান্ডার সঙ্গে। প্রায় গোটা আর্জেন্টিনা দলটাই তাঁর হাতের তালুর মতো চেনা। লিওনেল স্কালোনিকে নিয়ে কথা উঠতেই লিয়ান্ডার ওই অদ্ভুত প্রশ্ন। নিজেই আবার উত্তরটা বুঝিয়ে দিলেন, 'পাহাড়ি চড়াই-উতরাই আর প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও একটা পলকা সাইকেল আঁকড়ে ধরে কীভাবে মাথা ঠান্ডা রেখে এগিয়ে যেতে হয়, সেটাই হল এই সাইকেল রেস। আর ডাগআউটে বসে থাকা স্কালোনিও ঠিক সেটাই করেন। হ্যাঁ, ফুটবল কোচিংয়ের আগে তিনি আসলে একজন সাইক্লিস্ট!'

ফুটবল ছাড়ার পর ফিটনেস ধরে রাখতে সাইক্লিং শুরু করলেও, টেনিস তারকা বন্ধু কার্লোস মোয়ার প্রেরণায় পেশাদার রেসিংয়ে নামেন স্কালোনি। আর্জেন্টিনার হেড কোচ হওয়ার পরও বছর দুয়েক আগে 'গ্র্যাঁ ফোঁদো সিয়েতে লাগোর' ১১০ কিলোমিটার সাইকেল রেসে অংশ নেন তিনি। ৭৭ জনের মধ্যে ৩৫ নম্বরে শেষ করেন তিনি। ২০১৯ সালে স্পেনের মায়োর্কাতে সাইকেল চালানোর সময় পিছন থেকে একটি গাড়ির ধাক্কায় তাঁর মুখে গুরুতর আঘাত লেগেছিল। তাতেও কিন্তু সাইক্লিং ছাড়েননি। লিয়ান্ডা বলছিলেন, 'অনেকেই ভাবে স্কালোনি হয়তো লিওর (মেসি) কথায় ওঠেন-বসেন। আসলে তা নয়। স্কালোনি চুপচাপ হলেও ওর মানসিকতা প্রচণ্ড শক্ত।' স্কালোনি নিজেও বিশ্বাস করেন, সাইক্লিং তাঁর মানসিক থেরাপির কাজ করে। প্রতিদিন ২-৩ ঘণ্টা প্যাডেল করার সময়েই তাঁর মাথায় আসে বিপক্ষকে ঘায়েল করার যাবতীয় স্ট্র্যাটেজি।

অথচ এই স্কালোনি যখন দলের দায়িত্ব পেয়েছিলেন, খোদ দিয়েগো মারাদোনা তাঁকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন, 'ছেলেটো ভালো, কিন্তু ও তো ট্রাফিকই সামলাতে পারে না, ওকে জাতীয় দল দেওয়া হল কীভাবে?' অথচ সেই 'অনভিজ্ঞ' স্কালোনিই আধুনিক ফুটবলে তিকিতাকার মতো কোনও নির্দিষ্ট সিস্টেমের ফাঁদে না পড়ে, বিপক্ষের দুর্বলতা বুঝে ৪-৪-২ বা ৫-৩-২ ছকে দলকে খেলাতে ওস্তাদ। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল, মেসির ঘাড় থেকে

'গ্র্যাঁ ফোঁদো সিয়েতে লাগোর' ১১০ কিমি সাইকেল রেসে অংশ নিয়েছিলেন স্কালোনি।

বন্দুকের নলটা সরিয়ে ফেলা। তিনি এমন একটা দল তৈরি করেছেন, যারা শুধু মেসির জন্য নয়, বরং দেশের জার্সির জন্য লড়াই করে। এই দলটাই এখন মানুষের কাছে 'লা স্কালোনেতা' (তাঁর নাম এবং 'ক্যামিওনেতা' বা ভ্যান শব্দের মিশেল) নামে পরিচিত- এমন একটা ভ্যান, যেখানে ফুটবলার থেকে শুরু করে সাধারণ সমর্থক, সবাই এক হয়ে সওয়ার হয়েছেন।

তবে তাঁর জীবনের সবচেয়ে অবাক করা বাঁকটা লুকিয়ে আছে একটা ভুলের মধ্যে! ২০০৬ সালের এফএ কাপ ফাইনালে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের হয়ে খেলার সময় স্টপেজ টাইমে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে একটা ভুল করেন স্কালোনি। সেই থ্রো ইন থেকে স্টিভেন জেরার্ড গোল শোধ করেন এবং ওয়েস্ট হ্যাম ম্যাচ হারে। এই ভুলের জন্যই তিনি ওয়েস্ট হ্যাম ছেড়ে মায়োর্কায় চলে যান। আর সেখানেই স্ত্রী এলিসা মন্টেরোর সঙ্গে তাঁর আলাপ এবং সংসার। স্কালোনি অকপটে বলেন, 'ওই ভুলটা না হলে আজ আমার দুই সন্তানই হত না!'

স্কালোনির শেকড় পোঁতা আছে আর্জেন্টিনার সান্তা ফে প্রদেশের ছোট কৃষি শহর পুজাতোয়। তাঁর বাবা পাথরভর্তি ট্রাক চালাতেন। দিনে ১০ ঘণ্টা হাড়ভাঙা খাটনির পর বাড়ি ফিরে গ্যারেজেই ছেলেকে ফুটবলের অনুশীলন করাতেন আর বলতেন, 'জীবনে নষ্ট করার মতো সময় নেই।' সেই বাবার শিক্ষাতেই ২৯ বছরে বিশ্বকাপ খেলা আর ৪৪ বছরে কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ জয়। ২০২২ সালে ট্রফি জেতার পর স্কালোনির মুখে সেই বাবার কথাই ফিরে এসেছিল, 'পেনাল্টি থেকে যখন গোলটা হল, আমি ট্রফিটা নয়, বাবার সেই গ্যারেজটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম।' এত সাফল্যের পরও স্কালোনি বদলাননি। বিশ্বজয়ের পরেও নববর্ষের রাতে পুজাতোর সাধারণ ফুটপাথে বাবা-মায়ের সঙ্গে বসে উৎসব করেছেন তিনি।

সেই সাইক্লিস্ট, সেই মাটির মানুষ স্কালোনির হাত ধরেই টানা ট্রফিখরা কাটিয়ে দুটি কোপা আর একটা বিশ্বকাপ জিতেছে আর্জেন্টিনা। এখন দেখার, সাইকেলের প্যাডেলে চাপ বাড়িয়ে তিনি আরও একবার আর্জেন্টিনাকে সেমিফাইনালের গণ্ডি পার করাতে পারেন কি না!

পোকারে ব্যস্ত নেইমার

নরওয়ের কাছে হেরে এবারের বিশ্বকাপ স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে ব্রাজিলের। দলের ইউরোপে খেলা ফুটবলাররা আপাতত ছুটির মেজাজে। ব্রাজিলীয় লিগে খেলা ফুটবলাররা অবশ্য ক্লাব ফুটবলে ফিরতে চলেছেন। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে ব্রাজিলিয়ান লিগ। তবে নেইমারকে অবশ্য কয়েকদিনের ছুটি দিয়েছে তাঁর ক্লাব স্যান্টোস। এই ছুটির সময়টা কাজে লাগিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে 'ওয়ার্ল্ড সিরিজ অফ পোকার' প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন নেইমার। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল ব্রাজিলীয় তারকার পোকার খেলার ভিডিও।

টুচেল-জুডে দ্বন্দ্বে শান্ত কেন

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আটলান্টা, ১৩ জুলাই : মায়ামির সেই হাঁসফাঁস করা গরম আর নেই। আটলান্টায় এখন টানা বৃষ্টি, পরিবেশ বেশ ঠান্ডা আর আরামদায়ক। কিন্তু ইংল্যান্ড শিবিরের ভেতরের আবহাওয়াটা যেন ঠিক তার উলটো। সেখানে রীতিমতো আগুন জ্বলছে! আর সেই আগুনের কেন্দ্রে দলের সবচেয়ে বড় দুই নাম- কোচ থমাস টুচেল এবং দলের 'পোস্টার বয়' জুডে বেলিংহাম। সেমিফাইনালে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে নামার আগে ইংরেজদের সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ এখন প্রতিপক্ষ নয়, বরং নিজেদের ড্রেসিংরুমের এই ইগোর লড়াই।

নরওয়ের বিরুদ্ধে ঘাম ঝরানো জয়ের পর টুচেল যখন দলের খেলাকে 'মন্থর ও ভুলে ভরা' বলে তোপ দাগেন, জুডে তখন প্রকাশ্যেই কোচের খেলোয়াড়ি জীবন নিয়ে খোঁচা দিয়ে বসেন। এই তরুণ মহাতারকা সটান বলে দেন, 'আর্লিং ব্রাউট হ্যালান্ড, মার্টিন ওডেগার্ড বা আলেকজান্ডার সোরলথদের মতো খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে ওই গরমে খেলার যন্ত্রণা হয়তো উনি বুঝবেন না!' ব্যাপারটা কিন্তু শুধু কথার পিঠে কথা নয়। এর শেকড় পোঁতা আছে গত শরতে। দলের শৃঙ্খলা ও ড্রেসিংরুমের সমীকরণের কারণ দেখিয়ে তখন জুডেকে ইংল্যান্ড দল থেকেই বাদ দিয়েছিলেন টুচেল। সেই পুরোনো ক্ষতই কি মায়ামির গরমে ফের চাগাড় দিয়ে উঠল?

আধুনিক ফুটবলে তারকাদের মন জুগিয়ে চলার যে রেওয়াজ তৈরি হয়েছে, এলিট কোচ টুচেল তার ধার ধারেন না। তাঁর এই ঝাঁঝালো সমালোচনা আসলে হোসে মোরিনহো বা পেপ গুয়ার্দিওলার স্টাইলে একধরনের 'শক থেরাপি'। নিজেকে নিখুঁত প্রমাণ করতে চাওয়া কোচের এই কৌশল হয়তো দলকে তাতানোর জন্যই। কিন্তু জুডের মতো ফুটবলার, যাঁর ইগো গগনচুম্বী এবং যিনি পরপর ম্যাচে দলকে খাদের কিনারা থেকে টেনে তুলছেন, তিনি এই প্রকাশ্য সমালোচনা মানবেন কেন? গুরু-শিষ্যের এই প্রকাশ্য সংঘাত তাই দলের ভেতর এক অদ্ভুত অস্থিরতা তৈরি করেছে।

পরিস্থিতি যখন হাতের বাইরে যাওয়ার জোগাড়, তখন আসরে নামতে হল দলের অভিজ্ঞ সেনাপতি হ্যারি কেনকে। জার্মান কোচের হয়ে সুর নরম করে অধিনায়ক বলেছেন, 'কোচ প্রতিদিন অনুশীলনে আমাদের দেখেন। আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে উনি খুব ভালো করেই জানেন। তাই ম্যাচেও উনি আমাদের সেই নিখুঁত রূপটাই দেখতে চান।' পরিস্থিতি সামাল দিয়ে কেন আত্মবিশ্বাসের সুরে বলে দিয়েছেন, 'আমরা এখনও আমাদের সেরা খেলাটা খেলিনি। নরওয়ের বিরুদ্ধে আমরা কিছু ঝলক দেখিয়েছি মাত্র। তবে আমরা জানি, আমাদের খেলার মান আরও এক ধাপ ওপরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে। গত কয়েকটা বড় টুর্নামেন্টে আমরা শুধু দরজায় কড়া নেড়েছি, এবার সেই দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার সময় এসেছে।'

এই তীব্র মানসিক দ্বন্দ্বের মাঝেও, টুচেলের ফুটবল মস্তিষ্ক কিন্তু আর্জেন্টিনা বধের একটা সহজ সমীকরণ কষে ফেলেছে। তাঁর তূণে থাকা দুই ব্রহ্মাস্ত্র-কেন এবং বেলিংহাম। চলতি বিশ্বকাপে দুজনেই ছয়টি করে গোল করে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে আছেন। স্কালোনির রক্ষণকে ভাঙার জন্য টুচেলের সোজা হিসাব, 'আর্জেন্টিনাকে হারানোর ফর্মুলা খুব সহজ। হ্যারি আর জুডে- দুজনকেই একসঙ্গে আক্রমণের দায়িত্ব দিয়ে দাও। ওরা পার্থক্য গড়ে দিতে পারে, নিখুঁত ফিনিশ করতে পারে, তাহলে আর কী চাই!'

আটলান্টার এই ঠান্ডা পরিবেশ আর ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়তো ফুটবলারদের পেশির টান বা ক্লান্তি অনেকটাই দূর করবে। কিন্তু টুচেল আর বেলিংহামের মধ্যে যে অহংয়ের যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তার রেশ কি এত সহজে মুছবে? সাফল্য এক অদ্ভুত নেশা। এই নেশার ঘোরে ইংরেজরা যদি নিজেদের এই অভ্যন্তরীণ আগ্নেয়গিরিটাকে ইতিবাচক শক্তিতে বদলে ফেলতে পারে, তবে মেসিদের জন্য বুধবারের রাতটা বিভীষিকা হতে বাধ্য। আর যদি তা না হয়, তবে আটলান্টার এই বৃষ্টিতেই হয়তো ধুয়ে যাবে ইংল্যান্ডের ৬০

প্রস্তুতিতে হালকা মেজাজে ইংল্যান্ডের জুডে বেলিংহাম।

ফিফার দাবি ওড়ালেন কোচ

ইংল্যান্ডের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে ২-১ গোলে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিলেও, জুডে বেলিংহামের প্রথম গোলটি নিয়ে ক্ষোভ থামছে না নরওয়ে শিবিরে! কোচ স্টালে সোলবাকেনের স্পষ্ট দাবি, গোলের ঠিক আগে তাঁদের গোলরক্ষকের মারা বলটি শূন্যে থাকা ক্যামেরার তারে লেগে হঠাৎ দিক পরিবর্তন করেছিল। আর সেই বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়েই গোল শোধ করে ইংল্যান্ড। যদিও ফিফা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'কানেক্টেড বল' প্রযুক্তির সেন্সরে তারে বল লাগার কোনও প্রমাণ মেলেনি। ফিফার সাফাই শুনে সোলবাকেন বলেছেন, 'বলটা হঠাৎ করেই আকাশ থেকে সোজা নীচে নেমে আসে। গোলরক্ষক থেকে শুরু করে মাঠে থাকা সবাই এটা দেখেছে। এই তারের বিতর্ক নিয়ে আমরা আমৃত্যু আলোচনা করলেও এখন আর ম্যাচের ফল বদলাবে না।' তাই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিলেও, সোলবাকেন চান না এই একটিমাত্র বিতর্ক নরওয়ের ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ সফরের একমাত্র পরিচয় হয়ে উঠুক।

মেসিকে 'ঘুম পাড়ানোর' হুংকার ইংরেজদের

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আটলান্টা, ১৩ জুলাই : 'লিওনেল মেসিকে এবার ঘুম পাড়ানোর সময় এসেছে।'-আটলান্টায় মহারণের আগে ঠিক এই ভাষাতেই হুংকারটা দিয়েছেন প্রাক্তন ইংরেজ তারকা জো কোল। রীতিমতো ভবিষ্যদ্বাণী করে বসেছেন, ইংল্যান্ডের গতির কাছে এবার থামবে আর্জেন্টিনার বুড়ো হাড়ের ভেলকি। কোলের এই কথাতেই যেন সেমিফাইনালের আগে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের দামামা বেজে গেছে।

ফুটবল মাঠে বল গড়ানোর আগে কথার লড়াই নতুন কিছু নয়। কিন্তু গতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে নামার আগে প্রাক্তন ইংরেজ ফুটবলাররা যেভাবে একজোট হয়ে মেসিকে নিশানা করছেন, তা বেশ চমকপ্রদ। প্রাক্তন স্কটিশ তারকা অ্যালি ম্যাককয়েস্ট যেমন একধাপ এগিয়ে দাবি করেছেন, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা দলগুলির মধ্যে ইংল্যান্ড তৃতীয় সেরা হলেও, তারা আর্জেন্টিনার চেয়ে যোজন এগিয়ে।

তবে সবচেয়ে বড় তাসটা খেলেছেন ওয়েন রুনির মতো কিংবদন্তি। তিনি মনে করেন, ৩৯ বছরের মেসিই হতে পারেন আর্জেন্টিনার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা! রুনির যুক্তিটা বেশ পরিষ্কার, 'মেসি এখন আর নীচে নেমে ডিফেন্স করে না। ফলে ইংল্যান্ড যদি গতি দিয়ে আক্রমণ শানায়, তবে রক্ষণে প্রবল ভুগে মরবে আর্জেন্টিনা।' তবে সেই রুনিই আবার সতর্ক করে বলেছেন, 'ওর আসল খেলাটাই হল মাথা দিয়ে। কখন কোথায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, সেটা ওর চেয়ে ভালো কেউ জানে না। ইংল্যান্ডের ছেলেদের তাই এমন সব জায়গায় পজিশন নিতে হবে, যেখানে তারা সাধারণত দাঁড়ায় না।'

কোলের এই অতি-আত্মবিশ্বাসে অবশ্য একেবারেই সায় দিচ্ছেন না প্রাক্তন ডিফেন্ডার মিকা রিচার্ডস। তাঁর মতে, যে মানুষটা মাঠে সেভাবে দৌড়ায়ই না, তাকে মার্ক করা একপ্রকার অসম্ভব! রিচার্ডসের কথায়, 'মেসি এমন সব ছোট্ট ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়, যেখানে ওর থাকার কথাই নয়। ঠিক সময়ে জ্বলে ওঠার অদ্ভুত এক জাদুকরি ক্ষমতা আছে ওর। ওর যে প্রভাব বা মায়া আছে, তা আর কোনও ফুটবলারের নেই। এটাই ওকে বাকিদের চেয়ে একদম আলাদা করে দেয়।'

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, ২১ বছরের দীর্ঘ আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ২০৫টি ম্যাচ ও ১২৫টি গোলের মালিক মেসি আজ পর্যন্ত কখনও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নামেননি! গোধূলিবেলায় এসে এমন একটা মহারণ নিয়ে তিনি নিজেও বেশ রোমাঞ্চিত। সুইসদের বিরুদ্ধে ১২০ মিনিটের ঘাম ঝরানো জয়ের পর মেসি বলছিলেন, 'ম্যাচটা সত্যিই খুব স্পেশাল। এই প্রথমবার আমি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলব। ওদের ফুটবল ঐতিহ্যটাই অন্যরকম। ১৯৮৬ সালের সেই ম্যাচের কথা আমি শুধু ভিডিওতেই দেখেছি।'

সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে টানা নয় ম্যাচ গোল করার রেকর্ডে ছেদ পড়লেও, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারকে দিয়ে গোল করিয়ে নিজের কাজটা ঠিকই সেরেছেন মেসি। অন্যদিকে, ইংরেজ শিবিরের অন্দরের হাওয়া কিন্তু প্রাক্তনদের মতো এতটা ফুরফুরে নয়। অধিনায়ক হ্যারি কেন বেশ ভালোই জানেন, নরওয়ের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সময়ে জুডে বেলিংহামের জোড়া গোল না থাকলে আজ তাদের বাড়ি ফিরতে হত। কোচ টমাস টুচেলও দলের পারফরমেন্সে একেবারেই খুশি নন। কেন অকপটে স্বীকার করেছেন, 'আমরা জানি আমাদের আরও ভালো খেলতে হবে। গত ৬০ বছরের ট্রফির খরা কাটাতে গেলে, বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে আমাদের খেলার মানটা আরও এক ধাপ ওপরে নিয়ে যেতে হবে।'

বুধবারের আটলান্টায় তাই একদিকে থাকবেন গতি আর তারুণ্যে ভরপুর বেলিংহাম-কেনরা, আর অন্যদিকে সেই জাদুকর, যাঁকে 'ঘুম পাড়ানোর' স্বপ্ন দেখছে গোটা ইংল্যান্ড। বলটা যখন মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে গড়াবে, তখন দেখার বিষয় একটাই- কোলের ভবিষ্যদ্বাণী মেলে, নাকি সেই জাদুদণ্ড ইংরেজদের আরও একবার হতাশায় ডুবিয়ে দেয়!

অনুশীলনের আগে স্ট্রেচিংয়ে ব্যস্ত ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেন।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **নিশান্ত** (মেডিকেল মোড়) : জন্মদিন আসে-যায় নতুন আলোর আশায়, 14ই জুলাই দিনটি তাই মনে করায়। সারাজীবন ঈশ্বর যাতে সুখ ও শান্তি ভরায় - এই শুভ কামনায় - সকলের সঙ্গে - **রমা ও কৃষ্ণপদ সিন্‌হা।**

বিশ্বকাপে

প্রথম সেমিফাইনাল

ফ্রান্স বনাম স্পেন

১৫ জুলাই, রাত ১২.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : ইউনাইটটিভি স্পোর্টস চ্যানেল ও জিওহটস্টার অ্যাপ

শুভমানের বিশ্বকাপ ভাবনায় রোকো

বার্মিংহাম, ১৩ জুলাই : বড় কঠিন এই সময়!

ভারত-০ আয়ারল্যান্ড-২। ভারত-০ ইংল্যান্ড-৪। কোনও ফুটবল ম্যাচের স্কোর নয়। আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরে টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্সের খতিয়ান। যা ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছে দুনিয়া। দেখে ফেলেছে শ্রেয়স আইয়ারের দলের চূড়ান্ত ব্যর্থতা। সঙ্গে ক্রিকেটের সব বিভাগে ব্যর্থ হয়ে জোড়া সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার লজ্জা ও যন্ত্রণাও রয়েছে।

বিলেতের মাটিতে টি২০ সিরিজের ব্যর্থতার ধাক্কার মাঝেই আজ 'দ্য হোম অফ ক্রিকেট' লর্ডসে হরমনপ্রীত কাউরা টেস্ট জিতে ইতিহাস গড়েছেন। মহিলা ক্রিকেটের সাফল্যের আবেগে ভাসছে ক্রিকেটমহল। তার মধ্যেই কাউন্টডাউন শুরু হয়েছে দুই কিংবদন্তিকে নিয়ে। বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। ক্রিকেটপ্রেমীদের আদরের রোকো। মঙ্গলবার বার্মিংহামের এজবাস্টনের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ শুরু হচ্ছে। আর সেই সিরিজের মূল আকর্ষণ নিশ্চিতভাবেই টিম ইন্ডিয়ার দুই প্রাক্তন অধিনায়ক। রোকো ছাড়াও জসপ্রীত বুমরাহ, লোকেশ রাহুলরাও ফিরছেন ভারতীয় দলের জার্সিতে। সিনিয়ারদের প্রত্যাবর্তন কি টিম ইন্ডিয়ার সাফল্যের ভাগ্যে বদল আনবে? চলছে আলোচনা।

যদিও বুমরাহ, লোকেশদের নিয়ে সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের বিশাল আগ্রহ রয়েছে, এমন নয়। রোকোদের জন্য ছবিটা ভিন্ন। আজ ভারতীয় সময় সন্ধ্যার দিকে বার্মিংহামে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল স্পষ্ট করে দিয়েছেন, রোকো তাঁদের ২০২৭ একদিনের বিশ্বকাপের ভাবনায় রয়েছেন প্রবলভাবেই। রোহিত-বিরাটদের অভিজ্ঞতা, চাপ সামলানোর দক্ষতা, ক্রিকেটীয় স্কিল থেকে শুরু করে সবকিছুই দলকে ভরসা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। শুভমানের কথায়, '২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপে বিরাটভাইয়ের দলে থাকা নিয়ে কোনও সংশয়ের জায়গা নেই। রোহিতভাইয়ের জন্যও একই কথা বলছি। ওদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, চাপ সামলানোর ক্ষমতা, ক্রিকেটীয় স্কিল, দলকে দিশা দেওয়ার কথা আমাদের সবারই জানা। তাই রোকোর মতো সিনিয়ারদের আমাদের প্রয়োজন রয়েছে দলে।'

কোচ গৌতম গম্ভীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে চলছে জল্পনা। গম্ভীরের সাপোর্ট স্টাফদের কয়েকজন দায়িত্ব থেকে সরতে পারেন, এমন সম্ভাবনাও ক্রমশ প্রবল কঠিন সময়ে কোচ গম্ভীর পেয়েছেন নতুন 'বন্ধু'। জাতীয়

ইংল্যান্ড বনাম ভারত
প্রথম ওডিআই আজ
সময় : দুপুর ৩.৩০ মিনিট
স্থান : বার্মিংহাম
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার অ্যাপ

নির্বাচক কমিটির প্রাক্তন প্রধান এমএসকে প্রসাদ আজ গম্ভীরের হয়ে ব্যাট ধরেছেন। তার মধ্যেই রোকো-র প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ তৈরি হয়ে গিয়েছে। দোসর হিসেবে চলছে জল্পনা, বিরাটরা কি বিলেতের মাটিতে স্বস্তি ফেরাতে পারবেন ভারতীয় সাজঘরে? জবাব সময়ের গর্ভে। কাল সিরিজের প্রথম একদিনের ম্যাচ শুরু হলেই বোঝা যাবে শুভমান গিলের দলের ভাগ্য কোন পথে যাবে। অধিনায়ক শুভমানের কথায়, 'বিরাট ও রোহিতভাই আমাদের দলের মেরুদণ্ড। দীর্ঘসময় ধরে ওদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা রয়েছে। যা আমাদের ইংল্যান্ড সিরিজেও কাজে লাগবে।'

ম্যাচ শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগেই জো রুটকে রেখে প্রথম একাদশ ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড। এদিকে আজও এজবাস্টনের মাঠে অনুশীলন করেছে ভারতীয় দল। স্বাভাবিকভাবেই শেষ কয়েকদিনের মতোই সেই অনুশীলনের মূল আকর্ষণ ছিলেন রোকো। বুমরাহকেও দীর্ঘসময় নেটে বল করতে দেখা গিয়েছে। নেটে মিনিট পনেরো ব্যাটিং চর্চার পর হিটম্যান আজ আবার ম্যাচ সিমুলেশন অনুশীলনে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশেই খুলে দেওয়া হয়েছিল অনুশীলনের নেট। যেখানে রোহিতের পর কোহলি, লোকেশ, অধিনায়ক শুভমান- সবাই ব্যাটিং চর্চা সেরেছেন।

সোজাকথায়, কুড়ির ক্রিকেটে বিপর্যয়ের পর বিলেতের মাটিতে নয়া শুরুর লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়া। সেই লক্ষ্যের মধ্যে ইতিমধ্যেই চলে এসেছে ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ ভাবনাও।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআইয়ের জন্য ব্যাটিং অনুশীলনে বিরাট কোহলি (বাঁয়ে) ও রোহিত শর্মা। সোমবার।

বিশ্বকাপে এবার ৬৪ দল?

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১৩ জুলাই : বিশ্বজুড়ে বিশ্বকাপ-উন্মাদনার মাঝেই একটা খবর ফুটবল দুনিয়ায় বেশ শোরগোল ফেলে দিয়েছে। প্রথমবারের ৪৮ দলের বিশ্বকাপ শেষ হতে না হতেই ফিফার অন্দরে নতুন ফিশফাশ শুরু হয়ে গেছে। ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোর কথায় অন্তত তেমনই ইঙ্গিত। তিনি চাইছেন, টুর্নামেন্টের পরিধি আরও বাড়ুক। ৪৮ থেকে একলাফে ৬৪!

ইনফ্যান্তিনো খোলাখুলিই জানিয়েছেন যে, এবারের আসর মেটার পর ফিফার অন্দরে ৬৪ দলের বিশ্বকাপ নিয়ে জোরদার আলোচনা হবে। তাঁর সোজা কথা- বিশ্বকাপ শুধু ইউরোপ বা লাতিন আমেরিকার কুক্ষিগত হয়ে থাকবে কেন? পুরো বিশ্বের জন্যই এই টুর্নামেন্টের দরজা খুলে দেওয়া উচিত। ছোট দেশগুলি বিশ্বমঞ্চে খেলার সুযোগ না পেলে তাদের ফুটবলের মান উন্নত করার কোনও তাগিদই থাকবে না।

ইনফ্যান্তিনোর দাবি, এবারের ৪৮ দলের পরীক্ষা একেবারে সফল। তিনি আফ্রিকান দেশগুলির উদাহরণ টেনে এনেছেন। আগে যেখানে আফ্রিকা থেকে বড়জোর পাঁচটা দল সুযোগ পেত, সেখানে এবার তাদের দশটির মধ্যে নয়টি দলই নকআউটে পৌঁছেছে। তাঁর মতে, দল বাড়ানোটা যে ছোট দেশগুলির জন্য কতটা লাভজনক হয়েছে, কেপ ভার্দের মতো ছোট্ট দেশের নকআউটে উত্থান এবং আর্জেন্টিনাকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

২০১৭ সালে ফিফা ৩২ থেকে ৪৮ দলের সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছিল। তবে ২০৩০ সালের আসরে ৬৪টা দলকে খেলানোর একটা প্রস্তাব গত বছরই দিয়ে রেখেছিল লাতিন আমেরিকার ফুটবল নিয়ামক সংস্থা কনমেবল। ২০৩০ সালে এমনিতেই স্পেন, পর্তুগাল আর মরক্কো মূল আয়োজক। পাশাপাশি শতবর্ষের উদযাপনের জন্য আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে আর উরুগুয়েতে একটি করে ম্যাচ হওয়ার কথা। দল যদি সত্যিই ৬৪ হয়, তাহলে লাতিন আমেরিকার এই দেশগুলি হয়তো একটা করে ম্যাচের বদলে আস্ত একটা গ্রুপের খেলা আয়োজনের সুযোগ পেয়ে যাবে।

কিন্তু এত দল নিয়ে বিশ্বকাপ করা কি মুখের কথা? ইউরোপিয়ান ফুটবলের সর্বোচ্চ কর্তা আলেকজান্ডার কেফেরিন এই ভাবনাকে সটান নাকচ করে দিয়েছেন। এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের প্রধান শেখ সালমানও মনে করেন, দল বাড়ালে ফুটবলে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। কনকাকাফের প্রধান ভিক্টর মনটাগলিয়ানির আশঙ্কা, এতে ফুটবলের সার্বিক কাঠামোটাই জোর ধাক্কা খাবে। তবে হোয়াইট হাউসের বিশ্বকাপ টাস্ক ফোর্সের কর্তা অ্যান্ড্রু জুলিয়ানি আবার উলটো সুর গেয়েছেন। তাঁর মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০৩৮ সালের বিশ্বকাপের জন্য বিড করলে ৬৪ দলের চাপ তারা অনায়াসেই সামলে নিতে পারবে।

এই ৬৪ দলের অঙ্কের মাঝে ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীরাও কিন্তু একটু আশার আলো দেখতেই পারেন। এশিয়া থেকে এখন যেখানে আটটা দল সরাসরি সুযোগ পায়, বিশ্বকাপের দল ৬৪ হলে সেই সংখ্যাটা অনায়াসেই বারো বা চোদ্দোয় গিয়ে ঠেকবে। তাহলে কি ভারতের সামনে বিশ্বকাপের দরজা অবশেষে খুলবে? বাস্তবটা অবশ্য বেশ কঠিন। বর্তমানে ভারতের যা ফিফা র‍্যাংকিং আর আন্তর্জাতিক স্তরে আমাদের ফুটবলের যা অবস্থা, তাতে এশিয়া থেকে ১২টা দল নিলেও ভারতের সুযোগ পাওয়াটা এই মুহূর্তে বেশ অলীক কল্পনাই মনে হয়। তবে স্বপ্ন দেখতে তো আর কোনও বাধা নেই। কে বলতে পারে, ফিফার এই নতুন সমীকরণই হয়তো একদিন দূর ভবিষ্যতে ভারতীয় ফুটবলের মোড় ঘুরিয়ে দেবে!

আসল সমস্যাটা তো পরিকাঠামোর। ৬৪ দলের বিশ্বকাপ মানে ১২৮টা ম্যাচ! ২০৩০ সালে এমনিতেই খেলা ছড়িয়ে পড়বে তিন মহাদেশের ছয়টি দেশে। এরপর ২০৩৪ সালে সৌদি আরবের মতো একটা দেশ একা হাতে এত বড় টুর্নামেন্ট কীভাবে সামলাবে, তা নিয়ে একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যাচ্ছে।

তবে এসবের আড়ালে একটা সহজ অঙ্ক কিন্তু কাজ করছে। ৬৪ দলের বিশ্বকাপ মানে ফিফার ২১১টি সদস্য দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সরাসরি ছাড়পত্র পেয়ে যাবে। এতে যেমন ছোট দেশগুলি খুশি হবে, তেমনই ফিফা সভাপতির ভোটব্যাংক আরও জমাট বাঁধবে। আর এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে সম্প্রচার স্বত্ব এবং স্পনসরশিপের টাকার অঙ্কটাও হুহু করে বাড়বে, সেটা বোধহয় আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

» ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো জানিয়েছেন, এবারের আসর মেটার পর ৬৪ দলের বিশ্বকাপ নিয়ে আলোচনা হবে।

» ৬৪ দলের বিশ্বকাপ মানে ১২৮টা ম্যাচ।

» এশিয়া থেকে ১২টি দল নিলেও ভারতের সুযোগ পাওয়া এই মুহূর্তে বেশ অলীক কল্পনাই মনে হয়।

রুটদের কোচের দৌড়ে ফ্লাওয়ার বনাম দ্রাবিড়

লন্ডন, ১৩ জুলাই : ইংল্যান্ড টেস্ট দলে বাজবল আপাতত অতীত। টেস্ট দল থেকে ছাঁটাই হয়েছেন ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম। আর ম্যাককুলামের যে শূন্যস্থান পূরণে একঝাঁক নাম ঘুরপাক খাচ্ছে। এরমধ্যে রয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়, অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারও। ভারতীয় দলের হেডকোচ হিসেবে দ্রাবিড় সফল। ফ্লাওয়ার অপরদিকে অতীতে ইংল্যান্ডের দায়িত্ব সামলেছেন সুনামের সঙ্গে। ফ্লাওয়ারের প্রশিক্ষণে অ্যাসেজ জেতার পাশাপাশি ইংল্যান্ড টেস্টে এক নম্বর দলের মর্যাদা পেয়েছিল।

২০২৫, ২০২৬-টানা দু'বার আইপিএলের ট্রফি এনে দিয়েছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের একটা বড় অংশ চাইছে প্রাক্তন কোচ ফ্লাওয়ারকে ফেরাতে। বিকল্প ভাবনাতে রয়েছেন দ্রাবিড়ও। ম্যাককুলামের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন বলে অতীতেও শোনা গিয়েছিল। টেস্ট দলে ম্যাককুলামের ছাঁটাইয়ে সেই সম্ভাবনা দেখছেন অনেকেই।

অপর একটি সূত্র আবার দাবি করেছে, স্থায়ী কোচিংয়ে এই মুহূর্তে আগ্রহী নন দ্রাবিড়। পরিবারকে বাড়তি সময় দিতে চান। মূলত সেই কারণে ভারতীয় দলের হেডকোচের চুক্তি বাড়ানোর আগ্রহ দেখাননি। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের থেকে দ্রাবিড়কে নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত মেলেনি। তুলনায় ফ্লাওয়ারকে পাওয়ার জন্য ঝাঁপাতে কোমর কষছেন বলে খবর।

কিছুটা অবাক করে শোনা যাচ্ছে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের নামও। কোচ হিসেবে অশ্বীনের অভিজ্ঞতা প্রায় শূন্য। যদিও সূত্রের দাবি, ভারতের প্রাক্তন অফস্পিন তারকার সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তাও হয়েছে! পাশাপাশি কাউন্টি দল গ্ল্যামারগনের কোচ রিচার্ড ডসন, কুমার সাঙ্গাকারা, অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ, মাইক হেসন, জাস্টিন ল্যাঙ্গাররাও দৌড়ে আছেন বলে খবর।

অ্যাডামসের মৃত্যুতে তদন্ত

জোহানেসবার্গ, ১৩ জুলাই : দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের নকআউটে তোলার অন্যতম কারিগর, ২৫ বছরের ফুটবলার জেডেন অ্যাডামসের রহস্যমৃত্যুতে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে! শনিবার সকালে কেপটাউনের একটি বাড়ি থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত্যুর কারণ এখন জানা না গেলেও পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। অ্যাডামসের বাবা জুয়ানিতো জানিয়েছেন, তাঁরা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছেন এবং পরিবার এই আকস্মিক ধাক্কা সামলে ওঠার চেষ্টা করছে। দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী গেইটন ম্যাকেঞ্জি জানিয়েছেন, ঠাকুমার মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন এই লড়াকু ফুটবলার।

সোরলথকে চরম সাইবার হেনস্তা

অসলো, ১৩ জুলাই : ইংল্যান্ডের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে হারের পর চরম সাইবার হেনস্তার শিকার নরওয়ের স্ট্রাইকার আলেকজান্ডার সোরলথ। ম্যাচে ১-০ গোলে এগিয়ে থাকার সময়, ফাঁকায় থাকা আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডকে পাস না দিয়ে নিজেই শট নেন সোরলথ। শটটি আটকে যায় এবং পরে ইংল্যান্ড ২-১ গোলে ম্যাচ জেতে। এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় সোরলথকে আত্মহত্যার প্ররোচনা সহ অকথ্য আক্রমণ শুরু হয়। তাঁর বান্ধবী লেনা সেই মেসেজের স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন। নরওয়ের কোচ এই ঘটনাকে 'মর্মান্তিক' বলেছেন। তবে সোরলথের দাবি, ডিফেন্ডার জন স্টোনস জায়গা আটকে রাখায় তিনি বাধ্য হয়েই নিজে শট নেন।

নতুন কোচের দৌড়ে বাদানি

ফ্লেমিং-সিএসকের ১৮ বছরের সম্পর্কে ইতি

চেন্নাই, ১৩ জুলাই : ২০০৯ থেকে ২০২৬। আইপিএলের সফলতম দল চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে দীর্ঘ ১৮ বছরের সম্পর্কে এদিন ইতি টানলেন স্টিফেন ফ্লেমিং। ২০০৯ সালে কেপলার ওয়েসেলসের হাত থেকে হলুদ ব্রিগেডের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বাকিটা ইতিহাস। মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে লিগের সফলতম জুটি গড়ে তোলেন। গত কয়েক বছর যদিও চেন্নাইয়ের পারফরমেন্স নিম্নমুখী। সাফল্য আসছিল না। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে শেষপর্যন্ত সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত। আবেগঘন বার্তায় ফ্লেমিং বলেছেন, '১৮ বছর দীর্ঘসময়। চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে এই লম্বা সময় কাটানো আমার কেরিয়ারের স্পেশাল প্রাপ্তি। যে সাফল্য পেয়েছি, তার জন্য আমি গর্বিত। সবাই মিলে স্মরণীয় সব মুহূর্ত উপভোগ করেছি। একইভাবে কঠিন সময়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছি। এই স্মৃতিগুলি সারাজীবন আমার হৃদয়ে গেঁথে থাকবে। চিরকাল আমার সমর্থন সিএসকে-র পক্ষেই থাকবে।'

২০০৯ থেকে ২০২৬-- কোচ হিসেবে ৫টি আইপিএল ট্রফি এনে দিয়েছেন চেন্নাইকে (২০১০, ২০১১, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩)। জিতেছেন দুটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি২০ খেতাবও (২০১০, ২০১৪)। দশবার আইপিএলে খেলা, ১২বার প্লে-অফের জায়গা করে নেওয়া সহ সাফল্যের ইতিহাস গড়েছিল মাহি-ফ্লেমিং জুটি। সেই জুটি আগেই ভেঙেছিল ধোনি নেতৃত্ব থেকে সরে যাওয়ার পর। এবার ফ্লেমিংয়ের বিদায়। সিএসকে-র নতুন কোচ হিসেবে একাধিক নাম ঘোরাফেরা করছে। যার মধ্যে রয়েছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের বর্তমান কোচ ভারতীয় দলের হয়ে ৪টি টেস্টের পাশাপাশি ৪০টি ওডিআই ম্যাচ খেলা হেমাঙ্গ বাদানি! দিল্লি তাঁকে ছাঁটাই করতে চলেছে। চেন্নাই ফ্র্যাঞ্চাইজির একাংশ যে সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাদানিতে পেতে আগ্রহী।

সাপোর্ট স্টাফ টিমেও খোলনলচে বদলে ফেলার কথাও ভাবছে ধোনির আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি। ঘরোয়া মহলে এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন সিএসকে-র টিম ডিরেক্টর এন শ্রীনিবাসনের কন্যা রূপা গুরুনাথ। পাশাপাশি বিদায়ি ফ্লেমিংকে নিয়ে শ্রীনি-কন্যা বলেছেন, 'স্টিফেন ফ্লেমিং আমাদের কোচিং স্টাফের হার্টবিট ছিলেন। চেন্নাই সুপার কিংসের নিজস্ব আইডেন্টিটি তৈরির অন্যতম কারিগর ছিলেন। প্রায় দুই দশক ধরে যে অবদান রেখেছেন ফ্লেমিং, আমরা তার জন্য কৃতজ্ঞ।'

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য

মাদ্রিদ, ১৩ জুলাই : বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ফ্রান্স বনাম স্পেন হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগেই মাঠের বাইরের পারদ তুঙ্গে! স্পেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মারিয়ানো রাজয় একটি কলামে ফ্রান্স দলকে কটাক্ষ করে লিখেছেন, 'এই দলে কোনও ফরাসি খেলোয়াড়ই নেই!' তাঁর এই মন্তব্যকে সরাসরি 'বর্ণবিদ্বেষী' আখ্যা দিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ফ্রান্স এবং স্পেনের রাজনৈতিক মহল।

ফরাসি বিদেশমন্ত্রী জিন-নোয়েল বারো কড়া ভাষায় বলেছেন, 'ফ্রান্সের কোনও গায়ের রং হয় না। এমন মন্তব্য নিছকই বোকামি এবং বর্ণবিদ্বেষ।' ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ফিলিপ ডায়ালোও এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন। স্পেনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সাঞ্চেজও রাজয়ের নাম না করে কড়া জবাব দিয়েছেন। তিনি জানান, কারও পদবি বা গায়ের রং দিয়ে দেশের প্রতি তাঁর অবদান মাপা যায় না। সেমিফাইনালে যেন বর্ণবিদ্বেষের হার হয়।

রাজা ও রাজপুত্রের লড়াই
-খবর দশের পাতায়

সাইকেলের প্যাডেলেই স্কালোনির বিশ্বকাপ জয়ের অঙ্ক
-খবর এগারোর পাতায়

ম্যাচের সেরা মহম্মদ রব্বানি (বাঁয়ে) ও অভিরাজ দাস।

জয়ী ভিএনসি, নকশালবাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারের আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে সোমবার সন্তোষকুমার সরকার, বিনয়ভূষণ দাস ও অরুণবরণ চট্টোপাধ্যায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১২ বিভাগে ভিএনসি মর্নিং সকার ৩-২ গোলে বিবাদী ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। ভিএনসি-র জয়েশ বসাক জোড়া গোল করে। তাদের অন্যটি পবিত্র সরকারের। ম্যাচের সেরা বিবাদীর অভিরাজ দাস।

রেবতী রমন মিত্র, কালীকৃষ্ণ রায় ও বিশ্বনাথ নন্দী ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে নকশালবাড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ১-০ গোলে আয়োজকদের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করে মহম্মদ আরিয়ান। ম্যাচের সেরা নকশালবাড়ির মহম্মদ রব্বানি।

আজ নামছে মহমেডান

কলকাতা, ১৩ জুলাই : মঙ্গলবার ঘরের মাঠে কলকাতা লিগের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। প্রতিপক্ষ রেনবো অ্যাথলেটিক ক্লাব। গতবারের মূল দলটাকে ধরে রেখেছে মহমেডান। সঙ্গে একঝাঁক নতুনকে দলে নিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে শিলিগুড়ির পাসাং দোরজি তামাং।

ডুরান্ড প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ১৩ জুলাই : মঙ্গলবার থেকে ডুরান্ড কাপের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিল ইস্টবেঙ্গল। সহকারী কোচ বিনো জর্জের তত্ত্বাবধানে ১৮ জন ফুটবলার প্রথমদিনের অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন। এরমধ্যে নবাগত পূর্বা লাচেনপা, বরিস সিং, সন্দীপ মান্ডিরা ছিলেন। ২০ তারিখের আগে কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

লর্ডস টেস্টে ব্রিটিশ বধ, ইতিহাসে ভারতের মেয়েরা

লন্ডন, ১৩ জুলাই : ক্রিকেটের মক্কায় ইতিহাস ভারতের মেয়েদের। প্রথমবারের জন্য মহিলাদের টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হল লর্ডসের বাইশ গজে। ঐতিহাসিক সেই ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ২৭০ রানে হারাল হরমনপ্রীত কাউরের ভারত। প্রথম ইনিংসে ভারতের ২৮৫ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৭০ রানে থামে ন্যাট-স্কিভার ব্রান্টের ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ৩৪১ রান তুলে ডিক্লেয়ার ঘোষণা করেন হরমনপ্রীত। ইংল্যান্ডের সামনে জয়ের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৫৭ রান। তার ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারল না ইংল্যান্ডের মেয়েরা। সোফি একলেস্টোনদের লড়াই শেষ ১৮৬ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডকে ভাঙেন অফস্পিনার স্নেহ রানা (৪২/৪)। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন সায়ালি সাতঘরে (২৪/২), দীপ্তি শর্মা (৩৬/২)।

জয়ের ব্যবধান থেকেই স্পষ্ট বাইশ গজে কতটা দাপট ছিল ভারতের মেয়েদের। এই ম্যাচের পরই লর্ডসের অনার্স বোর্ডে নাম তুলে ফেললেন ভারতের দুই ক্রিকেটার। দ্বিতীয় ইনিংসে ১১৩ রান করেন ইয়াস্তিকা ভাটিয়া। লর্ডসে মহিলাদের প্রথম টেস্টেই শতরান করে ইতিহাসে নাম তুললেন তিনি। পাশাপাশি মহিলাদের টেস্টে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে পাঁচ উইকেট নিয়ে লর্ডসের অনার্স বোর্ডে নাম তুললেন ক্রান্তি গৌড়।

টি-২০ বিশ্বকাপে ভরাডুবির পর লর্ডসের এই জয় ভারতীয় মহিলা দলের আত্মবিশ্বাস যেন কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। অধিনায়ক হরমনপ্রীত বলেছেন, 'শেষ পাঁচটা টেস্টে চারটে জিতেছি আমরা। আশা করছি এই ধারা বজায় রাখতে আরও দশটা টেস্ট ম্যাচ খেলার সুযোগ পাব। এই ফর্ম্যাটেও আমরা বারবার নিজেদের প্রমাণ করতে চাই।' চতুর্থ দিনে খেলা শুরু আগে মাঠে নেমে স্মৃতি মান্ধানা, হরমনপ্রীতদের পেপটক দিতে দেখা যায় কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারকে। মাস্টার ব্লাস্টারের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে ভারতীয় দলে বাড়তি আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করেছে।

লর্ডসে ইংল্যান্ডকে টেস্টে হারানোর পর ট্রফি নিয়ে ভারতীয় মহিলা দল।

নজরে পরিসংখ্যান

১ লর্ডসে মহিলাদের টেস্টে প্রথম শতরান ইয়াস্তিকা ভাটিয়ার।

৫ মহিলাদের টেস্টে এক ইনিংসে প্রথম পাঁচ উইকেট ক্রান্তি গৌড়ের।

২৭০ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয়ের ব্যবধান। যা ভারতের সর্বাধিক।

৪৫৭ ইংল্যান্ডকে জয়ের জন্য দেওয়া ৪৫৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা মহিলাদের টেস্ট ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বাধিক।

১০ ইংল্যান্ডের মাটিতে টানা ১০ টেস্ট অপরাজিত ভারতের মহিলারা।

উইম্বলডনে জানিক সিনার বনাম আলেকজান্ডার জেরেভের ফাইনাল দেখার ফাঁকে যুবরাজ সিং, বৈভব সূর্যবংশী ও অভিষেক শর্মা।

সূর্যবংশীর সহায় অভিষেক!

বৈভবকে 'টার্মিনেটর ৬' আখ্যা যুবরাজের

লন্ডন, ১৩ জুলাই : ভারতীয় দলের জার্সিতে শুরুটা প্রত্যাশিত হয়নি। তিন ম্যাচে সংগ্রহ ১৪, ১৩, ১৫। বড্ড তাড়াহুড়ো করে বৈভব সূর্যবংশীর অভিষেক ঘটানো হয়েছে বলছেন কেউ কেউ। তবে বৈভবকে নিয়ে কোনওরকম সংশয় নেই যুবরাজ সিংয়ের। দাবি, বৈভব হল 'টার্মিনেটর ৬'। আগামী দিনে ক্রিকেটকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেবে।

প্রথম ইংল্যান্ড সফরেই উইম্বলডনে ঢুঁ মারার সুযোগ হাতছাড়া করেননি বৈভব। অভিষেক শর্মা, যুবরাজ সিংয়ের সঙ্গে সোজা সেন্টার কোর্টে। চোখে সানগ্লাস, গায়ে ব্লেজার-একেবারে অন্য লুক। যে ড্রেসের নেপথ্যে মজার গল্পও শোনালেন বৈভব। জানান, কী পরে যাবেন বুঝতে পারছিলেন না। হাতের সামনে যা পেয়েছেন, তা নিয়েই কাজ চালান। ফাইনাল-টাচের দায়িত্বে অভিষেক-ভাইয়া।

বৈভব, অভিষেকদের নিয়ে উইম্বলডন দেখার খুশিটা আড়াল করেননি যুবরাজ। দুজনের ভূয়সী প্রশংসা করে যুবি বলেছেন, 'নিজেকে আমি সবসময় টার্মিনেটর বলি। এখন টার্মিনেটর ৪ হল অভিষেক। আমার চারগুণ ভালো ও। এরপর টার্মিনেটর ৬ বৈভব সূর্যবংশী। ও ক্রিকেটকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।' বৈভবের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছেও প্রকাশ করেন যুবরাজ। বলেছেন, 'জানিক সিনার, কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া টেনিসে পরিবর্তন এনেছে। একই কথা প্রযোজ্য আজকের অভিষেক, বৈভবের ক্ষেত্রে। অভিষেকের সঙ্গে প্রচুর সময় কাটিয়েছি (মেন্টর-কোচ)। বৈভবের সঙ্গে সময় কাটাতে চাই। ওর সামনে দুর্দান্ত কেরিয়ার পড়ে।'

রথ দেখা আর কলা বেচা- জোড়া খুশি নিয়ে বৈভব বলেছেন, 'যুবি পাজি আমারও আদর্শ। প্রথমবার ওর সঙ্গে দেখা হওয়া বিশেষ প্রাপ্তি। প্রচুর টিপস পেলাম। ক্রিকেটার হিসেবে মানসিক দিকের কথা বলেছেন। চাপ সামলানো, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখা- সবমিলিয়ে আমার জন্য শিক্ষণীয়। আমাকে যা এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।'

চার গোলে লিগ শুরু বাগানের

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৪ (কিয়ান, সুহেল, সায়ন, বিভান) পাঠচক্র-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জুলাই : সবুজ-মেরুনে অভিষেকেই ম্যাচের সেরা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঠচক্রকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে কলকাতা ফুটবল লিগ অভিযান শুরু করল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। গত দুটি মরশুমে ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে সায়নের উজ্জ্বল উপস্থিতি একাধিক ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। সেই সায়ন এবার মোহনবাগানে। সবুজ-মেরুন জার্সিতেও প্রথম ম্যাচে নিজের উপস্থিতি জানান দিলেন তিনি। চার গোলের ম্যাচে একটি গোল করলেন, অবদান রাখলেন আরও দুটি গোলে। ২২ মিনিটে সায়নের পাস থেকেই প্রথম গোল কিয়ান নাসিরির। প্রথমার্ধের বাকি সময়টা ঘুমপাড়ানি ফুটবল খেলল দুটো দলই। দ্বিতীয়ার্ধেরও প্রথম মিনিট পনেরো ছবিটা একই ছিল। ৬৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোল সুহেল আহমেদ বাটের। ম্যাচের সংযুক্তি সময় লক্ষ্যভেদ সায়নের। মিনিট দুয়েকের ব্যবধানে তাঁরই সাজিয়ে দেওয়া বল গোলে পাঠান বিভান জ্যোতি লস্কর। গোটা ম্যাচে পাঠচক্রের পক্ষে ইতিবাচক সুযোগ হাতেগোনা। এরই মধ্যে গোললাইন থেকে একটি বল বিপন্মুক্ত করেন বাগানের রবিলাল মান্ডি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা মুকেশ কুমার মাহাতো - কে

18.05.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 98D 25995 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমার আর্থিক ভিত্তি মজবুত করেছে এবং প্রয়োজনীয় কাজে অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতাও দিয়েছে। আমি খুব বেশি আগ্রহ ছাড়াই এবং সামান্য দ্বিধা নিয়ে এই টিকিটটি কিনেছিলাম। এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ আমার পরিবারের সদস্যরা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেছেন কারণ এই পুরস্কারটি আমার মঙ্গলের জন্যই এসেছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।